www.sahihaqeedah.com

শ্বেত-শুভ্রা নবী তনয়া ফাতেমাতুয যাহরা

[রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহা]

শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী

www.sunni-encyclopedia.blogspot.com

اَلْأَرْبَعِيْن : اَلدُّرَّةُ الْبَيْضَاءُ فِيْ مَنَاقِبِ فَاطِمَةِ الزَّهْرَاءِ رضي الله عنها

শ্বেত মুক্তা নবী তনয়া ফাতিমাতুয যাহরা রাদিআল্লাহু আনহা

মূল

শায়খুল ইসলাম আল্লামা ড. তাহের আলকাদেরী

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মদ সোলাইমান

www.sunni-encyclopedia.blogspot.com

প্রকাশক

মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী

সন্‌জরী পাবলিকেশন

৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম

مَـوْلَايَ صَـلِّ وَّسَـلِّمْ دَآئِـمًا أَبَـدًا
عَلٰى حَبِيْبِكَ خَـيْرِ الْـخَلْقِ كُلِّـهِمِ
وَ الآلِ وَالصَّحْبِ ثُمَّ التَّابِعِيْنَ لَـهُمْ
أَهْلُ التُّقٰى وَالنُّقٰى وَالْـحِلْمِ وَالْكَرَمِ

﴿صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَبَارِكْ وَسَلَّمْ﴾

শ্বেত মুক্তা নবী তনয়া ফাতিমাতুয যাহরা রাদিআল্লাহু আনহা
মূল : শায়খুল ইসলাম আল্লামা ড. তাহের আলকাদেরী
ভাষান্তর : মাওলানা মুহাম্মদ সোলাইমান
সম্পাদনা : আবু আহমদ জামেউল আখতার চৌধুরী

প্রকাশক : মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী, সনজরী পাবলিকেশন, ৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট (২য় তলা), আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম, ফোন : ০৩১-২৮৫৮৫০৮

© সনজরী পাবলিকেশনের পক্ষে নুরে ফেরদাউস লিসা

প্রথম প্রকাশ : ৩১ ডিসেম্বর ২০০৯, ১৩ মুহাররম ১৪৩১, ১৭ পৌষ ১৪১৬

মূল্য : ১৩০ [একশত ত্রিশ] টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান
মোহাম্মদীয়া কুতুবখানা
৪২, জামে মসজিদ মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম

Ad-Durratul Baiza'a Fi Manaqib-e-FATIMATUZAHRA. By Allamah Dr. Taher Al-kaderi. Translated In Bengali By: M Sagir Ahmad Chawdhury. Edited By Abu Ahmad Jameul Akhtar Chowdhury. Published By:Mohammad Abu Tayeb Chowdhury. Price: Tk 130/-

সূচিপত্র

ভূমিকা : ১—২

১ম পরিচ্ছেদ : ৪—৫
হযরত ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহার পরিবার আহলে বায়ত

২য় পরিচ্ছেদ : ৫—৭
হযরত ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহার পরিবারই আহলে কিসা (নববী বস্ত্রধারী)

৩য় পরিচ্ছেদ : ৮—১০
হযরত ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহা গোটা বিশ্বের সরদার

৪র্থ পরিচ্ছেদ : ১১—১৪
হযরত ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহা জান্নাতি রমণীদের সরদার এবং তাঁর সন্তানদ্বয় জান্নাতি যুবকদের সরদার

৫ম পরিচ্ছেদ : ১৫—১৬
আল্লাহ তা'আলা হযরত ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহি এবং তাঁর সন্তানদের ওপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিয়েছেন

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ : ১৭—১৮
হযরত ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহার জননী সর্বোৎকৃষ্ট রমণী

৭ম পরিচ্ছেদ : ১৯—২০
হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী : হে ফাতেমা! আমার মাতা-পিতা তোমার ওপর উৎসর্গীত হোক

৮ম পরিচ্ছেদ : ২১—২৩
হযরত ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কলিজার টুকরো

৯ম পরিচ্ছেদ : ২৪—২৫
হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহার আগমনে প্রীতিস্বরূপ দাঁড়িয়ে যেতেন, হাতে চুমু খেতেন এবং স্বীয় আসনে তাঁকে বসাতেন

১০ম পরিচ্ছেদ : ২৬
হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ফাতেমাতুয্ যাহরা সালামুল্লাহ আলাইহার উপবেশনের জন্য নিজের চাদর বিছিয়ে দিতেন

১১শ পরিচ্ছেদ : ২৭—২৮
হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরের শুরু এবং শেষ উভয়টিই হযরত ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহার ঘর থেকে হতেন

১২শ পরিচ্ছেদ : ২৯—৩২
হযরত ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহা বিশ্বভুবনে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুহাব্বতের বিশেষ কেন্দ্র

১৩শ পরিচ্ছেদ : ৩৩—৩৫
চাল-চলনে হযরত সাইয়্যিদা ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহার চেয়ে অধিক অন্য কেউ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাদৃশ্যশীল ছিলনা

১৪শ পরিচ্ছেদ : ৩৬—৩৭
হযরত ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহার সন্তুষ্টি বস্তুতঃ হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টি

১৫শ পরিচ্ছেদ : ৩৮
যে হযরত ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহাকে অসন্তুষ্ট করল, বস্তুতঃ সে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অসন্তুষ্ট করল

১৬শ পরিচ্ছেদ : ৩৯
হযরত ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহার সন্তুষ্টি বস্তুতঃ আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তার অসন্তুষ্টি বস্তুতঃ আল্লাহরই অসন্তুষ্টি

১৭শ পরিচ্ছেদ : ৪০—৪১
যে হযরত ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহাকে কষ্ট দিল, সে যেন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দিল

১৮শ পরিচ্ছেদ : ৪২—৪৩
হযরত ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহা পারিবারিক শত্রু হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই শত্রু

১৯শ পরিচ্ছেদ : ৪৪—৪৬
হযরত ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহার পারিবারিক শত্রু কপট, অভিশপ্ত ও জাহান্নামি

২০শ পরিচ্ছেদ : ৪৫—৫১
হযরত ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রহস্যভেদী

২১শ পরিচ্ছেদ : ৫২
হযরত ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহা নববী বৃক্ষের ফলবান শাখা

২২শ পরিচ্ছেদ : ৫৩
হযরত ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহার সতীত্বের স্বাক্ষী স্বয়ং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

২৩শ পরিচ্ছেদ : ৫৪—৫৫
হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহুর সাথে হযরত ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহার বিয়ের নির্দেশ স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই দিয়েছেন

২৪শ পরিচ্ছেদ : ৫৬—৫৭
আল্লাহর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত বিশেষ ফেরেশতা দলের আসরে হযরত ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহার বিয়ের অনুষ্ঠান এবং তাতে চল্লিশ হাজার ফেরেশতার অংশগ্রহণ

২৫শ পরিচ্ছেদ : ৫৮—৫৯
হযরত ফতেমা সালামুল্লাহি আলাইহা এবং তার পরবর্তী বংশধরদের জন্য হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতের দোয়া

২৬শ পরিচ্ছেদ : ৬০—৬১
হযরত ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহার জীবদ্দশায় হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহুকে দ্বিতীয় বিয়ের অনুমতি দেয়া হয়নি

২৭শ পরিচ্ছেদ : ৬২
আওলাদে ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহা নববী বৈশিষ্ট্যের উত্তরসূরি

২৮শ পরিচ্ছেদ : ৬৩—৬৪
আওলাদে ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তান

২৯শ পরিচ্ছেদ : ৬৫—৬৬
হাশরের দিন হযরত ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহার নসব ব্যতীত অন্য সব নসব ছিন্ন হয়ে যাবে

৩০শ পরিচ্ছেদ : ৬৭—৬৯
হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তর্ধানের পর হযরত ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহাই সর্বপ্রথম তাঁর সাথে মিলিত হবেন

৩১শ পরিচ্ছেদ : ৭০—৭১
হযরত ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা নিজ ওফাত সম্পর্কে জানতেন

৩২শ পরিচ্ছেদ : ৭২—৭৪
কিয়ামতের দিন হযরত ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহার আগমনে উপস্থিত সকলে স্বীয় দৃষ্টি অবনত করে নেবে

৩৩শ পরিচ্ছেদ : ৭৫—৭৬
হযরত ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহার সত্তর হাজার হুর সমভিব্যহারে পুলসিরাত অতিক্রম করার দৃশ্য

৩৪শ পরিচ্ছেদ : ৭৭—৭৮
কিয়ামতের দিন হযরত ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সওয়ারীর ওপর আরোহণ করবেন

৩৫শ পরিচ্ছেদ : ৭৯
হযরত ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহা হচ্ছেন আখেরাতের পাল্লার দস্তা

৩৬শ পরিচ্ছেদ : ৮০—৮১
হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হযরত ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহা এবং তাঁর পরিবার সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে

৩৭শ পরিচ্ছেদ : ৮২
কিয়ামতের দিন হযরত ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহার অবস্থান হবে আল্লাহর আরশের নিচে সাদা গম্বুজে

৩৮শ পরিচ্ছেদ : ৮৩—৮৪
হযরত ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহা, তাঁর স্বামী, তাঁর সন্তানদ্বয় ও তাঁদের আশেকরা কিয়ামতের দিন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একই স্থানে থাকবে

৩৯শ পরিচ্ছেদ : ৮৫
হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহার ইরশাদ; 'ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহাই তাঁর পিতার পর সর্বোৎকৃষ্ট সত্ত্বা'

৪০শ পরিচ্ছেদ : ৮৬
হযরত ওমরের রাদিআল্লাহু আনহু বাণী; হযরত ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহাই তাঁর পিতার পর সর্বাধিক প্রিয় সত্ত্বা

প্রমাণপঞ্জী : ৮৭—১০২

প্রকাশকের কথা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

ইসলাম শাশ্বত, চিরন্তন ও সত্য একটি ধর্মের নাম। এ ধর্মের অনুসারীদের বলা হয় মুসলমান। ইসলামের সমস্ত কার্যাবলি যে মহান ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে আবর্তিত তিনি হলেন সাইয়্যিদুল মুরসালীন রাহমাতুল লিল্ আলামীন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁর পরিবারবর্গকে বলা হয় আলে বায়ত। তাঁর আলে বায়তের অন্যতম সদস্য হলেন তাঁর কলিজার টুকরা নয়নমনি মা ফাতেমাতুয-যাহরা রাদিআল্লাহু আনহা। যিনি জান্নাতি রমনীকূলের সরদার অভিধায় বিভূষিতা। যাঁর পুত্র রাসূল-দৌহিত্র হযরত হোসাইন ইবনে আলী রাদিআল্লাহু আনহু জান্নাতী যুবকদের অবিসংবাদিত সরদার। পবিত্র মুহার্‌রম মাস যাঁর শহীদী রক্তে রঞ্জিত। কারবালা প্রান্তর আজও যাঁর শোকে মুহ্যমান। সেই হোসাইনী পরিবারের কর্ণধার মা ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা ও তাঁর স্বামী হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু ও তাঁদের দুই পুত্র হযরত হাসান ও হযরত হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমা সর্ম্পকে রাহমাতুল লিল্ আলামীনের পবিত্র মুখনিঃসৃত অসংখ্য হাদীস বিদ্যমান। যা সিহা সিত্তাসহ হাদীস শাস্ত্রের অন্যান্য নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

বর্তমান যুগের স্বনামধন্য ইসলামী চিন্তাবিদ শায়খুল ইসলাম আল্লামা ড. তাহের আলকাদেরী ওই সকল হাদীসগুলোকে সংগ্রহ করে اَلدُّرَّةُ الْبَيْضَاءُ : اَلْأَرْبَعِيْن فِيْ مَنَاقِبِ فَاطِمَةِ الزَّهْرَاءِ নামে একটি সংকলন প্রকাশ করেন। আলে বায়তের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা পোষণকারী বাংলা-ভাষাভাষী মুসলিম সমাজের নিকট তার বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত ও গৌরবান্বিত।

আশা করি পাঠকসমাজ মাতৃভাষায় নবী পরিবার সম্পর্কিত হাদীসগুলোর মর্মার্থ সম্যক অবগত হতে পারবেন। আল্লাহ আমাদের সকলের অন্তরে আলে বায়ত ও তাঁর প্রিয়নবীর মুহাব্বত ও এশ্‌ক দান করুন। আমীন সুম্মা আমীন বি-হুরমতে সাইয়্যিদিল মুরসালীন।

সালামসহ

মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী

প্রকাশক

সনজরী পাবলিকেশন

ভূমিকা

সাইয়্যেদায়ে কায়েনাত হযরত ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহার দরবারে আল্লামা ইকবালের ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদনমূলক কবিতা।

مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز

از سہ نسبت حضرت زہراؓ عزیز

ঈসার মাতৃত্বে ধন্য মরিয়ম, এতেই তাঁর মান
ত্রিরত্নে শ্রেষ্ঠ তুমি হে ফাতেমা! যাতে তুমি অম্লান।

نورِ چشمِ رحمۃ للعالمین

آں امامِ اوّلین و آخرین

কুল জাহানের রহমত নবী, তুমি তাঁর চোখের জ্যোতি
ইমামে আওয়ালিন ও আখেরিন, এটি তাঁর খ্যাতি।

بانوی آں تاجدارِ ھل اَتےٰ

مرتضیٰ مشکل کشا شیرِ خدا

তাঁর স্বামী আজন্ম মুকুটধারী, যিনি
মুরতাদা, মুশকিল কুশা, শেরে খোদা তিনি।

مادرِ آں مرکزِ پرکارِ عشق

مادرِ آں کارواں سالارِ عشق

তাঁর মাতা ইশকের উৎস-আধার
যিনি ইশক-কাফেলার সরদার।

در نوائے زندگی سوز از حسینؓ

اہلِ حق حریّت آموز از حسینؓ

হুসাইনের বিয়োগে, তাঁর জীবনে এল বিষণ্নতা
সত্যের লড়াকুরা এতে শিখল স্বাধীনতা।

مزرعِ تسلیم را حاصل بتولؓ

مادراں را اُسوۂ کامل بتولؓ

হযরত হাসান ছিলেন আনুগত্যের উৎসক্ষেত্র
জন্মগতভাবে তাঁর ছিল অনুপম চরিত্র।

آن اَدب پروردۂ صبر و رضا

آسیا گردد و لب قرآں سرا

সন্তুষ্টি, ধৈর্য ও শিষ্টাচারিতায় তার পালন
আসিয়া হয়েও মুখে কুরআনের বাণীর লালন।

اَشک اُو برچید جبریلؑ از زمیں

ہمچو شبنم ریخت بر عرشِ بریں

পৃথিবী হতে জিবরাঈলের বিদায়ে তাঁর অশ্রুধারা
সুউচ্চ আরশে বইয়ে দিল কুয়াশার ঝর্ণাধারা।

رشتہ ٔ آئینِ حق زنجیرِ پاست

پاسِ فرمانِ جنابِ مصطفیٰؐ است

তাঁর পা বদ্ধ ছিল রশিতে খোদায়ী হকের
মূর্ত প্রতীক ছিলেন তিনি, নির্দেশ পালনে হুজুরের।

ورنہ گردِ تربتش گردیدمی

سجدہ ہا برخاکِ اُو پاشیدمی

যদি না হত নিষিদ্ধ তাওয়াফ তাঁর কবরের
তাহলে সেজদার ঢল নামত হাজারো মানুষের।[১]

[১] کلیاتِ اقبال (فارسی)، اَسرار و رُموز

عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :

«إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّى يُؤْذِينِى مَا آذَاهَا».

হযরত আল-মিসওয়ার ইবনে মাখরামা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নিঃসন্দেহে ফাতেমা আমার প্রাণের টুকরো। তাকে যে কষ্ট দেয় সে আমাকেই কষ্ট দিল।[২]

[২] মুসলিম, আস-সহীহ, ৭:১৪১, হাদীস : ৬৪৬১

১ম পরিচ্ছেদ

آلُ فَاطِمَةَ سَلاَمُ اللهِ عَلَيْهَا أَهْلُ الْبَيْتِ

হযরত ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহার পরিবার আহলে বায়ত

١. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَمُرُّ بِبَابِ فَاطِمَةَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ إِذَا خَرَجَ إِلَى صَلاَةِ الْفَجْرِ يَقُولُ : «الصَّلاَةَ يَا أَهْلَ الْبَيْتِ! ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾». [الأحزاب ٣٣:٣٣]

হযরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ছয় মাস পর্যন্ত হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আমল করতেন যে, যখন তিনি ফজরের নামাজের জন্য বের হয়ে ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহার দরজার পাশ দিয়ে যেতেন, তখন বলতেন, হে আহলে বাইত! নামায কায়েম করো। (অতঃপর এ আয়াতটি পড়তেন :) 'হে নবী পরিবারের সদস্যবর্গ (আহলে বাইত)! আল্লাহ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখতে।'[৩]

[৩] ১. তিরমিযী, আল-জামি আস-সহীহ, ৫:৩৫২, হাদীস : ৩২০৬
২. আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, ৩:২৫৯, ২৮৫
৩. আহমদ ইবনে হাম্বল, ফাযায়িলুস সাহাবা, ২:৭৬১, হাদীস : ১৩৪০, ১৩৪১
৪. ইবনে আবি শাইবা, আল-মুসান্নিফ, ৬:৩৮৮, হাদীস : ৩২২৭২
৫. শাইবানি, আল-আহাদ ওয়াল মাসানি, ৫:৩৬০, হাদীস : ২৯৫৩
৬. আবদ ইবনে হুমাইদ, আল-মুসনাদ, পৃ. ৩৬৭, হাদীস : ১২২৩
৭. হাকেম, আল-মুসতাদরাক, ৩:১৭২, হাদীস : ৪৭৪৮
৮. তাবরানী, আল-মু'জাম আল-কবীর, ৩:৫৬, হাদীস : ২৬৭১
৯. বুখারী, আল-কুনাহ, পৃ. ২৫, হাদীস : ২০৫; এতে তিনি হযরত আবুল হামরা থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যেখানে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ আমলের মেয়াদ ৯ মাস বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
১০. আবদ ইবনে হুমাইদ, আল-মুসনাদ, পৃ. ১৭৩, হাদীস : ৪৭৫
১১. ইবনে হাইয়ান, তাবাকাতুল মুহাদ্দিসীন বি-আসবাহান, ৪:১৪৮; এতে তিনি হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিআল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়তে ৮ মাসের কথা উল্লেখ করেন।
১২. ইবনে আসির, উসদুল গাবাহ ফি-মা'রিফাতিস সাহাবা, ৭ম:২১৮
১৩. যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২:১৩৪

٢. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي قَوْلِهِ : ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ [الأحزاب ٣٣:٣٣] نَزَلَتْ فِي خَمْسَةٍ : فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ.

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিআল্লাহু আনহু আল্লাহর এ বাণী : 'হে আহলে বাইত! আল্লাহ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে।'—সম্পর্কে বলেন, তা পাঁচ মনীষীর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। যথাক্রমে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু, হযরত ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা, হযরত হাসান ও হুসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমা।[৪]

১৪. মুযি, তাহযিবুল কামাল, পৃ. ৩৫,২৫০,২৫১
১৫. ইবনে কাসির, তাফসিরুল কুরআনিল আজিম, ৩:৪৮৩
১৬. আল্লামা সুয়ুতী, আদ-দুররুল মানসুর ফিত তাফসীর বিল মাসূর, ৫:৬১৩; এতে হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিআল্লাহু আনহু হতে রিওয়ায়ত করেন।
১৭. আল্লামা সুয়ুতী, আদ-দুররুল মানসুর ফিত তাফসীর বিল মাসূর, ৬:৬০৭; এতে হযরত আবুল হামরা রাদিআল্লাহু আনহু হতে রিওয়ায়ত করেন।
১৮. শওকানী, ফতহুল কদীর, ৪:২৮০

[৪] ১. তাবরানী, আল-মু'জাম আল-আওসাত, ৩:৩৮০, হাদীস : ৩৪৫৬
২. তবরানী, আল-মু'জাম আস-সগীর, ১:২৩১, হাদীস : ৩৭৫
৩. ইবনে হাইয়ান, তাবাকাতুল মুহাদ্দিসীন বি-আসবাহান, ৩:৩৮৪
৪. খতীবে বগদাদী, তারিখে বাগদাদ, ১০:২৭৮
৫. তবরী, জামিউল বয়ান ফি তাফসীরিল কুরআন, ২২:৬

২য় পরিচ্ছেদ

آلُ فَاطِمَةَ سَلَامُ اللهِ عَلَيْهَا أَهْلُ كِسَاءِ

হযরত ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহার পরিবারই আহলে কিসা (নববী বস্ত্রধারী)

٣. عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، قَالَتْ : قَالَتْ عَائِشَةُ : خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ غَدَاةً وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ، فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَأَدْخَلَهُ، ثُمَّ جَاءَ الْحُسَيْنُ فَدَخَلَ مَعَهُ، ثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَدْخَلَهَا، ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَأَدْخَلَهُ، ثُمَّ قَالَ : ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ [الأحزاب ٣٣:٣٣]

হযরত সফিয়্যা বিনতে শায়বা রাদিআল্লাহু আনহা হযরত আয়শা রাদিআল্লাহু আনহার সূত্রে বর্ণনা করেন, একদিন সকালে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরীরে কালো পশমের (উটের হাওদার ন্যায়) নকশা করা একটি চাদর জড়ানো অবস্থায় বের হলেন। অতঃপর হযরত হাসান ইবনে আলী রাদিআল্লাহু আনহু আসলে তাঁকে চাদরে আগলে নিলেন। এরপর হযরত হুসাইন রাদিআল্লাহু আনহু এসে তাঁর সঙ্গে চাদরে ঢুকে গেলেন। এরপর হযরত ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা আসলে তাঁকে তিনি চাদরে ঢুকালেন। সর্বশেষ হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু আসলে তিনি তাঁকেও চাদরে প্রবেশ করালেন। অতঃপর বললেন, 'হে আহলে বাইত! আল্লাহ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখতে।'[৫]

[৫] ১. মুসলিম, আস-সহীহ, ৪:১৮৮৩, হাদীস : ২৪২৪
২. ইবনে আবি শাইবা, আল-মুসান্নিফ, ৬:৩৭০, হাদীস : ৩৬১০২
৩. আহমদ ইবনে হাম্বল, ফাযায়িলুস সাহাবা, ২:৬৭২, হাদীস : ১১৪৯
৪. ইবনে রবিয়াহ, আল-মুসনাদ, ৩:৬৭৮, হাদীস : ১২৭১
৫. হাকেম, আল-মুসতাদরক, ৩:১৫৯, হাদীস : ৪৭০৫
৬. বায়হাকী, আস-সুনান আল-কুবরা,, ২:১৪৯
৭. তবরী, জামেউল বয়ান ফি তাফসীরিল কুরআন, ২২:৬-৭

٤. عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ رَبِيبِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ : ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ [الأحزاب ٣٣:٣٣] فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، فَدَعَا فَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا فَجَلَّلَهُمْ بِكِسَاءٍ، وَعَلِيٌّ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَجَلَّلَهُ بِكِسَاءٍ، ثُمَّ قَالَ : «اللَّهُمَّ! هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي، فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا».

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পালক সন্তান হযরত ওমর ইবনে আবি সালমা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত উম্মে সালমা রাদিআল্লাহু আনহার বাড়িতে অবস্থানকালীন সময়ে যখন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর এই আয়াতটি নাযিল হয়, 'হে আহলে বাইত! আল্লাহ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখতে।' তখন হযরত ফাতেমা, হাসান ও হুসাইনকে (রাদিআল্লাহু আনহুম) ডেকে একটি কম্বলে আবৃত করে নিলেন। হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু তখন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পশ্চাতে ছিলেন, তাঁকেও কম্বলে আবৃত করে নিলেন। এরপর বললেন, হে আল্লাহ! এরা আমার পরিবারবর্গ, তাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করে দিন আর তাদেরকে পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখুন।[৬]

[৮] বগভী, মুয়ালিমুত তানযিল, ৩:৫২৯
[৯] ইবনে কসির, তাফসিরুল কুরআনিল আজিম, ৩:৪৮৫
[১০] সুয়ুতী, আদ-দুররুল মানসুর ফিত তাফসীর বিল মাসূর, ৬:৬০৫
[৬] ১. তিরমিযী, আল-জামি আস-সহীহ, ৫:৩৫১,৬৬৩, হাদীস : ৩২০৫, ৩৭৮৭
২. আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, ৬:২৯২
৩. আহমদ ইবনে হাম্বল, ফাযায়িলুস সাহাবা, ২:৫৮৭, হাদীস : ৯৯৪
৪. বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরায় এ হাদিসটির বর্ণনায় সামান্য পরিবর্তন এনেছেন।
৫. হাকেম, আল-মুসতাদরাক, ২:৪৫১, হাদীস : ৩৫৫৮
৬. হাকেম, আল-মুসতাদরাক, ৩:১৫৮, হাদীস : ৪৭০৫
৭. তাবরানী, আল-মু'জামুল কবির, ৩:৫৪, হাদীস : ২৬৬২
৮. তাবরানী, আল-মু'জামুল কবির, ৯ম:২৫, হাদীস : ৮২৯৫
৯. তাবরনী, আল-মু'জাম আল-আওসাত, ৪:১৩৪, হাদীস : ৩৭৯৯
১০. বায়হাকী, আল-ই'তিকাদ, পৃ. ৩২৭
১১. খতীবে বাগদাদী, তারিখে বগদাদ, ৯:১২৬
১২. খতীবে বাগদাদী, মাউযাউ আওহামুল জাময়ে ওয়াত-তাফরীক, ২:৩১৩

৩য় পরিচ্ছেদ

فَاطِمَةُ سَلاَمُ اللهِ عَلَيْهَا سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِيْنَ

হযরত ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহা গোটা বিশ্বের সরদার

٥. عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : وَهُوَ فِيْ مَرْضِهِ الَّذِيْ تَوَفِّيَ فِيْهِ : «يَا فَاطِمَةُ! أَلاَ تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُوْنِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْعَالَمِيْنَ وَسَيِّدَةَ نِسَاءِ هٰذِهِ الأُمَّةِ و سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ»؟

হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ শয্যায় বললেন, হে ফাতেমা! তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তুমি গোটা বিশ্বের রমণীদের ও আমার এই উম্মতের রমণীদের এবং মু'মিন রমণীদের সরদার হবে।[৭]

٦. عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ : أَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِيْ كَأَنَّ مِشْيَتَهَا مِشْيَةُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ : «مَرْحَبًا بِابْنَتِي». ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِيْنِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ إِنَّهُ أَسَرَّ إِلَيْهَا حَدِيْثًا، فَبَكَتْ،

১৩. দুলাবী, আয-যুর্রিয়াতুত তাহিরাহ, পৃ. ১০৭, ১০৮, হাদীস : ২০১
১৪. ইবনে আসির, উসদুল গাবাহ ফি-মা'রিফাতিস সাহাবা, ৭:২১৮; এতে হযরত উম্মে সালমার রাদিআল্লাহু আনহু সূত্রে এই হাদিসটি বর্ণনা করেন।
১৫. আসকালানি, ফতহুল বারী, ৭:১৩৮
১৬. আসকালানি, আল-ইসাবাহ ফি তময়িজিস সাহাবা, ৩:৪০৫
১৭. তবরী, জামেউল বয়ান ফি তাফসীরিল কুরআন, ২২:৭
১৮. আল্লামা সুয়ুতী, আদ-দুররুল মানসুর ফিত তাফসীর বিল মাসূর, ৬:৬০৪
১৯. শওকানী, ফতহুল কদীর, ৪:২৭৯
[৭] ১. হাকেম, আল-মুসতাদরাক, ৩:১৭০, হাদীস : ৪৭৪০; তিনি হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন। ইমাম যাহাবী তাঁর মতকে সমর্থন করেছেন।
২. নাসায়ী, আস-সুনান আল-কুবরা, ৪:২৫১, হাদিস হাদীস : ৭০৭৮
৩. নাসায়ী, আস-সুনান আল-কুবরা, ৫:১৪৬, হাদিস হাদীস : ৮৫১৭
৪. ইবনে সা'আদ, আত তাবকাতুল কুবরা, ২:২৪৭-২৪৮
৫. ইবনে সা'আদ, আত তাবকাতুল কুবরা, ৮:২৬, ২৭
৬. ইবনে আসির, উসদুল গাবাহ ফি-মা'রিফাতিস সাহাবাতে, ৭ম:২১৮

فَقُلْتُ لَهَا : لِمَ تَبْكِيْنَ؟ ثُمَّ أَسَرَّ إِلَيْهَا حَدِيْثًا، فَضَحِكَتْ، فَقُلْتُ : مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ فَرَحًا أَقْرَبَ مِنْ حُزْنٍ، فَسَأَلْتُهَا عَمَّا قَالَ، فَقَالَتْ : مَا كُنْتُ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، حَتَّى إِذَا قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ فَسَأَلْتُهَا، فَقَالَتْ : إِنَّهُ أَسَرَّ إِلَيَّ، فَقَالَ : «إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُنِي الْقُرْآنَ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً، وَإِنَّهُ عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَّتَيْنِ، وَلَا أُرَاهُ إِلَّا حَضَرَ أَجَلِي، وَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِي لُحُقًا بِي». فَبَكَيْتُ، فَقَالَ : «أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، أَوْ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ»؟ فَضَحِكْتُ لِذَلِكَ.

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন, হযরত ফাতেমাতুয যাহরা (আলাইহাস সালাম) একদা আমাদের নিকট আসলেন। আর তাঁর চলার ভঙ্গিমা অবিকল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চলার অনুরূপ ছিল। অতঃপর তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বীয় কলিজার টুকরোকে স্বাগত জানিয়ে নিজের ডান পাশে অথবা বাম পাশে বসালেন (উপবিষ্ট করালেন)। অতঃপর চুপিসারে তাঁকে (ফাতেমাকে) কিছু বললেন। এতে তিনি কাঁদতে লাগলেন। আমি তাঁকে বললাম কেন কাঁদছ? এরপর (আবার) তাঁর সাথে চুপিসারে কোন কথা বললেন। এতে তিনি (ফাতেমা) হেঁসে পড়লেন। এরপর আমি বললাম, আমি আজকের ন্যায় আনন্দকে বিষণ্নতার এত নিকটতর দেখিনি। আমি (হযরত ফাতেমাতুয যাহরাকে) জিজ্ঞাসা করলাম, হুজুর কি বলেছেন? তিনি বললেন, আমি রসূলুল্লাহর রহস্যকে ফাঁস করতে পারবনা। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তর্ধানের পর (এ বিষয়ে) আমি তাকে পূণঃ জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে তিনি বললেন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে চুপিসারে বললেন যে, জিবরাইল আলাইহিস সালাম আমার ওপর প্রত্যেক বছর একবার কুরআন মজীদের পূনরাবৃত্তি করে থাকেন, কিন্তু এ বছর দু'বার করেছেন। এতে আমার বিশ্বাস যে, আমার বিদায়ের পালা এসে গেছে। আর নিঃসন্দেহে আমার পরিবারবর্গের মধ্যে তুমিই সর্বপ্রথম আমার সাথে মিলিত হবে। একথা আমাকে কাঁদিয়েছে। এরপর তিনি বললেন, তুমি কি এ কথায় সন্তুষ্ট নও যে, তুমি সকল জান্নাতি রমণীদের সরদার হবে বা সকল মুসলিম রমণীদের সরদার হবে! এতে আমি হেঁসে পড়েছি।[৮]

[৮] ১. বুখারী, আস-সহীহ, ৩:১৩২৬, ১৩২৭, হাদীস : ৩৪২৬-৩৪২৭
২. মুসলিম, আস-সহীহ, ৪:১৯০৪, হাদীস : ২৪৫৩
৩. আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, ৬:২৮২

٧. عَنْ مَسْرُوقٍ، حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ : ... قَالَ (رَسُوْلُ اللهِ ﷺ) : «يَا فَاطِمَةُ! أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ».

হযরত মাসরুক, উম্মুল মু'মীনিন হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহার সূত্রে বর্ণনা করেন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমাকে বললেন, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তুমি সকল মুসলিম রমণীদের সরদার (নেত্রী) হবে বা এই উম্মতের সকল রমণীদের সরদার হবে।[৯]

٨. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ : «إِنَّ مَلَكًا مِنَ السَّمَاءِ لَمْ يَكُنْ زَارَنِي، فَاسْتَأْذَنَ اللهَ فِي زِيَارَتِي فَبَشَّرَنِي، أَوْ أَخْبَرَنِي أَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أُمَّتِي».

হযরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আসমানের জনৈক ফেরেশতা আমার সাক্ষাৎ লাভ করেনি। অতঃপর সে আল্লাহর পক্ষ হতে আমার সাথে সাক্ষাৎ লাভের অনুমতি প্রাপ্ত হল এবং সুসংবাদ বা সংবাদ দিল যে, ফাতেমা আমার উম্মতের সকল নারীদের সরদার।[১০]

৯. ১. বুখারী, আস-সহীহ, ৫:২৩১৭, হাদীস : ৫৯২৮
২. মুসলিম, আস-সহীহ, ৪:১৯০৫, হাদীস : ২৪৫০
৩. নাসায়ী, ফাযায়েলুস সাহাবা, পৃ. ৭৭, হাদীস : ২৬৩
৪. আহমদ ইবনে হাম্বল, ফাযায়িলুস, সাহাবা, ২:৭৬২, হাদীস : ১৩৪২
৫. তায়ালিসী, আল-মুসনাদ, পৃ. ১৯৬, হাদীস : ১৩৭৩
৬. ইবনে সা'আদ, আত তবকাতুল কুবরা, ২:২৪৭
৭. দুলাবী, আয-যুররিয়াতুত তাহিরাহ, পৃ. ১০১, ১০২, হাদীস : ১৮৮
৮. আবু নায়ীম, হুলয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবকাতুল আসফিয়া, ২:৩৯-৪০
৯. যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২:১৩০

১০. ১. তাবারানী, আল-মু'জাম আল-কবীবর, ২২:৪০৩, হাদীস : ১০০৬
২. বুখারী-আত তারিখুল কবির, ১:২৩২, হাদীস : ৭২৮
৩. হায়সমী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯:২০১; এতে তিনি বলেন, তাবরানী হাদিসটি রিওয়ায়ত করেছেন। মুহাম্মদ ইবনে মারওয়ান যাহলী ব্যতীত এর সকল রাবী সহীহ। ইবনে হিব্বান একে সিকাহ বলেছেন।
৪. যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২:১২৭
৫. মুযি, তাহজিবুল কামাল, ২৬:৩৯১

৪র্থ পরিচ্ছেদ

فَاطِمَةُ سَلَامُ اللهِ عَلَيْهَا سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ
وَأَبْنَاهَا سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

হযরত ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহা জান্নাতি রমণীদের সরদার এবং তাঁর সন্তানদ্বয় জান্নাতি যুবকদের সরদার

٩. عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : ... قَالَ (رَسُوْلُ اللهِ ﷺ) : «إِنَّ هَذَا مَلَكٌ لَمْ يَنْزِلِ الْأَرْضَ قَطُّ قَبْلَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيَّ وَيُبَشِّرَنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ».

হযরত হুযাইফা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, জনৈক ফেরেশতা অত্র রাতের পূর্বে কখনো পৃথিবীতে অবতরণ করেনি। সে স্বীয় রবের নিকট আমাকে সালাম করতে এবং এই সুসংবাদ দিতে অনুমতি প্রার্থনা করল যে, ফাতেমা সকলের জান্নাতি রমনীদের সরদার এবং হাসান ও হুসাইন সকল জান্নাতি যুবকদের সরদার।[১১]

১১. ১. তিরমিযী, আল-জামি আস-সহীহ, ৫:৬৬০, হাদিস হাদীস : : ৩৭৮১
২. নাসায়ী-আস-সুনান আল-কুবরা, ৫:৮০, ৯৫, হাদিস হাদীস : ৮২৯৮ ও ৮৩৬৫
৩. নাসায়ী, ফাযায়িলুস সাহাবা, পৃ. ৫৮-৭৬, হাদিস হাদীস : ১৯৩ ও ২৬০
৪. আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, ৫:৩৯১
৫. আহমদ ইবনে হাম্বল, ফাযায়িলুস সাহাবা, ২:৭৮৮, হাদীস : ১৪০৬
৬. ইবনে আবি শাইবা, আল-মুসান্নফ, ৬:৩৮৮, হাদীস : ৩২২৭১
৭. হাকেম, আল-মুসতাদরক, ৩:১৬৪, হাদীস : ৪৭২১, ৪৭২২
৮. তাবরানী, আল-মু'জামুল কবির, ২২তম:৪০২, হাদীস : ১০০৫
৯. বায়হাকী, আল-ই'তিকাদ, পৃ. ৩২৮
১০. আবু নায়ীম, হুলয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবকাতুল আসফিয়া, ৪:১৯০
১১. মুহিব্বে তবরী, যখায়েরুল খুকবা ফি মানাকেবে যবিল কুরবা, পৃ. ২২৪
১২. যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৩:১২৩, ২৫২
১৩. আসকালানি, ফতহুল বারী, খণ্ড ৬, পৃ. ৪৭১

١٠. عَنْ عَلِيٍّ - يَعْنِيْ ابْنَ أَبِيْ طَالِبٍ -، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ لِفَاطِمَةَ : «أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَأَبْنَاكَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ»؟

হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ফাতেমাকে বললেন, তুমি কি এ কথায় সন্তুষ্ট নও যে, তুমি সকল জান্নাতি রমণীদের সরদার হবে এবং তোমার সন্তানদ্বয় সকল জান্নাতি যুবকদের সরদার হবে? ।[১২]

١١. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : خَطَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ خُطُوطٍ. قَالَ : «تَدْرُونَ مَا هَذَا»؟ فَقَالُوا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «أَفْضَلُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ، وَآسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِمٍ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ، وَمَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ».

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, (একদিন) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জমির ওপর চারটি রেখা টানলেন এবং বললেন, তোমরা কি জান, এটা কি? সাহাবায়েকিরাম আরজ করলেন, আল্লাহ এবং তদীয় রাসূল ভালই জানেন। অতঃপর হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, সকল জান্নাতি রমণীদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট হচ্ছে চারজন, খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ, ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

১৪. সুয়ূতী, তাদরিবুর রাবী, ২:২২৫
১৫. সুয়ূতী, আল-খাসায়েসুল কুবরা, ২:১৫৬, ৪৬৪
১৬. বুখারী, আস সহীহ, কিতাবুল মানাকিব, ৩:১৩৬০; এতে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনজন এবং ফাতেমার রাদিআল্লাহু আনহুর মর্যাদা-বিষয়ক অধ্যায় রচনা করে বলেন,

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ».

অর্থ : হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ফাতেমা জান্নাতি রমনীদের সরদার।

১৭. ইমাম বুখারী হযরত ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহার মর্যাদার বিষয়ে এ একই শিরোনাম আস-সহীহে (৩:১৩৭৪) দু'বার এনেছেন।

[১২] ১.হায়সমী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯:২০১
২. বাযযার, আল-মুসনাদ, ৩:১০২, হাদীস : ৮৮৫

ওয়াসাল্লাম, ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়া বিনতে মাযাহিম এবং মারয়াম বিনতে ইমরান রাদিআল্লাহু আনহু।[১৩]

١٢. عَنْ صَالِحٍ، قَالَ : يُقَالُ قَالَتْ عَائِشَةُ لِفَاطِمَةَ ابْنَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ : أَلَا أُبَشِّرُكِ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : سَيِّدَاتُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَرْبَعٌ : مَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ، وَفَاطِمَةُ ابْنَةُ رَسُولِ اللهِ، وَخَدِيجَةُ ابْنَةُ خُوَيْلِدٍ، وَآسِيَةُ ابْنَةُ مُزَاحِمٍ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ.

হযরত সালেহ রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিআল্লাহু আনহা বললেন, আমি কি তোমাকে সুসংবাদ

[১৩] ১. আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, ১:২৯৩, ৩১৬
২. নাসায়ী, আস-সুনান আল-কুবরা,, ৫:৯৩-৯৪, হাদীস : ৮৩৫৫ ও ৮৩৬৪
৩. নাসায়ী, ফাযায়িলুস সাহাবা, পৃ. ৭৪ ও ৭৬, হাদিস : ২৫০ ও ২৫৯
৪. ইবনে হিব্বান, আস সহীহ, ১৫:৪৭০, হাদীস : ৭০১০
৫. হাকেম, আল-মুসতাদরক, ২:৫৩৯, হাদীস : ৩৮৩৬
৬. হাকেম, আল-মুসতাদরক, ৩:১৭৪ ও ২০৫, হাদীস : ৪৭৫৪ ও ৪৮৫২
৭. আহমদ ইবনে হাম্বল, ফাযায়িলুস সাহাবা, ২:৭৬০-৭৬১ হাদীস : ১৩৩৯
৮. আবু ইয়ালা, আল-মুসনাদ, ৫:১১০, হাদীস : ২৭২২
৯. শায়বানী, আল-আহাদ ওয়াল মাসানী, ৫:৩৬৪, হাদীস : ২৯৬২
১০. আবদ ইবনে হুমাইদ, আল-মুসনাদ, ১:২০৫, হাদীস : ৫৯৭
১১. তাবরানী, আল-মুজাম আল-কবীর, ১১ :৩৩৬, হাদীস : ১১৯২৮
১২. তাবরানী, আল-মুজাম আল-কবীর, ২২:৪০৮, হাদীস : ১০১৯
১৩. তাবরানী, আল-মুজাম আল-কবীর, ২৩:৭, হাদীস : ১-২
১৪. বায়হাকী, আল-ই'তিকাদ, পৃ. ৩২৯
১৫. ইবনে আব্দিল বর, আল-ইসতিআব ফি মা'রিফাতিল আসহাব, ৪:১৮২১-১৮২২
১৬. নববী, তাহজিবুল আসমা ওয়াল লুগাত, ২:৬০৮
১৭. যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ২:১২৪; এতে তিনি হাদিসটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস হতে মারফু বলে উল্লেখ করেছেন।
১৮. হায়সমী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯:২২৩; এতে তিনি বলেন যে, হাদিসটি আহমদ, আবু ইয়ালা এবং তাবরানী রিওয়ায়ত করেছেন। আর তাঁদের বর্ণনাকৃত রিওয়ায়তের রাবীসমূহ সহীহ।
১৯. আসকালানী, ফতহুল বার, ৬:৪৪৭
২০. আসকালানী, আল-ইসাবা ফি তমিয়িযিস সাহাবা, ৮:৫৫
২১. হুসাইনী, আল-বয়ান ওয়াত তা'রিফ, ১:১২৩, হাদীস : ৩১৬
২২. মুনাভী, ফয়জুল কদীর, ২:৫৩
২৩. কুরতুবী, আল-জামে লি আহকামিল কুরআন, ৪:৮৩
২৪. ইবনে কসীর, তাফসিরুল কুরআনুল আযীম, ৪:৩৯৪

দিবনা? (তা হচ্ছে) আমি স্বয়ং হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ কথা বলতে শুনেছি যে, জান্নাতি রমণীদের সরদার কেবল চার জন (রমনী)। মরয়াম বিনতে ইমরান, ফাতেমা বিনতে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ এবং ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়া।[১৪]

[১৪] আহমদ ইবনে হাম্বল, ফাযায়িলুস সাহাবা, ২:৭৬০, হাদীস : ১৩৩৬

৫ম পরিচ্ছেদ

حَرَّمَ اللهُ فَاطِمَةَ سَلَامُ اللهِ عَلَيْهَا وَذُرِّيَتَهَا عَلَى النَّارِ

আল্লাহ তা'আলা হযরত ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহি এবং তাঁর সন্তানদের ওপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিয়েছেন

١٣. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِفَاطِمَةَ : «إِنَّ اللهَ ﷻ غَيْرُ مُعَذِّبِكِ، وَلَا وَلَدِكِ».

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেন যে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ফাতেমাকে বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে এবং তোমার সন্তানদেরকে (জাহান্নামের) আগুনের শাস্তি দিবেন না।[১৫]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مَسْعُودٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِنَّ فَاطِمَةَ حَصَّنَتْ فَرْجَهَا فَحَرَّمَهَا اللهُ وَذُرِّيَّتَهَا عَلَى النَّارِ».

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে, নিঃসন্দেহে ফাতেমা নিজের সতিত্বকে এভাবে সংযত ও রক্ষা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে এবং তার সন্তানদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে মুক্ত করে দিয়েছেন।[১৬]

[১৫] ১. তাবরানী, আল-মুজাম আল-কবীর, ১১:২১০, হাদীস : ১১৬৮৫
২. হায়সমী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯:২০২; এতে বলেন, হাদিসটি তাবারানী রিওয়ায়ত করেছেন এবং এর রাবীসমূহ সিকাহ।
৩. সাখাবী, ইসতিজলাবু ইরতিকায়িল গুরুফ বি হুব্বি আকরাবায়িল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও জবিস সরফ, পৃ. ১১৭

[১৬] ১. তাবরানী, আল-মুজাম আল-কবীর, ২২তম:৪০৮, হাদীস : ১০১৮
২. বাযযার, আল-মুসনাদ, ৫:২২৩, হাদীস : ১৮২৯
৩. হাকেম, আল-মুসতাদরক, ৩:১৬৫, হাদীস : ৪৭২৬
৪. আবু নায়ীম, হুলয়াতুল আওলিয়া ও তাবাকাতুল আসফিয়া, ৪:১৮৮

১৫. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، (قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ:) «إِنَّمَا سَمَّيْتُ بِنْتِيْ فَاطِمَةَ لِأَنَّ اللهَ ﷻ فَطَمَهَا وَفَطَمَ مُحِبِّيْهَا عَنِ النَّارِ».

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার কন্যার নাম ফাতেমা এ জন্যে রাখা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে এবং তার আশেকদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে পৃথক করে দিয়েছেন।[১৭]

৫. সাখাবী, ইসতিজলাবু ইরতিকায়িল গুরুফ বি-হুব্বি আকরাবায়ির রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও জবিশ শরফ, পৃ. ১১৫-১১৬

[১৭] ১. দায়লামী, আল-ফিরদাউস বি-মা'সুরিল খিতাব, ১ম:৩৪৬, হাদীস : ১৩৮৫
২. হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ১২:১০৯, হাদীস : ৩৪২২৭; এতে তিনি বলেন, হাদিসটি দায়লমী হযরত আবু হুরায়রা হতে বর্ণনা করেছেন।
৩. সাখাবী, ইসতিজলাবু ইরতিকায়িল গুরুফ বি-হুব্বি আকরাবায়ির রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও জবিশ শরফ, পৃ. ৯৬; এতে তিনি বলেন, হাদিসটি দায়লমী হযরত হযরত আবু হুরায়রা হতে বর্ণনা করেছেন।

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ

أُمُّ فَاطِمَةَ سَلَامُ اللهِ عَلَيْهَا أَفْضَلُ النِّسَاءِ

হযরত ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহার জননী সর্বোৎকৃষ্ট রমণী

১৬. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، يَقُوْلُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : «خَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيْجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ، وَخَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ».

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহুকে এ কথা বলতে শুনেছি যে,তিনি বলেন, আমি হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ কথা বলতে শুনেছি যে, (সমকালীন নারীদের মধ্যে) সর্বোৎকৃষ্ট হচ্ছে খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ এবং (সমকালীন নারীদের মধ্যে) সর্বোৎকৃষ্ট মরয়াম বিনতে ইমরান।[১৮]

১৭. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، يَقُوْلُ : سَمِعْتُ عَلِيًّا بِالْكُوفَةِ، يَقُوْلُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : «خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيْجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ».

قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ : وَأَشَارَ وَكِيعٌ إِلَى السَّمَاءِ وَالأَرْضِ.

[১৮] ১. তিরমিযী, আল-জামি আস-সহীহ, ৫:৭০২, হাদিস : ৩৮৭৭
২. আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, ১:১১৬ ও ১৩২
৩. আবু ইয়ালা, আল-মুসনাদ, ১:৪৫৫
৪. আহমদ ইবনে হাম্বল, ফাযায়িলুস সাহাবা, ২:৮৫২, হাদীস : ১৫৮০
৫. ইবনে আবদিল বর, আল-ইসতিআব ফি মা'রিফাতিল আসহাব, ৪:১৮২৩
৬. যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২:১১৩
৭. আসকালানী, ফতহুল বারী, ৬:৪৪৭
৮. আসকালানী, ফতহুল বারী, ৭:১০৭
৯. আসকালানী, আল-ইসাবা ফি তময়িযিস সাহাবা, ৭:৬০২

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহুকে কুফা নগরীতে একথা বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন, আমি হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একথা বলতে শুনেছি যে, মারয়ম বিনতে ইমরান ও খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ আসমান ও জমিনে সর্বোৎকৃষ্ট রমণী।

(রাবী) আবু কুরাইব বলেন যে, ওয়াকি (হাদিসটি বর্ণনারত অবস্থায়) আসমান ও জমিনের দিকে ইঙ্গিত করেছেন।[১৯]*

---

[১৯] ১. মুসলিম, আস-সহীহ, ৪:১৮৮৬, হাদীস : ২৪৩০
২. বুখারী, আস-সহীহ, ৩:১২৬৫, ১৩৮৮, হাদীস : ৩২৪৯ ও ৩৬০৪
৩. নাসায়ী-আস-সুনান আল-কুবরা,, ৫:৯৩, হাদীস : ৮৩৫৪
৪. আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, ১ম:৮৪ ও ১৪৩
৫. আবদুর রাযযাক, আল-মুসান্নফ, ৭ম:৪৯২, হাদীস : ১৪০০৬
৬. ইবনে আবি শায়বা, আল-মুসান্নফ, ৬:৩৯০, হাদীস : ৩২২৮৯
৭. বাযযার, আল-মুসনদ, ২:১১৫, হাদীস : ৪৬৮
৮. আবু ইয়ালা, আল-মুসনদ, ১:৩৯৯, হাদীস : ৫২২
৯. নাসাঈ, ফাযায়িলুস সাহাবা, পৃ. ৭৪, হাদীস : ২৪৯
১০. আহমদ ইবনে হাম্বল, ফাযায়িলুস সাহাবা, ২:৮৪৭ ও ৮৫২, হাদীস : ১০৬৩, ১০৭৯ ও ১৫৮৩
১১. শায়বানী, আল-আহাদ ওয়াল মাসানী, ৫:৩৮০, হাদীস : ২৯৮৫
১২. হাকেম, আস মুসতাদরক, ২:৫৩৯, হাদীস : ৩৮৩৭
১৩. হাকেম, আস মুসতাদরক, ৩:২০৩, ৬৫৭, হাদীস : ৪৮৪৭, ৬৪১৯
১৪. বায়হাকী, আস-সুনান আল-কুবরা,, ৬:৩৬৭
১৫. তাবারানী, আল-মুজাম আল-কবীর, ২৩:১৮, হাদীস : ৪
১৬. মুহামিলী, আল-আমালি, পৃ. ১৮৮, হাদীস : ১৬৪
১৭. দুলাবী, আয যুররিয়াতুত তাহিরাহ, পৃ. ৩৭, হাদীস : ২৮
১৮. ইবনে আবদিল বর, আল-ইসতিআব ফি মা'রিফাতিল আসহাব, ৪:১৮২৪
১৯. ইবনে ইয়াজি, সিফাতুস সাফওয়া, ২:৩

* টীকা : এ হাদিসগুলো উল্লিখিত ৩ ও ৪ পরিচ্ছেদের হাদিসগুলোর সাথে সাংঘর্ষিক নয়। কেননা এদের শ্রেষ্ঠত্ব কালিক অর্থাৎ সমকালীন সময়ে নারী সমাজের মধ্য হতে কেউ তাদের সমপর্যায়ের ছিলনা। কিন্তু হযরত ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহার শ্রেষ্ঠত্ব ব্যাপক ও কালোত্তীর্ণ যা গোটা বিশ্ব ও কালব্যাপী পরিব্যাপ্ত। আল্লামা ইকবালের কবিতা :

مریمؑ از یک نسبتِ وعیسیٰؑ عزیز
از سہ نسبت حضرتِ زہراؓ عزیز

ঈসার মাতৃত্বে ধন্য মরিয়ম, এতেই তার মান
ত্রিরত্নে শ্রেষ্ঠ তুমি হে ফাতেমা! যাতে তুমি অম্লান।

نورِ چشمِ رحمۃٌ للعالمین
آں امامِ اوّلین و آخرین

৭ম পরিচ্ছেদ

قَوْلُ الرَّسُوْلِ ﷺ : فَدَاكِ أَبِيْ وَأُمِّيْ يَا فَاطِمَةَ!

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী : হে ফাতেমা! আমার মাতা-পিতা তোমার ওপর উৎসর্গীত হোক

١٨. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا سَافَرَ كَانَ آخِرَ النَّاسِ عَهْدًا بِهِ فَاطِمَةُ، وَإِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ كَانَ أَوَّلَ النَّاسِ بِهِ عَهْدًا فَاطِمَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «فَدَاكِ أَبِيْ وَأُمِّيْ».

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরের ইচ্ছা করতেন, তখন স্বীয়

দুই জাহানের রহমত নবী, তুমি তাঁর চোখের জ্যোতি
ইমামে আওয়ালিন ও আখেরিন, এটি তাঁর খ্যাতি।

بانوی آں تاجدارِ ھل اتیٰ
مرتضیٰ مشکل کشا شیرِ خدا

তার স্বামী আজন্ম মুকুটধারী, যিনি
মুরতাদা, মুশকিল কুশা, শেরে খোদা তিনি।

پادشاہ و کلبہ ئی ایوانِ او
یک حسام و یک زرہ سامانِ او

রাজা তিনি, তবে রাজত্ব বিমুখ
একটি তলোয়ার, একটি বর্মেই তার সুখ।

مادرِ آں مرکزِ پرکارِ عشق
مادرِ آں کارواں سالارِ عشق

তার মাথা ইশকের উৎস-আধার
যিনি ইশক-কাফেলার সরদার।

পরিবারবর্গের মধ্য হতে সর্বশেষ যার সাথে কথোপকথন করে সফরে রওয়ানা দিতেন, তিনি হচ্ছেন হযরত ফাতেমা আলাইহাস সালাম । আর সফর হতে প্রত্যাগমন করে সর্বপ্রথম যার কাছে যেতেন, তিনি হচ্ছেন হযরত ফাতেমা আলাইহাস সালাম । হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমাকে বলতেন, (হে ফাতেমা!) আমার পিতা-মাতা তোমার ওপর উৎসর্গীত হোক ।[২০]

١٩. عَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِفَاطِمَةُ : «فِدَاكِ أَبِي وَأُمِّي».

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ফাতেমাকে বলতেন, (হে ফাতেমা) আমার পিতা-মাতা তোমার ওপর উৎসর্গিত হোক ।[২১]

[২০] ১. হাকেম, মুসতাদরক, ৩:১৭০, হাদীস : ৪৭৪০
২. ইবনে হিব্বান, আস-সহীহ, ২:৪৭০, ৪৭১, হাদীস : ৬৯৬
৩. হায়সমী, মুওয়ারিদুয যামআন, পৃ. ৬৩১, হাদীস : ২৫৪০
৪. শওকানী, দুরারুস সাহাবা ফি মানাকিবিল কেরাবা ওয়াস সাহাব, পৃ. ২৭৯; এতে তিনি বলেন, হাদিসটি হাকেম মুসতাদরকের মধ্যে বিওয়ায়ত করেছেন।

৮ম পরিচ্ছেদ

فَاطِمَةُ سَلَامُ اللهِ عَلَيْهَا بَضْعَةٌ مِّنْ رَّسُوْلِ اللهِ ﷺ!

হযরত ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কলিজার টুকরো

٢٠. عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي، فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنِي».

হযরত মিসওয়ার ইবনে মখরামা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ফাতেমা আমার শরীরের অংশ । সুতরাং যে তাকে অসন্তুষ্ট করল, সে যেন আমাকেই অসন্তুষ্ট করল ।[২২]

[২২] ১. বুখারী, আস-সহীহ, ৩:১৩৬১, হাদীস : ৩৫১০
২. বুখারী, আস-সহীহ, ৩:১৩৭৪, হাদীস : ৩৫৫৬
৩. মুসলিম, আস-সহীহ, ৪:১৯০৩, হাদীস : ২৪৪৯
৪. ইবনে আবী শায়বা, আল-মুসান্নফ, ৬:৩৮৮, হাদীস : ৩২২৬৯; এতে তিনি হাদিসটি হযরত আলীর সূত্রে বর্ণনা করেন।
৫. আবু আওয়ানা, আল-মুসনাদ, ৩:৭০, হাদীস : ৪২৩৩
৬. শায়বানী, আল-আহাদ ওয়াল মাসানী, ৫:৩৬১, হাদীস : ২৯৫৪
৭. তাবরানী, আল-মু'জামুল কবির, ২২তম:৪০৪, হাদীস : ১০১৩
৮. হাকেম, আস মুসতাদরক, ৩:১৭২, হাদীস : ৪৭৪৭
৯. বায়হাকী, আস-সুনান আল-কুবরা, ১০:২০১
১০. দায়লামী, আল-ফিরদাউস বি মা'সুরিল খিতাব, ৩:১৪৫, হাদীস : ৪৩৮৯
১১. ইবনে যাওজি, সিফাতুস সাফওয়া, ২:৭
১২. মুহিব্বে তাবারী, যখায়েরুল উকবা ফি মানাকিবি যবিল কুবরা, পৃ. ৮০
১৩. ইবনে বিশকাওয়াল, গাওয়ামিজুল আসমায়িল মুবহামা, ১:৩৪১
১৪. আসকালানী, আল-ইসাবা ফি তমমিযিস সাহাবা, ৮:৫৬
১৫. হুসাইনী, আল-বয়ান ওয়াত তা'রিফ, ১:২৭০
১৬. মুনাবী, ফয়জুল কদীর, ৪:৪২১
১৭. আজলুনী, কশফুল খেফা ওয়া মজীলুল এলবাস, ২:১২২, হাদীস : ১৮৩১
উপরোল্লিখিত প্রমাণাদি ছাড়াও আইম্মা ও মুহাদ্দিসীন কেরাম নিম্নোক্ত স্থানেও হুজুরের পবিত্র বাণী নকল করেছেন যার মধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ফাতেমাকে শরীরের স্বীয় অঙ্গ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।
১৮. বুখারী, আস-সহীহ, ৩:১৩৬৪, হাদীস : ৩৫২৩

১৯. বুখারী, আস-সহীহ, ৫:২৩০৩, হাদীস : ৪৯৩২
২০. তিরমিযী, আল-জামে আস সহীহ, ৫:৬৯৮, হাদীস : ৩৮৬৭
২১. আবু দাউদ, আস-সুনান, ২:২২৬, হাদীস : ২০৭১
২২. ইবনে মাজা, আস-সুনান, ১:৬৪৩, ৬৪৪, হাদীস : ১৯৯৮ ও ১৯৯৯
২৩. নাসায়ী, আস সুনানুল কুবরা, ৫:১৪৮, হাদীস : ৫৮২০ ও ৫৮২২
২৪. নাসায়ী, ফাযায়িলুস সাহাবা, পৃ. ৭৮, হাদীস : ২৬৫
২৫. আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, ৪:৫, ৩২৩, ৩২৬, ৩২৮
২৬. আহমদ ইবনে হাম্বল, ফাযায়িলুস সাহাবা, ২:৭৫৫, ৭৫৬, ৪৫৮, ৭৫৯, হাদীস : ১৩২৪, ১৩২৭, ১৩৩৪ ও ১৩৩৫
২৭. ইবনে হিব্বান, আস-সহীহ, ১৫:৪০৫, ৪০৬, ৪০৮, ৫৩৫, হাদীস : ৬৯৫৫, ৬৯৫৭ ও ৭০০৪
২৮. আবদুর রাযযাক, আল-মুসান্নফ, ৭:৩০১-৩০২, হাদীস : ১৩২৬৮ ও ১৩২৬৯
২৯. আবু আওয়ানা, আল-মুসনাদ, ৩:৭১, হাদীস : ৪২৩১ ও ৪২৩৪
৩০. বাযযার, আল-মুসনদ, ২:১৬০, হাদীস : ৫২৬
৩১. বাযযার, আল-মুসনদ, ৬:১৫০, হাদীস : ২১৯৩
৩২. আবু ইয়ালা, আল-মুসনদ, ১৩:১৩৪, হাদীস : ৭১৮১
৩৩. শায়বানী, আল-আহাদ ওয়াল মাসানী, ৫:৩৬১, ৩৬২, হাদীস : ২৯৫৪ ও ২৯৫৭
৩৪. তাবরানী, আল-মু'জামুল কবির, ২০:১৮, ১৯, হাদীস : ১৮, ২১
৩৫. তাবরানী, আল-মু'জামুল কবির, ২২:৪০৫, হাদীস : ১০১০
৩৬. হাকিম তিরমিযী, নওয়াদিরুল উসূল ফি আহাদিসির রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৩:১৮২ ও ১৮৪
৩৭. হাকেম, আস মুসতাদরক, ৩:১৭৩, হাদীস : ৪৭৫১
৩৮. বায়হাকী, আস-সুনান আল-কুবরা, ৭:৩০৭, ৩০৮
৩৯. বায়হাকী, আস-সুনান আল-কুবরা, ১০:২৮৮
৪০. মুকাদ্দাসি, আল-আহাদিসুল মুখতারা, ৯:৩১৫, হাদীস : ২৭৪
৪১. দায়লমী, আল-ফিরদাউস বি মা'সুরিল খিতাব. ১:৩৩২, হাদীস : ৮৮৭
৪২. দায়লমী, আল-ফিরদাউস বি মা'সুরিল খিতাব. ৩:১৪৫, হাদীস : ৪৩৮৯
৪৩. হায়সমী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৪:২৫৫
৪৪. হায়সমী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯:২০৩
৪৫. হায়সমী, যওয়ায়েদুল হারেছ, ২:৯১০, হাদীস : ৯৯১
৪৬. দুলাবী, আয-যুর্য়িয়াতুত তাহিরাহ, পৃ. ৪৭ ও ৪৮, হাদীস : ৫৫-৫৬
৪৭. ইবনে সা'দ, আত-তাবকাতুল কুবরা, ৮:২৬২
৪৮. আবু নায়ীম, হুলয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবকাতুল আসফিয়া, ২:৪০, ৪১ ও ১৭৫
৪৯. আবু নায়ীম, হুলয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবকাতুল আসফিয়া, ৩:২০৬
৫০. আবু নায়ীম, হুলয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবকাতুল আসফিয়া, ৭:২২৫
৫১. ইবনে কসীর, তাফসিরুল কুরআনিল আযীম, ৩:২৫৭
৫২. ইবনে কানে, মু'জামুস সাহাব, ৩:১১০, হাদীস : ১০৭৬
৫৩. নব্বী, শরহু সহীহ মুসলিম, ১৬:২
৫৪. কায়সারানী, তাযকেরাতুল হুফফাজ, ২:৭৩৫
৫৫. কায়সারানী, তাযকেরাতুল হুফফাজ, ৪:১২৬৫
৫৬. মুনাবী, ফয়জুল কদীর, ৩:১৫
৫৭. যাহাবী, সি'আরু আলামিন নুবালা, ২:১১৯ ও ১৩৩
৫৮. যাহাবী, সি'আরু আলঅমিন নুবালা, ৩:৩৯৩

২১. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي، فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنِي».

হযরত মুহাম্মদ ইবনে আলী হতে বর্ণিত যে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নিঃসন্দেহে ফাতেমা আমার কলিজার টুকরো। সুতরাং যে তাকে অসন্তুষ্ট করল, সে যেন আমাকেই অসন্তুষ্ট করল।[২৩]

২২. عَنْ عَلِيٍّ ﷺ، أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ : «أَيُّ شَيْءٍ خَيْرٌ لِلْمَرْأَةِ»؟ فَسَكَتُوا، فَلَمَّا رَجَعْتُ قُلْتُ لِفَاطِمَةَ : أَيُّ شَيْءٍ خَيْرٌ لِلنِّسَاءِ؟ قَالَتْ : أَلا يَرَاهُنَّ الرِّجَالُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ : «إِنَّمَا فَاطِمَةُ بِضْعَةٌ مِنِّي ﷺ».

সাইয়্যেদেনা হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, একবার আমি হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত ছিলাম। তখন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মহিলাদের জন্য কোন জিনিসটি উত্তম? এতে সাহাবায়ে কেরাম রাদিআল্লাহু আনহু নীরবতা অবলম্বন করলেন। যখন আমি বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করলাম, তখন ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞাসা করলাম, বল, কোন জিনিসটি মহিলাদের জন্য উত্তম? উত্তরে ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা বললেন, মহিলাদের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট জিনিস হচ্ছে যে, ভিনপুরুষ যেন তাকে না দেখে। এ বিষয়টি আমি হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বললাম। তখন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ফাতেমা আমার শরীরের অংশ।[২৪]

৫৯. যাহাবী, সি'আরু আলঅমিন নুবালা, ৫:৯০
৬০. যাহাবী, সি'আরু আলঅমিন নুবালা, ১৯:৪৮৮
৬১. যাহাবী, মু'জামুল মুহাদ্দেসিন, পৃ. ৯
৬২. মুযী, তাহযিবুল কামাল, ২২:৫৯৯
৬৩. মুযী, তাহযিবুল কামাল, ৩৫:২৫০
৬৪. দারু কুতনী, সুয়ালাতু হামযা, পৃ. ৮০, হাদীস : ৪০৯
৬৫. ইবনে যওজী, তাযকেরাতুল খাওয়াস, পৃ. ২৭৯
৬৬. সাখাবী, ইসতিজলাবু ইরতিকায়িল গুরুফ বি-হুব্বি আকরাবায়িল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও জবিশ শরফ, পৃ. ৯৭

[২৩] ১. ইবনে আবী শায়বা, আল-মুসান্নাফ, ৬:৩৮৮, হাদীস : ৩২২৫৯
২. আহমদ ইবনে হাম্বল, ফাযায়িলুস সাহাবা, ২:৭৫৫ ও ৭৫৬, হাদীস : ১৩২৬
৩. মুহিব্বুত তাবারী, যখায়িরুল উকবা ফি মানাকিবি যবিল কুবরা, পৃ. ৮০, ৮১

[২৪] ১. বাযযার, আল-মুসনাদ, ২:১৬০, হাদীস : ৫২৬

৯ম পরিচ্ছেদ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُومُ لِفَاطِمَةَ سَلَامُ اللهِ عَلَيْهَا وَيُرَحِّبُ بِهَا وَيُقَبِّلُ يَدَهَا وَيُجْلِسُهَا فِيْ مَكَانِهِ عِنْدَ قُدُوْمِهَا إِلَيْهِ حُبًّا لَّهَا

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহার আগমনে প্রীতিস্বরূপ দাঁড়িয়ে যেতেন, হাতে চুমু খেতেন এবং স্বীয় আসনে তাঁকে বসাতেন

٢٣. عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ : قَالَتْ ... كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا رَآهَا قَدْ أَقْبَلَتْ رَحَّبَ بِهَا، ثُمَّ قَامَ إِلَيْهَا فَقَبَّلَهَا، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهَا فَجَاءَ بِهَا حَتَّى يُجْلِسَهَا فِيْ مَكَانِهِ. وَكَانَتْ إِذَا رَأَتِ النَّبِيَّ ﷺ رَحَّبَتْ بِهِ، ثُمَّ قَامَتْ إِلَيْهِ فَقَبَّلَتْهُ.

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহাকে আসতে দেখতেন, তখন তাকে স্বাগতম জানাতেন। অতঃপর তার সম্মানে দাঁড়িয়ে যেতেন, তাকে চুমু দিতেন এবং তার হাত ধরে তাকে স্বীয় আসনে বসাতেন। আর যখন ফাতেমা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজের দিকে আসতে দেখতেন, তখর তিনিও তাকে স্বাগতম জানাতেন। অতঃপর দাঁড়িয়ে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চুমু দিতেন।[২৫]

২. হায়সমী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৪:২৫৫
৩. হায়সমী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯:২০২
৪. আবু নায়ীম, হুলয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবকাতুল আসফিয়া, ২:৪০-৪১ ও ১৭৫
৫. দারু কুতনী, সওয়ালাতে হামযা, পৃ. ২৮০, হাদীস : ৪০৯

[২৫] ১. নাসায়ী, আস-সুনান আল-কুবরা,, ৫:৩৯১, ৩৯২, হাদীস : ৯২৩৬ ও ৯২৩৭
২. ইবনে হিব্বান, আস সহীহ, ১৫:৪০৩, হাদীস : ৬৯৫৩
৩. শায়বানী, আল-আহাদ ওয়াল মাসানী, ৫:৩৬৭, হাদীস : ২৯৬৭
৪. তাবরানী, আল-মু'জাম আল-আওসাত, ৪:২৪২, হাদীস : ৪০৮৯

٢٤. عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ ﷺ، أَنَّهَا قَالَتْ : ... وَكَانَتْ (فَاطِمَةُ) إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ رَحَّبَ بِهَا وَقَامَ إِلَيْهَا فَأَخَذَ بِيَدِهَا فَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِيْ مَجْلِسِهِ.

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা যখন নবীর দরবারে উপস্থিত হতেন, তখন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে স্বাগতম জানাতেন, দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানাতেন, তার হাত ধরে তাকে চুমু দিতেন এবং (ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহাকে) স্বীয় আসনে বসাতেন।[২৬]

٢٥. عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ ﷺ، أَنَّهَا قَالَتْ : ... وَكَانَتْ (فَاطِمَةُ) إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَامَ إِلَيْهَا فَقَبَّلَهَا وَرَحَّبَ بِهَا وَأَخَذَ بِيَدِهَا فَأَجْلَسَهَا فِيْ مَجْلِسِهِ وَكَانَتْ هِيَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَامَتْ إِلَيْهِ مُسْتَقْبِلَةً وَقَبَّلَتْ يَدَهُ.

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন যে, ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা যখন নবীর দরবারে উপস্থিত হতেন, তখন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানাতেন, চুমু দিতেন, স্বাগতম জানাতেন এবং তার হাত ধরে (ফাতেমাকে রাদিআল্লাহু আনহা) স্বীয় আসনে বসাতেন। অপরদিকে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত ফাতেমার নিকট তাশরিফ নিতেন, তখন ফাতেমাও তার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন এবং হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত মুবারকে চুমু দিতেন।[২৭]

৫. হাকেম, আল-মুসতাদরাক, ৪:৩০৩, হাদীস : ৭৭১৫
৬. বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ, পৃ. ৩২৬, হাদীস : ৯৪৭
৭. দুলাবী, আয যুর্রিয়াতুত তাহিরাহ, পৃ. ১০০, হাদীস : ১৮৪

[২৬] ১. হাকেম, আল-মুসতাদরক, ৩:১৬৭, হাদীস : ৪৭৩২
২. নাসায়ী, ফাযায়িলুস সাহাবা, পৃ. ৭৮, হাদীস : ২৬৪
৩. ইবনে রাহওয়্যিাহ, আল-মুসনাদ, ১:৮, হাদীস : ৬
৪. বায়হাকী, আস-সুনান আল-কুবরা, ৭:১০১
৫. বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান, ৬:৪৬৭, হাদীস : ৮৯২৭
৬. মুকরী, তাকবিলুল য়াদ, পৃ. ৯১
৭. আসকালানী, ফতহুল বারী, ১১:৫০; এতে তিনি বলেন, হাদিসটি আবু দাউদ এবং তিরমিযী বয়ান করেছেন এবং একে হাসান বলেছেন অথচ ইবনে হিব্বান আর হাকেম হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন।

[২৭] ১. হাকেম, আল-মুসতাদরাক, ৩:১৭৪, হাদীস : ৪৭৫৩

১০ম পরিচ্ছেদ

بَسَطَ النَّبِيُّ ﷺ شَمْلَتَهُ لِفَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ سَلَامُ اللهِ عَلَيْهَا

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ফাতেমাতুয্ যাহরা সালামুল্লাহ আলাইহার উপবেশনের জন্য নিজের চাদর বিছিয়ে দিতেন

٢٦. عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ بَسَطَ شَمْلَةً، فَجَلَسَ عَلَيْهَا هُوَ وَفَاطِمَةُ وَعَلِيٌّ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، ثُمَّ أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَجَامِعِهِ فَعَقَدَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ قَالَ : «اَللّٰهُمَّ أَرْضَ عَنْهُمْ كَمَا أَنَا عَنْهُمْ رَاضٍ».

হযরত আলী হতে বর্ণিত যে, একবার তিনি হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলেন, তখন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাদর বিছানো অবস্থায় ছিলেন। অতঃপর এর ওপর হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আলী, হযরত ফতেমা, হযরত হাসান এবং হযরত হুসাইন রাদিআল্লাহু আনহু বসে গেলেন। এরপর হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাদরের কিনারা ধরে চাদরটি তাদের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে তাতে গিট লাগিয়ে দিলেন। অতঃপর বললেন, হে আল্লাহ! তুমি তাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যাও, যেভাবে আমি তাদের ওপর সন্তুষ্ট।[২৮]

২. মুহিব্বে তাবারী, যখায়েরুল উকবা ফি মানাকিবি যবিল কুরবা, পৃ. ৮৫
৩. হায়সমী, মওয়ারিদুয জময়ান, পৃ. ৫৪৯, হাদীস : ২২২৩
৪. আসকালানী, ফতহুল বারী, ১১শ:৫০
৫. শাওকানী, দুররুস সাহাবা ফি মানাকিবিল উকবা ওয়াস সাহাবা, পৃ. ২৭৯, হাকেম রিওয়ায়তটিকে শায়খানের শর্তের ওপর সহীহ বলেছেন।

[২৮] ১. তাবরানী, আল-মু'জামুল আওসাত, ৫:৩৪৮, হাদীস : ৫৫১৪
২. হায়সমী, মজমাউজ যাওয়ায়েদ, ৯:১৬৯; এতে তিনি বলেন, হাদিসটি তাবারানী রিওয়ায়েত করেছেন। উবাইদ বিন তুফাইল ব্যতীত এর সকল রাবী সহীহ। তিনি সিকাহ তার উপনাম আবু সাঈদান।

১১শ পরিচ্ছেদ

بَدَايَةُ سَفَرِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ بَيْتِ فَاطِمَةَ سَلَامُ اللهِ عَلَيْهَا وَانْتِهَائُهُ إِلَيْهَا

হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরের শুরু এবং শেষ উভয়টিই হযরত ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহার ঘর থেকে হতেন

٢٧. عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ كَانَ آخِرُ عَهْدِهِ بِإِنْسَانٍ مِنْ أَهْلِهِ فَاطِمَةَ، وَأَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِذَا قَدِمَ فَاطِمَةَ.

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আযাদকৃত গোলাম হযরত সাওবান রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরের ইচ্ছা করতেন, তখন স্বীয় পরিবারবর্গের মধ্য হতে সর্বশেষ যার সাথে কথোপকথন করে সফরে রাওয়ানা দিতেন, তিনি হচ্ছেন হযরত ফতেমা রাদিআল্লাহু আনহা। আর সফর হতে প্রত্যাগমন করে সর্বপ্রথম যার নিকট তাশরিফ নিতেন, তিনিও হচ্ছেন হযরত ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা।[২৯]

٢٨. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا سَافَرَ كَانَ آخِرَ النَّاسِ عَهْدًا بِهِ فَاطِمَةُ، وَإِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ كَانَ أَوَّلَ النَّاسِ بِهِ عَهْدًا فَاطِمَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «فِدَاكِ أَبِيْ وَأُمِّيْ».

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরের ইচ্ছা করতেন, তখন স্বীয় পরিবারবর্গের মধ্য হতে সর্বশেষ যার সাথে কথোপকথন করে সফরে রওয়ানা

[২৯] ১. আবু দাউদ, আস সুনান, ৪:৮৭, হাদীস : ৪২১৩
২. আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, ৫:২৭৫
৩. বায়হাকী, আস-সুনান আল-কুবরা, ১:২৬
৪. যায়দ বাগদাদী, তারাকাতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, পৃ. ৫৭

দিতেন, তিনি হচ্ছেন হযরত ফাতেমা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর সফর হতে প্রত্যাগমন করে সর্বপ্রথম যার কাছে যেতেন, তিনি হচ্ছেন হযরত ফাতেমা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমাকে বলতেন, (হে ফাতেমা!) আমার পিতা-মাতা তোমার ওপর উৎসর্গিত হোক।[৩০]

٢٩. عَنْ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ قَبَّلَ ابْنَتَهُ فَاطِمَةَ.

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফর হতে প্রত্যাগমন করতেন, তখন নিজ কন্যা ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহাকে চুমু দিতেন।[৩১]

[৩০] ১. হাকেম, আল-মুসতাদরক, ৩:১৬৯, ১৭০, হাদীস : ৪৭৩৯, ৪৭৪০
২. হাকেম, আল-মুসতাদরক, ১:২২৪, হাদীস : ১৭৯৮
৩. হাকেম, আল-মুসতাদরক, ৩: ১৬৯, হাদীস : ৪৭৩৭; এতে হাদিসটি হযরত আবু ছা'লাবা খশনী হতেও সামান্য ভিন্ন শব্দে রিওয়ায়েত করেছেন।
৪. ইবনে হিব্বান, আস-সহীহ, ২:৪৭০, ৪৭১, হাদীস : ৬৯৬
৫. হায়সমী, মওয়ারিদুয জমআন, পৃ. ৬৩১, হাদীস : ২৫৪০
৬. ইবনে আসাকির, তারিখে দামিশক আল-কবীর, ৪৩:১৪১; এতে হযরত আবু ছা'লাবা খশনী হতে হাদিসটি বর্ণনা করেন।

[৩১] ১. তাবরানী, আল-মু'জাম আল-আওসাত, ৪:২৪৮, হাদীস : ৪১০৫
২. আবু ইয়ালা, আল-মুসনাদ, ৪:৩৫২, হাদীস : ২৪৬৬
৩. হায়সমী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৮:৪২; এতে তিনি বলেন, তাবারানী আল-আওসাতে হাদিসটি রিওয়ায়েত করেছেন। এর রাবীসমূহ সিকাহ।
৪. ইবনে আসীর, উসুদুল গাবাহ ফি মা'রিফাতিস সাহাবা, ৭:২১৯
৫. সুয়ূতী, আল-জামিউস সগীর ফি আহাদিসিল বশীরিন নযীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, পৃ. ১৮৯, হাদীস : ৩০৩
৬. মুনাবী, ফয়জুল কদীর, ৫:১৫৫

১২শ পরিচ্ছেদ

فَاطِمَةُ سَلَامُ اللهِ عَلَيْهَا أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ

হযরত ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহা বিশ্বভূবনে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুহাব্বতের বিশেষ কেন্দ্র

٣٠. عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ التَّيْمِيِّ، قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَمَّتِي عَلَى عَائِشَةَ، فَسُئِلَتْ أَيُّ النَّاسِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَتْ : فَاطِمَةُ. فَقِيلَ : مِنَ الرِّجَالِ؟ قَالَتْ : زَوْجُهَا، إِنْ كَانَ مَا عَلِمْتُ صَوَّامًا قَوَّامًا.

হযরত জুমাই ইবনে উমায়র আততাইমী হতে বর্ণিত যে,তিনি বলেন, আমি আমার ফুফুর সাথে হযরত আয়েশারাদিআল্লাহু আনহার দরবারে উপস্থিত হলাম, অতঃপর জিজ্ঞাসা করলাম যে, কোন মানুষটি হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সর্বাধিক প্রিয়? হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা বললেন, ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা। এতঃপর প্রশ্ন করা হল, পুরুষদের মধ্য হতে কে? উত্তরে বললেন, তারই স্বামী (হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু)। আমার জানা মতে সে খুবই রোজা পালন করে এবং রাতে ইবাদত করার জন্যে অধিক পরিমাণ দণ্ডায়মান থাকে।[৩২]

٣١. عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ أَحَبَّ النِّسَاءِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَاطِمَةُ، وَمِنَ الرِّجَالِ عَلِيٌّ.

[৩২] ১. তিরমিযী, আল-জামি আস-সহীহ, ৫:৭০১, হাদীস : ৩৮৭৪
২. তাবারানী, আল-মু'জামুল কবির, পৃ. ২২, ৪০৩-৪০৪, হাদীস : ১০০৮ ও ১০০৯
৩. হাকেম, আল-মুসতাদরাক, ৩:১৭১, হাদীস : ৪৭৪৪
৪. মুহিব্বে তাবারী, যখায়েরুল উকবা ফি মানাকিবি যবিল কুরবা, পৃ. ৭৭
৫. ইবনে আসীর, উসুদুল গাবাহ ফি মা'রিফাতিস সাহাবা, ৭:২১৯
৬. যাহাবী, সি'আরু আলআমিন নুবালা, ২:১২৫
৭. মুযী, তাহযিবুল কামাল, ৪:৫১২
৮. শওকানী, দুররুস সাহাবা ফি মানাকিবিল কারাবাহ ওয়াস সাহাবা, পৃ. ২৭৩

হযরত ইবনে বুরাইদা স্বীয় পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন,মহিলাদের মধ্য হতে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সর্বাধিক প্রিয় ছিলেন হযরত ফাতেমাতুয যাহরা রাদিআল্লাহু আনহা এবং পুরুষদের মধ্য হতে হযরত আলী মুরতাদা রাদিআল্লাহু আনহু।[৩৩]

٣٢. عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيهِ، أَخْبَرَنِى أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ إِذْ جَاءَ عَلِىٌّ وَالْعَبَّاسُ يَسْتَأْذِنَانِ، فَقَالاَ : يَا أُسَامَةُ! اسْتَأْذِنْ لَنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ! عَلِىٌّ وَالْعَبَّاسُ يَسْتَأْذِنَانِ. فَقَالَ : «أَتَدْرِى مَا جَاءَ بِهِمَا»؟ قُلْتُ : لاَ أَدْرِى. فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ : «لَكِنِّى أَدْرِى». فَأَذِنَ لَهُمَا فَدَخَلاَ، فَقَالاَ : يَا رَسُولَ اللهِ! جِئْنَاكَ نَسْأَلُكَ أَىُّ أَهْلِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ : «فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ».

হযরত আবু সালমা ইবনে আবদুর রহমান বর্ণনা করেন, হযরত উসামা ইবনে যাইদ রাদিআল্লাহু আনহু আমাকে বললেন যে, (একদিন রাসূলের দরবারে) আমি বসা অবস্থায় ছিলাম, তখন হযরত আলী ও আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুমা তশরিফ আনলেন। তাঁরা বললেন, হে উসামা! আমাদের জন্য হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা কর। আমি আরজ করলাম, হে রাসূলুল্লাহ! হযরত আলী ও আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুমা (প্রবেশের) অনুমতি প্রার্থনা করছেন। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি জান তারা কি জন্য এসেছে? আমি আরজ করলাম, জানিনা। অতঃপর হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তা জানি, তাদেরকে আসতে দাও। সুতরাং তাঁরা উভয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেন এবং আরজ করলেন যে, হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমরা এ বিষয়টি অবগত হওয়ার জন্য উপস্থিত হয়েছি যে, আহলে বাইতের মধ্য হতে

[৩৩] ১. তিরমিযী, আল-জামি আস-সহীহ, ৫:৬৯৮, হাদীস : ৩৮৬৮
২. নাসায়ী, আস সুনানুল কুবরা ৫:১৪০, হাদীস : ৮৪৯৮; এতে তিনি হাদিসটি সামান্য ভিন্ন শব্দে রিওয়ায়েত করেছেন।
৩. তাবরানী, আল-মু'জাম আল-আওসাত, ৭:১৯৯, হাদীস : ৭২৬২
৪. হাকেম, আল-মুসতাদরাক, ৩:১৬৮, হাদীস : ৪৭৩৫
৫. যাহাবী, সি'আরু আলামিন নুবালা, ২:১৩১
৬. শওকানী, দুররুস সাহাবা ফি মানাকিবিল কারাবাহ ওয়াস সাহাবা, পৃ. ২৭৪

কে আপনার নিকট সর্বাধিক প্রিয়? উত্তরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।[৩৪]

٣٣. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ : يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّنَا أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنَا أَمْ فَاطِمَةُ؟ قَالَ : «فَاطِمَةُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْكَ وَأَنْتَ أَعَزُّ عَلَىَّ مِنْهَا».

হযরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু (হুজুরের দরবারে) আরজ করলেন, হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি এবং ফাতেমা উভয়ের মধ্যে কে আপনার নিকট সর্বাধিক প্রিয়? উত্তরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ফাতেমা আমার নিকট তোমার চেয়ে প্রিয় এবং তুমি আমার নিকট তার চেয়ে অধিক স্নেহশীল।[৩৫]

٣٤. عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : أَخْبَرَنِى مَنْ سَمِعَ عَلِيًّا عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ، يَقُولُ : ... فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَجَلَسَ عِنْدَ رُؤُوسِنَا فَدَعَا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ فَأَتَى بِهِ فَدَعَا فِيهِ بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ رَشَّهُ عَلَيْنَا، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ هِيَ؟ قَالَ : «هِيَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْكَ ، وَأَنْتَ أَعَزُّ عَلَىَّ مِنْهَا».

[৩৪] ১. তিরমিযী, আল-জামি আস-সহীহ, ৫:৬৭৮, হাদীস : ৩৮১৯
২. বাযযার, আল-মুসনাদ, ৭:৭১, হাদীস : ২৬২০
৩. তায়ালিসী, আল-মুসনাদ, পৃ. ৮৮, হাদীস : ৬৩৩
৪. তাবারানী, আল-মু'জামুল কবির, ২২:৪০৩, হাদীস : ১০০৭
৫. হাকেম, আল-মুসতাদরাক, ২:৪৫২, হাদীস : ৩৫২৬
৬. মুকাদ্দেসী, আল-আহাদিসুল মুখতারা, ৪:১৬০-১৬২, হাদীস : ১৩৭৯ ও ১৩৮০
৭. ইবনে কসীর, তাফসিরুল কুরআনিল আযীম, ৩:৪৮৯-৪৯০
৮. মুহিব্বে তাবারী, যখায়েরুল উকবা ফি মানাকিবি যবিল কুরবা, পৃ. ৭৮; হাদিসটি হাসান।

[৩৫] ১. তাবরানী, আল-মু'জাম আল-আওসাত, ৭:৩৪৩, হাদীস : ৭৬৭৫
২. হায়সমী, মজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯:১৭৩; এতে তিনি বলেন, হাদিসটি তাবারানী আল-আওসাতের মধ্যে রিওয়ায়েত করেছেন। আর এর সনদে সালমা ইবনে উকবা সম্বন্ধে আমার জানা নেই। অথচ অবশিষ্ট রাবীসমূহ সিকাহ।
৩. হায়সমী, মজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯:২০২; এতে তিনি বলেন, হাদিসটি তাবারানী আল-আওসাতের মধ্যে বর্ণনা করেছেন।
৪. হুসাইনী, আল-বয়ান ওয়াত তারীফ ২:১১৮, হাদীস : ১২৩৮; এতে তিনি বলেন, হাদিসটি তাবারানী আল-আওসাতের মধ্যে বর্ণনা করেছেন। আর হায়সমী বলেন, এর সকল রাবী সহীহ।
৫. মুনাবী, ফয়জুল কাদীর, (৪:৪২২) এর মধ্যে বলেন, হায়সমী এর সকল রাবীকে সহীহ বলেছেন।

হযরত ইবনে আবী নুজাইহ স্বীয় পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমাকে জনৈক ব্যক্তি বলেছেন, যিনি কুফার মিম্বরে হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহুকে এ কথা বলতে শুনেছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ঘরে তশরিফ আনলেন এবং আমাদের তাকিয়ায় বসে পানির পাত্র তলব করলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে বরকতের দোআ পাঠ করলেন এবং আমাদের ওপর এগুলো ছিটিয়ে দিলেন । আমি আরজ করলাম, হে রাসূলুল্লাহ! আপনার নিকট আমি অধিক প্রিয় নাকি ফাতেমা? উত্তরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার চেয়ে সে (ফাতেমা) আমার নিকট অধিক প্রিয়। আর তুমি আমার নিকট তার চেয়ে অধিক স্নেহশীল।[৩৬]

[৩৬] ১. আহমাদ ইবনে হাম্বল, ফাযায়িলুস সাহাবা, ২:৬৩১, ৬৩২, হাদীস : ১০৭৬
২. . নাসায়ী, আস-সুনান আল-কুবরা, ৫:১৫০, হাদীস : ৮৫৩১; এতে তিতিন হাদিসটি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন।
৩. হুমাইদী, আল-মুসনাদ, ১ম:২২, হাদীস : ৩৮
৪. শায়বানী, আল-আহাদ ওয়াল মাসানী, ৫:৩৬০, হাদীস : ২৯৫১; এতে তিনি হাদিসটি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন।
৫. ইবনুল জাওযী, তাযকেরাতুল খাওয়াস, পৃ. ২৭৫, ২৭৬
৬. ইবনে আসীর, উসুদুল গাবাহ ফি মা'রিফাতিস সাহাবা, ৭:২১৯; এতে তিনি হাদিসটি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন।

১৩শ পরিচ্ছেদ

مَا كَانَ أَحَدٌ أَشْبَهَ بِالنَّبِيِّ ﷺ مِنْ فَاطِمَةَ سَلَامُ اللهِ عَلَيْهَا فِيْ عَادَاتِهَا

চাল-চলনে হযরত সাইয়্যিদা ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহার চেয়ে অধিক অন্য কেউ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাদৃশ্যশীল ছিলনা

٣٥. عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ سَمْتًا وَدَلًّا وَهَدْيًا بِرَسُولِ اللهِ فِي قِيَامِهَا وَقُعُودِهَا مِنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন যে, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় কন্যা হযরত ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহার চেয়ে অধিক অন্য কাউকে চাল-চলন, স্বভাব-চরিত্র, কাজ-কর্ম এবং উঠা-বসাতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাদৃশ্যশীল দেখিনি।[৩৭]

٣٦. عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ﷺ، قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ كَانَ أَشْبَهَ بِالنَّبِيِّ ﷺ كَلَامًا وَلَا حَدِيثًا وَلَا جَلْسَةً مِنْ فَاطِمَةَ.

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, আমি বাচনভঙ্গি ও উপবেশনে হযরত ফাতেমার চেয়ে অধিক অন্য কাউকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাদৃশ্যশীল দেখিনি।[৩৮]

[৩৭] ১. তিরমিযী, আল-জামি আস-সহীহ, ৫:৭০০, হাদীস : ৩৮৭২
২. আবু দাউদ, আস সুনান, ৪:৩৫৫, হাদীস : ৫২১৭
৩. নসায়ী, ফাযায়িলুস সাহাবা, পৃ. ৭৭, ৭৮, হাদীস : ২৬৪
৪. হাকেম, আল-মুসতাদরাক, ৪:৩০৩, হাদীস : ৭৭১৫
৫. বায়হাকী, আস-সুনান আল-কুবরা, ৫:৯৬
৬. ইবনে সা'আদ, আত তাবকাতুল কুবরা ২:২৪৮; এতে তিনি সামান্য শব্দের ভিন্নতায় হাদিসটি হযরত উম্মে সালমা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন।
৭. ইবনে জাওযী, সিফাতুস সাফওয়া, ২:৬-৭
৮. মুহিব্বে তাবারী, যখায়েরুল উকবা ফি মানাকিবি যবিল কুরবা, পৃ. ৮৪-৮৫

[৩৮] ১. বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ, পৃ. ৩২৬, ৩৩৭, হাদীস : ৯৪৭ ও ৯৭১

٣٧. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَشْبَهَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ.

হযরত আনাস ইবনে মালেক রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি হযরত হাসান ইবনে আলী ও হযরত ফাতেমাতুয যাহরা রাদিআল্লাহু আনহুমার চেয়ে অধিক হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাদৃশ্যশীল ছিলনা।[৩৯]

٣٨. عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ : اجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يُغَادِرْ مِنْهُنَّ امْرَأَةً، فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِي كَأَنَّ مِشْيَتَهَا مِشْيَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ : «مَرْحَبًا بِابْنَتِي». فَأَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ.

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন যে, (একদা) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল স্ত্রী একত্রিত হয়েছিলেন, এতে কেউ অনুপস্থিত ছিলেন না। এমতাবস্থায় হযরত ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা আগমন করলেন যাঁর হাটা-চলা অবিকল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাটা-চলার অনুরূপ ছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, স্বাগতম, হে আমার কন্যা! অতঃপর তাকে নিজের ডান পাশে অথবা বাম পাশে বসালেন।[৪০]

২. নাসায়ী, আস সুনানুল কুবরা, ৫:৩৯১, হাদীস : ৯২৩৬
৩. ইবনে হিব্বান, আস-সহীহ, ১৫:৪০৩, হাদীস : ৬৯৫৩
৪. হাকেম, আল-মুসতাদরক, ৩:১৬৭, ১৭৪, হাদীস : ৪৭৩২ ও ৪৭৫৩
৫. তাবরানী, আল-মু'জাম আল-আওসাত, ৪:২৪২, হাদীস : ৪০৮০৯
৬. বায়হাকী, আস-সুনান আল-কুবরা, ৭:১০১
৭. ইবনে রাহওয়াইহ, আল-মুসনাদ, ১:৮, হাদীস : ৬
৮. ইবনে আবদিল বর, আল-ইসতিয়াব ফি মা'রিফাতিল আসহাব, ৪:১৪৯৬
৯. যাহাবী, সি'আরু আলআমিন নুবালা, ৩:১২৭
[৩৯] আহমাদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, ৩:১৬৪
১. মুসলিম, আস সহীহ, ৪:১৯০৫-১৯০৬, হাদীস : ২৪৫০
২. বুখারী, আস-সহীহ , ৫:২৩১৭, হাদীস : ৫৯২৮
৩. ইবনে মাজা, আস সুনান, ১:৫১৮, হাদীস : ১৬২০
৪. নাসায়ী, আস সুনানুল কুবরা, ৪:২৫১, হাদীস : ৭০৭৮
৫. নাসায়ী, আস সুনানুল কুবরা, ৫:৯৬, ১৪৬, হাদীস : ৮৩৬৮, ৮৫১৬ ও ৮৫১৭

٣٩. عَنْ مَسْرُوقٍ، حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ : إِنَّا كُنَّا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَهُ جَمِيعًا، لَمْ تُغَادَرْ مِنَّا وَاحِدَةٌ، فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ ﷺ تَمْشِي، لاَ وَاللهِ مَا تَخْفَى مِشْيَتُهَا مِنْ مِشْيَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

হযরত মাছরুক বর্ণনা করেন যে, উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন, (একদা) আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিগণ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলাম। আমাদের মধ্য হতে কেউ অনুপস্থিত ছিলেন না। এমতাবস্থায় হযরত ফাতেমাতুয যাহরা রাদিআল্লাহু আনহা সেখানে আগমন করলেন। আল্লাহর কসম! তার চলার ভঙ্গি ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চলার ভঙ্গির মধ্যে বিন্দু পরিমাণও ব্যবধান (পার্থক্য) ছিলনা।[৪১]

৬. নাসায়ী, ফাযায়িলুস সাহাবা, পৃ. ৭৭, হাদীস : ২৬৩
৭. নাসায়ী, কিতাবুল ওফা, পৃ. ২০, হাদীস : ২
৮. আহমাদ ইবনে হাম্বল, ফাযায়িলুস সাহাবা, ২:৭৬২, ৭৬৩, হাদীস : ১৩৪৩
৯. শায়বানী, আল-আহাদ ওয়াল মাসানী, ৫:৩৬৮, হাদীস : ২৯৬৮
১০. ইবনে রাহওয়াইহ, আল-মুসনাদ, ১:৬, ৭, হাদীস : ৫
১১. তাবরানী, আল-মু'জামুল কবির, ২২:৪১৬, হাদীস : ১০৩০; এতে তিনি হাদিসটি হযরত আবু তুফাইল রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন।
১২. তাবরানী, আল-মু'জামুল কবির, ২২শ:৪১৯, হাদীস : ১৩০৩
১৩. ইবনে জাওযী, সিফাতুস সাফওয়া, ২:৬, ৭
১৪. ইবনে জাওযী, তাযকেরাতুল খাওয়াস, পৃ. ২৭৮
১৫. ইবনে আসীর, উসুদুল গাবাহ ফি মা'রিফাতিস সাহাবা, ৭:২১৮
১৬. যাহাবী, সি'আরু আলআমিন নুবালা, ২:১৩০
[৪১] ১. বুখারী, আস-সহীহ , ৫:২৩১৭, হাদীস : ৫৯২৮
২. মুসলিম, আস সহীহ, ৪:১৯০৫, হাদীস : ২৪৫০
৩. নাসায়ী, ফাযায়িলুস সাহাবা, পৃ. ৭৭, হাদীস : ২৬৩
৪. আহমদ ইবনে হাম্বল, ফাযায়িলুস সাহাবা, ২:৭৬২, হাদীস : ১৩৪২
৫. তায়ালিসী, আল-মুসনাদ, পৃ. ১৯৬, হাদীস : ১৩৭৩
৬. ইবনে সা'আদ, আত তাবকাতুল কুবরা, ২:২৪৭
৭. দুলাবী, আয যুররিয়াতুত তাহিরাহ, পৃ. ১০১-১০২, হাদীস : ১৮৮
৮. আবু নায়ীম, হুলয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবকাতুল আসফিয়া, ২:৩৯-৪০
৯. যাহাবী, সি'আরু আলআমিন নুবালা, ২:১৩০

وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّ فَاطِمَةَ لَوْ كَانَتْ حَيَّةً، لَسَرَّهَا مَا فَعَلْتُ بِإِبْنِهَا، قَالُوْا : فَمَا مَعْنِي غَمْزِكَ بَطْنَهُ، وَقَوْلُكَ مَا قُلْتُ؟ قَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِّنْ بَنِيْ هَاشِمٍ إِلَّا وَلَهُ شَفَاعَةٌ، فَرَجُوْتُ أَنْ أَكُوْنَ فِيْ شَفَاعَةِ هَذَا.

হযরত সাঈদ ইবনে আবান আল-করশী রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হাসান ইবনে হাসান ইবনে আলী রাদিআল্লাহু আনহু ইবনে আবি তালেব যিনি তখনও যুবক ছিলেন, স্বীয় একটি কাজের সূত্রে হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজের (রাদিআল্লাহু আনহু) সাথে সাক্ষাতে এলেন। অতঃপর (তার আগমনে) হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ স্বীয় (মন্ত্রীসভার) অধিবেশন স্থগিত করে দিলেন, তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং তাঁর প্রয়োজন সমাধা করলেন অতঃপর তাঁর (আবদুল্লাহ ইবনে হাসান ইবনে হাসান ইবনে আলী রাদিআল্লাহু আনহু) পেটের কুঞ্চনে এভাবে চাপ দিলেন যে, তিনি ব্যথা অনুভব করলেন আর বললেন যে, একথা (কিয়ামতের দিন) সুপারিশের সময় যেন স্মরণ থাকে। যখন তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে হাসান ইবনে হাসান ইবনে আলী রাদিআল্লাহু আনহু) চলে গেলেন, তখন উপস্থিত লোকেরা তাকে ভর্ৎসনা করে বলল, আপনি একজন যুবককে কেন এত অভ্যর্থনা জানালেন? এর উত্তরে তিনি (ওমর ইবনে আবদুল আজিজ) বললেন, আমি একজন ছেকাহ (নির্ভরযোগ্য) রাবী হতে এভাবে হাদিস শুনেছি যে, আমার মনে হয় আমি যেন তা স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে শুনছি। (হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,) 'নিঃসন্দেহে ফাতেমা আমার শরীরের অংশ। যে তাকে সন্তুষ্ট করল, সে যেন আমাকে সন্তুষ্ট করল।'

'(অতঃপর হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযিয বললেন,) আমি জানি, যদি সৈয়্যদা ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা জীবিত থাকতেন, তাহলে তিনি আমার এ কর্ম দ্বারা অবশ্যই খুশী হতেন। উপস্থিত লোকেরা বলল, তার পেটে খোঁচা দেয়ার আর আপনার উপর্যুক্ত কথাগুলোর মর্মার্থ কি? হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ বললেন, বনি হাশেমের এমন কেউ নেই, যাকে সুপারিশের ক্ষমতা দেয়া হয়নি। সুতরাং আমি চাই, নিজে যেন এই যুবকের সুপারিশের অধিকারী হই।'[৪০]

[৪০] সাখাবী, ইসতিজলাবু ইরতিকায়িল গুরুফ বি-হুবি আকরাবায়িল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও জবিস সরফ, পৃ. ৯৬-৯৭

১৪শ পরিচ্ছেদ

رِضَاءُ فَاطِمَةَ سَلَامُ اللهِ رِضَاءُ النَّبِيِّ ﷺ

হযরত ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহার সন্তুষ্টি বস্তুতঃ হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টি

٤٠. عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «إِنَّمَا فَاطِمَةُ شُجْنَةٌ مِنِّي يَبْسُطُنِي مَا بَسَطَهَا وَيَقْبِضُنِي مَا قَبَضَهَا».

হযরত মিসওয়ার ইবনে মাখরামা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নিঃসন্দেহে, ফাতেমা আমার ফলবান (বৃক্ষের) শাখা। যে বস্তু তাকে সন্তুষ্ট করে, তা আমাকেও সন্তুষ্ট করে। (পক্ষান্তরে) যে বস্তু তাকে কষ্ট দেয়, তা আমাকেও কষ্ট দেয়।[৪২]

٤١. عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبَانٍ الْقُرَشِيِّ، قَالَ : دَخَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ حَسَنِ بْنِ حَسَنِ عَلِيُّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، وَهُوَ حَدْثُ السِّنِّ وَلَهُ وَفْرَةٌ، فَرَفَعَ عُمَرُ مَجْلِسَهُ وَأَقْبَلَ عَلَيْهِ، وَقَضَى حَوَائِجَهُ، ثُمَّ أَخَذَ عُكَنَةً مِنْ عُكَنِهِ، فَغَمَزَهَا حَتَّى أَوْجَعَهُ، وَقَالَ : أَذْكَرَهَا عِنْدَكَ لِلشَّفَاعَةِ، فَلَمَّا خَرَجَ لَامَهُ قَوْمُهُ وَقَالُوْا : فَعَلْتُ هَذَا بِغُلَامِ حَدَثٍ! فَقَالَ : إِنَّ الثِّقَةَ حَدَّثَنِيْ حَتَّى كَأَنِّيْ أَسْمَعُهُ مِنْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ : إِنَّمَا فَاطِمَةُ بِضْعَةٌ مِّنِّيْ، يَسُرُّنِيْ مَا يَسُرُّهَا.

[৪২] ১. হাকেম, আল-মুসতাদরাক, ৩:১৬৮, হাদীস : ৪৭৩৪
২. আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, ৪:৩৩২
৩. আহমদ ইবনে হাম্বল, ফাযায়িলুস সাহাবা, ২:৭৬৫, হাদীস : ১৩৪৭
৪. শায়বানী, আল-আহাদ ওয়াল মাসানী, ৫:৩৬২, হাদীস : ২৯৫৬
৫. তাবরানী, আল-মু'জামুল কবির, ২০:২৫, হাদীস : ৩০
৬. হায়সমী, মজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯:২০৩
৭. আবু নায়ীম, হুলয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবকাতুল আসফিয়া, ৩:২০৬
৮. যাহাবী, সি'আরু আলামিন নুবালা, ২:১৩২
৯. আসকালানী, ফতহুল বারী, ৯:৩২৯
১০. ইবনে কসীর, তাফসিরুল কুরআনিল আযীম, ৩:২৫৭

১৫শ পরিচ্ছেদ

مَنْ أَغْضَبَ فَاطِمَةَ سَلَامُ اللهِ عَلَيْهَا أَغْضَبَ النَّبِيَّ ﷺ

যে হযরত ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহাকে অসন্তুষ্ট করল, বস্তুতঃ সে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অসন্তুষ্ট করল

٤٢. عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي، فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنِي».

হযরত মিসওয়ার ইবনে মাখরামা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নিঃসন্দেহে, ফাতেমা আমার শরীরের অংশ। সুতরাং যে তাকে অসন্তুষ্ট করল, বস্তুত সে আমাকে অসন্তুষ্ট করল।[৪৪]

সাখাবী এ কিতাবের ১৫০ পৃষ্ঠায় এ ধরনের একটি ঘটনা স্বয়ং আবদুল্লা ইবনে হাসান হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি একটি কাজের সূত্রে ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের কাছে গিয়েছিলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, আপনার যখন কোন প্রয়োজন সামনে আসবে, তখন কোন ব্যক্তি পাঠাবেন অথবা পত্র লিখবেন। আমি আল্লাহকে লজ্জা পাই যে, আপনাকে এভাবে নিজের দ্বারে দেখব।

[৪৪] ১. বুখারী, আস-সহীহ, ৩:১৩৬১, হাদীস : ৩৫১০
২. বুখারী, আস-সহীহ, ৩:১৩৭৪, হাদীস : ৩৫৫৬
৩. মুসলিম, আস সহীহ, ৪:১৯০৩, হাদীস : ২৪৪৯
৪. ইবনে আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ৬:৩৮৮, হাদীস : ৩২২৬৯; এতে তিনি হাদিসটি হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন।
৫. আবু আওয়ানা, আল-মুসনাদ, ৩:৭০, হাদীস : ৪২৩৩
৬. শায়বানী, আল-আহাদ ওয়াল মাসানী, ৫:৩৬১, হাদীস : ২৯৫৪
৭. তাবরানী, আল-মু'জামুল কবির, ২২শ:৪০৪, হাদীস : ১০১২
৮. হাকেম, আল-মুসতাদরাক, ৩:১৭২, হাদীস : ৪৭৪৭
৯. দায়লমী, আল-ফিরদাউস বি মা'ছুরিল খিতাব, ৩:১৪৫, হাদীস : ৪৩৮৯
১০. ইবনে জাওযী, সিফাতুস সাফওয়া, ২:৭
১১. ইবনে বিশকাওয়াল, গাওয়ামিজুল আসমায়িল মুবহামাহ, ১ম:৩৪১
১২. আসকালানি, আল-ইসাবাহ ফি তামরিয সাহাব, ৮ম:৫৬
১৩. হুসাইনি, আল-বয়ান ওয়াত তা'রিফ, ১ম:২৭০

১৬শ পরিচ্ছেদ

إِنَّ اللهَ يَغْضِبُ لِغَضَبِ فَاطِمَةَ سَلَامُ اللهِ عَلَيْهَا وَيَرْضِيْ لِرِضَاهَا

হযরত ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহার সন্তুষ্টি বস্তুতঃ আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তার অসন্তুষ্টি বস্তুতঃ আল্লাহরই অসন্তুষ্টি

٤٣. عَنْ عَلِيٍّ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ لِفَاطِمَةَ: إِنَّ اللهَ يَغْضَبُ لِغَضَبِكِ وَيَرْضَى لِرِضَاكَ.

হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ফাতেমাকে বললেন, নিঃসন্দেহে, আল্লাহ তা'আলা তোমার অসন্তুষ্টিতে অসন্তুষ্ট এবং তোমার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট।[৪৫]

---

১৪. মুনাবী, ফয়জুল কাদীর, ৪:৪২১
১৫. আজলুনী, কসফুল খেফা ওয়া মাযিলুল ইলবাহ, ২:১১২, হাদীস : ১৮৩১

[৪৫] ১. হাকেম, আল-মুসতাদরক, ৩:১৬৭, হাদীস : ৪৭৩০
২. আবু ইয়ালা, আল-মু'জাম, পৃ. ১৯০, হাদীস : ২২০
৩. শায়বানী, আল-আহাদ ওয়াল মাসানী, ৫:৩৬৩, হাদীস : ২৯৫৯
৪. তাবরানী, আল-মু'জামুল কবির, ১:১০৮, হাদীস : ১৮২
৫. তাবরনী, আল-মু'জামুল কবির, ২২:৪০১, হাদীস : ১০০১
৬. দুলাবী, আয-যুর্য়িয়াতুত তাহিরাহ, পৃ. ১২০হাদীস : ২৩৫
৭. কজইবনী, আ-তাদবীন ফি ইখবারি কজইবনে, ৩:১১
৮. হায়সমী, মজমাউজ যাওয়ায়েদ, ৯:২০৩; এতে তিনি বলেন, হাদিসটি তাবরানী হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন।
৯. ইবনে জাওযী, তাযকেরাতুল খাওয়াস, পৃ. ২৭৯
১০. ইবনে আসীর, উসুদুল গাবাহ ফি মা'রিফাতিস সাহাবা, ৭:২১৯
১১. আসকালানি, তাহযিবুত তাহযীব, ১২:৪৬৮
১২. আসকালানি, আল-ইসাবাহ ফি তামরিয সাহাব, ৮:৫৬-৫৭
১৩. মুহিব্বে তাবারী, যখায়েরুল উকবা ফি মানাকিবি যবিল কুরবা, পৃ. ৮২

১৭শ পরিচ্ছেদ

مَنْ آذَى فَاطِمَةَ سَلَامُ اللهِ عَلَيْهَا فَقَدْ آذَى النَّبِيَّ ﷺ

যে হযরত ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহাকে কষ্ট দিল, সে যেন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দিল

٤٤. عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي، يُؤْذِينِي مَا آذَاهَا».

হযরত মিসওয়ার ইবনে মাখরামা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, হুজুর রাদিআল্লাহু আনহু ইরশাদ করেন, ফাতেমা আমার শরীরের অংশ। তাকে কষ্টদায়ক বস্তু আমাকেও কষ্ট দেয়।[৪৬]

٤٥. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَلِيًّا ذَكَرَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : «إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي يُؤْذِينِي مَا آذَاهَا، وَيُنْصِبُنِي مَا أَنْصَبَهَا».

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ফাতেমা আমার কলিজার টুকরো। তাকে যন্ত্রনাদায়ক বস্তু আমাকেও যন্ত্রনা দেয় এবং তাকে কষ্টদায়ক বস্তু আমাকেও কষ্ট দেয়।[৪৭]

[৪৬] ১. মুসলিম, আস সহীহ, ৪:১৯০৩, হাদীস : ২৪৪৯
২. নাসায়ী, আস সুনানুল কুবরা, ৫:৯৭, হাদীস : ৮৩৭০
৩. বায়হাকী, আস-সুনান আল-কুবরা, ১০:২০১
৪. শায়বানী, আল-আহাদ ওয়াল মাসানী, ৫:৩৬১, হাদীস : ২৯৫৫
৫. তাবারানী, আল-মু'জামুল কবির, ২২:৪০৪, হাদীস : ১০১০
৬. আবু নায়ীম, হুলয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবকাতুল আসফিয়া, ২:৪০
৭. উন্দোলূসী, তুহফাতুল মুহতাজ, ২:৫৮৫, হাদীস : ১৭৯৫
৮. আসকালানি, আল-ইসাবাহ ফি তামায়িয সাহাব, ৮:৫৬
৯. ইবনে জাওযী, তাবকেরাতুল খাওয়াস, পৃ. ২৭৯

[৪৭] ১. তিরমিযী এ হাসান ও সহীহ হাদিসটি আল-জামি আস-সহীহ, ৫:৬৯৮, হাদীস : ৩৮৬৯; এতে তিনি রিওয়ায়ত করেছেন।

٤٦. عن أبي حنظلة، ... (قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ) : إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي فَمَنْ آذَاهَا فَقَدْ آذَانِيْ.

হযরত আবি হানযালা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ফাতেমা তো আমার কলিজার টুকরো। যে তাকে কষ্ট দিল, বস্তুত সে আমাকেই কষ্ট দিল।[৪৮]

২. আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, ৪:৫
৩. আহমদ ইবনে হাম্বল, ফাযায়িলুস সাহাবা, ২:৭৫৬, হাদীস : ১৩২৭
৪. হাকেম, আল-মুসতাদরাক, ৩:১৭৩, হাদীস : ৪৭৫১
৫. মুকাদ্দেসী, আল-আহাদিসুল মুখতারা, ৯:৩১৪-৩১৫, হাদীস : ২৭৪
৬. আসকালানি, ফতহুল বারী, ৯:৩২৯
৭. শাওকানী, দুররুস সাহাবা ফি মানাকিবিল কারাবাহ ওয়াস সাহাবা, পৃ. ২৭৪

[৪৮] ১. আহমদ ইবনে হাম্বল, ফাযায়িলুস সাহাবা, ২:৭৫৫, হাদীস : ১৩২৪
২. আহমদ ইবনে হাম্বল, ফাযায়িলুস সাহাবা ২:৭৫৬, হাদীস : ১৩২৭; এতে তিনি হাদিসটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন।
৩. আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, ৪:৫
৪. হাকেম, আল-মুসতাদরাক, ৩:১৭৩, হাদীস : ৪৭৫০
৫. শায়বানী, আল-আহাদ ওয়াল মাসানী, ৫:৩৬২, হাদীস : ২৯৫৭
৬. তাবরানী, আল-মু'জামুল কবির, ২২:৪০৫, হাদীস : ১০১৩
৭. বায়হাকী, আস-সুনান আল-কুবরা, ১০:২০১

১৮শ পরিচ্ছেদ

عَدُوٌّ لِفَاطِمَةَ سَلَامُ اللهِ عَلَيْهَا عَدُوٌّ لِلنَّبِيِّ ﷺ

হযরত ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহা পারিবারিক শত্রু হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই শত্রু

٤٧. عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ : «أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبْتُمْ وَسِلْمٌ لِمَنْ سَالَمْتُمْ».

হযরত যাইদ ইবনে আরকাম রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী, হযরত ফাতেমা, হযরত হাসান এবং হযরত হুসাইন রাদিআল্লাহু আনহুকে বললেন, আমি তার সাথে লড়ব, যার সাথে তোমরা লড়বে (যুদ্ধ করবো) এবং আমি তার সাথে সন্ধি করবো (শান্তি স্থাপন), যার সাথে তোমরা সন্ধি করবে।[৪৯]

٤٨. عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : لِفَاطِمَةَ، وَعَلِيٍّ، وَحَسَنٍ، وَحُسَيْنٍ : «أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبْتُمْ، وَسِلْمٌ لِمَنْ سَالَمْتُمْ».

হযরত যাইদ ইবনে আরকাম রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ফাতেমা, হযরত হাসান এবং হযরত হুসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমকে বললেন, আমি তার সাথে লড়ব, যার সাথে তোমরা

[৪৯] ১. তিরমিযী, আল-জামি আস-সহীহ, ৫:৬৯৯, হাদীস : ৩৮৭০
২. ইবনে মাজা, আস সুনান, ১:৫২, হাদীস : ১৪৫
৩. হাকেম, আল-মুসতাদরাক, ৩:১৬১, হাদীস : ৪৭১৪
৪. তাবরানী, আল-মু'জামুল কবির, ৩:৪০, হাদীস : ২৬১৯ ও ২৬২০
৫. তাবরানী, আল-মু'জামুল কবির, ৫:১৮৪, হাদীস : ৫৩৩০ ও ৫৩৩১
৬. তাবরানী, আল-মু'জাম আল-আওসাত, ৫:১৮২, হাদীস : ৫০১৫
৭. মুহিব্বে তাবারী, যখায়েরুল উকবা ফি মানাকিবি যবিল কুরবা, পৃ. ৬২
৮. যাহাবী, সি'আরু আলামিন নুবালা, ২:১২৫
৯. যাহাবী, সি'আরু আলামিন নুবালা, ১০:৪৩২
১০. মুযী, তাহযিবুল কামাল, ১৩:১১২

লড়বে (যুদ্ধ করবে) এবং আমি তার সাথে সন্ধি করব (শান্তি স্থাপন), যার সাথে তোমরা সন্ধি করবে।[৫০]

٤٩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، قَالَ : نَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى عَلِيٍّ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَفَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ، وَقَالَ : «أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ، وَسِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ».

হযরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী, হযরত ফাতেমা, হযরত হাসান ও হযরত হুসাইনের (রাদিআল্লাহু আনহুম) দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, যে তোমাদের সাথে লড়বে, আমি তার সাথে লড়ব। যে তোমাদের সাথে সন্ধি স্থাপন করবে, আমিও তার সাথে সন্ধি স্থাপন করব। (অর্থাৎ যে তোমাদের শত্রু সে আমারও শত্রু এবং যে তোমাদের বন্ধু সে আমারও বন্ধু।)[৫১]

[৫০] ১. ইবনে হিব্বান, আস-সহীহ, ১৫:৪৩৪, হাদীস : ৬৯৭৭
২. তাবরানী, আল-মু'জাম আল-আওসাত, ৩:১৭৯, হাদীস : ২৮৫৪
৩. তাবরানী, আল-মু'জামুস সগির, ২:৫৩, হাদীস : ৭৬৭
৪. হায়সমী, মজমাউজ যাওয়ায়েদ, ৯:১৬৯; এতে তিনি বলেন, হাদিসটি তাবারানী আল-আওসাতের মধ্যে বর্ণনা করেছেন।
৫. হায়সমী, মওয়ারিদুয জময়ান, পৃ. ৫৫৫, হাদীস : ২২৪৪
৬. মুহামিলী, আল-আমালি, পৃ. ৪৪৭, হাদীস : ৫৩২
৭. ইবনে আসীর, উসুদুল গাবাহ ফি মা'রিফাতিস সাহাবা, ৭:২২০

[৫১] ১. আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, ২:৪৪২
২. আহমদ ইবনে হাম্বল, ফাযায়িলুস সাহাবা, ২:৭৬৭, হাদীস : ১৩৫০
৩. হাকেম, আল-মুসতাদরাক, ৩:১৬১, হাদীস : ৪৭১৩; এতে তিন হাদিসটিকে হাসান বলেছেন। অথচ যাহাবী এ ব্যাপারে নিরবতা পালন করেছেন।
৪. তাবরানী, আল-মু'জামুল কবির, ৩:৪০, হাদীস : ২৬২১
৫. খতিবে বাগদাদী, তারিখে বাগদাদী, ৭ম-:১৩৭
৬. যাহাবী, সি'আরু আলামিন নুবালা, ২:১২২
৭. যাহাবী, সি'আরু আলামিন নুবালা, ৩:২৫৭-২৫৮
৮. হায়সমী, মজমাউজ যাওয়ায়েদ, ৯:২৬৯; এতে তিনি বলেন, হাদিসটি আহমদ ও তাবরানী রিওয়ায়ত করেছেন। এ রাবী তালিদ ইবনে সুলাইমানের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে অথচ এর অবশিষ্ট রাবীসমূহ সহীহ হাদিসের রাবী।

১৯শ পরিচ্ছেদ

مَنْ أَبْغَضَ أَهْلَ بَيْتِ فَاطِمَةَ سَلَامُ اللهِ عَلَيْهَا

فَقَدْ دَخَلَ النَّارَ وَلَعَنَ اللهُ ﷻ عَلَيْهِ

হযরত ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহার পারিবারিক শত্রু কপট, অভিশপ্ত ও জাহান্নামি

٥٠. عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «مَنْ أَبْغَضَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَهُوَ مُنَافِقٌ».

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যারা আহলে বাইতের (ফাতেমার পরিবারের) সাথে বিদ্বেষ রাখে, তারা তো কপট, মুনাফিক।[৫২]

٥١. عَنْ زِرٍّ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : لَا يُحِبُّنَا مُنَافِقٌ، وَلَا يُبْغِضُنَا مُؤْمِنٌ.

হযরত যর রাদিআল্লাহু আনহু হযরত আলীর (রাদিআল্লাহু আনহু) সূত্রে বর্ণনা করেন,তিনি বলেন, মুনাফিকরা কখনও আমাদেরকে ভালবাসেনা এবং মু'মিনরা কখনও আমাদের সাথে বিদ্বেষ রাখেনা।[৫৩]

٥٢. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُوْلُ : «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! مَنْ أَبْغَضَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ حَشَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَهُوْدِيًّا»، فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى؟ قَالَ : «وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى».

[৫২] ১. আহমদ ইবনে হাম্বল, ফাযায়িলুস সাহাবা, ২:৬৬১, হাদীস : ১১২৬
২. মুহিব্বে তাবারী, আর রিয়াজুন নাদারাহ ফি মানাকিবিল আশারাহ, ১:৩৬২
৩. মুহিব্বে তাবারী, যখায়েরুল উকবা ফি মানাকিবি যবিল কুরবা, পৃ. ৫১
৪. সুয়ূতী, আদ-দুররুল মানসুর ফিত তাফসীর বিল মা'ছুর, ৭:৩৪৯
[৫৩] ইবনে আবী শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ৬:৩৭২, হাদীস : ৩২১১৬

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন এবং তিনি বলতে লাগলেন, হে লোক সকল! যারা আহলে বাইতের সাথে বিদ্বেষ রাখে, কিয়ামতের দিন তাদের জমায়েত (হাশর) ইহুদিদের সাথে হবে। আমি আরজ করলাম, হে রাসূলুল্লাহ! যদিও তারা রোযা রাখে এবং নামাজ পড়ে? উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ! যদিও তারা রোযা রাখে এবং নামাজ পড়ে। (তা সত্ত্বেও আহলে বাইতের শত্রু হওয়ায় আল্লাহ তা'আলা তাদের ইবাদত বিনষ্ট করে দিয়ে তাদেরকে ইহুদিদের দলভুক্ত করে উঠাবেন।)[৫৪]

٥٣. عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ ﷺ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَا يُبْغِضُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ أَحَدٌ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ».

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ঐ সত্তার কসম যার পবিত্র হাতে আমার প্রাণ! আমরা আহলে বাইতের সাথে বিদ্বেষ পোষণকারীদের মধ্য হতে এমন কেউ নেই, যাকে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেনা।[৫৫]

٥٤. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «لَوْ أَنَّ رَجُلًا صَفَّ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ وَصَلَّى وَصَامَ، ثُمَّ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ دَخَلَ النَّارَ.

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যদি কোন ব্যক্তি কাবার পাশে রুকনে ইয়ামানি ও মকামে ইবরাহিমের মধ্যবর্তী স্থানে দণ্ডায়মান হয়ে নামাজ আদায় করে এবং রোযাও রাখে, অতঃপর এমতাবস্থায় আহলে বাইতের সাথে বিদ্বেষ রেখে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সে জাহান্নামে যাবে।[৫৬]

[৫৪] ১. তাবরানী, আল-মু'জাম আল-আওসাত, ৪:২১২, হাদীস : ৪০০২
২. হায়সমী, মজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯:১৭২
৩. জুরজানি, তারিখে জুরজান, পৃ. ৩৬৯
[৫৫] ১. হাকেম, আল-মুসতাদরাক, ৩:১৬২, হাদীস : ৪৭১৭
২. ইবনে হিব্বান, আস-সহীহ, ১৫শ:৪৩৫, হাদীস : ৬৯৭৮
৩. যাহাবী, সি'আরু আলামিন নুবালা, ২:১২৩, হাকেমের মতে এই হাদিসটি ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ।
[৫৬] ১. মুহিব্বে তাবারী, যখায়েরুল উকবা ফি মানাকিবি যবিল কুরবা, পৃ. ৫১

٥٥. عَنْ مُعَاوِيَةَ بن حُدَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ بن عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ : يَا مُعَاوِيَةَ بن حُدَيْجٍ! إِيَّاكَ وبُغْضَنَا، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «لا يُبْغِضُنَا وَلا يَحْسُدُنَا أَحَدٌ إِلا زِيدَ عَنِ الْحَوْضِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِسِيَاطٍ مِنْ نَارٍ».

হযরত মুআবিয়া ইবনে হুদাইজ রাদিআল্লাহু আনহু হযরত হাসান ইবনে আলী রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি (হাসান ইবনে আলী) বললেন, হে মুআবিয়া ইবনে হুদাইজ! আমাদের সাথে বিদ্বেষ রাখা হতে বেঁচে থাক। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমাদের সাথে হিংসা এবং বিদ্বেষ পোষণকারীদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যাকে কিয়ামতের দিন হাউজে কাউসার হতে আগুনের চাবুক দ্বারা বিতাড়িত করা হবেনা।[৫৭]

২. ফাসবী, আল-মা'রিফাতু ওয়াত তারিখ, ১:৫০৫

[৫৭] ১. তাবরানী, আল-মু'জাম আল-আওসাত, ৩:৩৯, হাদীস : ২৪০৫
২. তাবরানী, আল-মু'জামুল কবির, ৩:৮১, হাদীস : ২৭২৬

২০শ পরিচ্ছেদ

أَسَرَّ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ سَلَامُ اللهِ عَلَيْهَا

হযরত ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রহস্যভেদী

٥٦. عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ اجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يُغَادِرْ مِنْهُنَّ امْرَأَةً، فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِي كَأَنَّ مِشْيَتَهَا مِشْيَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ : «مَرْحَبًا بِابْنَتِي». فَأَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ إِنَّهُ أَسَرَّ إِلَيْهَا حَدِيثًا فَبَكَتْ فَاطِمَةُ، ثُمَّ إِنَّهُ سَارَّهَا فَضَحِكَتْ أَيْضًا، فَقُلْتُ لَهَا : مَا يُبْكِيكِ؟ فَقَالَتْ : مَا كُنْتُ لأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقُلْتُ : مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ فَرَحًا أَقْرَبَ مِنْ حُزْنٍ. فَقُلْتُ لَهَا حِينَ بَكَتْ : أَخَصَّكِ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِحَدِيثِهِ دُونَنَا ثُمَّ تَبْكِينَ؟ وَسَأَلْتُهَا عَمَّا قَالَ، فَقَالَتْ : مَا كُنْتُ لأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ. حَتَّى إِذَا قُبِضَ سَأَلْتُهَا، فَقَالَتْ : إِنَّهُ كَانَ حَدَّثَنِي : «أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ بِالْقُرْآنِ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً، وَإِنَّهُ عَارَضَهُ بِهِ فِي الْعَامِ مَرَّتَيْنِ، وَلاَ أُرَانِي إِلاَّ قَدْ حَضَرَ أَجَلِي، وَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِي لُحُوقًا بِي، وَنِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ». فَبَكَيْتُ لِذَلِكِ، ثُمَّ إِنَّهُ سَارَّنِي، فَقَالَ : «أَلاَ تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الأُمَّةِ». فَضَحِكْتُ لِذَلِكِ.

উম্মুল মু'মিনীন হযরক আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, (একদা) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিগণ জমায়েত হয়েছিলেন, তাতে কেউ অনুপস্থিত ছিলেন না। এমতাবস্থায় হযরত ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা সেখানে আগমন করলেন, যাঁর হাঁটা-চলা অবিকল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের চলার অনুরূপ ছিল। (তখন) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, স্বাগতম হে আমার কন্যা! অতঃপর তাকে স্বীয় বাম পাশে অথবা ডান বাশে বসালেন। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথে চুপিসারে কোন কথা বললেন। এতে হযরত ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা কাঁদতে লাগলেন। এরপর চুপিসারে কোন কথা বললেন। এতে হযরত ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা হাঁসতে লাগলেন। আমি (আয়েশা) হযরত ফাতেমা হতে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি কারণে কেঁদেছেন? উত্তরে ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা বললেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রহস্য ফাঁস করবনা। আমি (আয়েশা) বললাম, আমি আজকের মত কোন আনন্দকে বিষণ্নতার এত নিকটবর্তী দেখিনি। আমি (আয়েশা) বললাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ব্যতীত বিশেষভাবে আপনার সাথে কি কথা বলেছেন, যাতে আপনি কাঁদতে লাগলেন। আমি (আয়েশা) ফাতেমাকে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেছিলেন? উত্তরে ফাতেমা বললেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রহস্য ফাঁস করবনা। এমতাবস্থায় যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তর্ধান হয়ে গেল, তখন আমি (আয়েশা) পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম, উত্তরে ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা বললেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (প্রথমবার) একথা বলেছিলেন যে, জিবরাইল আলাইহিস সালাম প্রত্যেক বছর আমার ওপর একবার কুরআন মজীদের পুনরাবৃত্তি করে থাকেন। আর এ বছর দু'বার করেছেন। এতে আমার বিশ্বাস যে, আমার বিদায়ের পালা এসে গেছে। আর নিঃসন্দেহে আমার পরিবারবর্গের মধ্যে তুমিই সর্বপ্রথম আমার সাথে মিলিত হবে। আমিই তোমার সর্বোত্তম পূর্বসুরী। তখন আমি কাঁদতে লাগলাম। অতঃপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে চুপিসারে বললেন , তুমি কি এ কথায় সন্তুষ্ট নও যে, তুমি সকল মু'মিন রমণীদের সরদার হবে বা আমার এ উম্মতের রমণীদের সরদার হবে! এতে আমি হেঁসে পড়েছি।[৫৮]

[৫৮] ১. মুসলিম, আস সহীহ, ৪:১৯০৫, ১৯০৬, হাদীস : ২৪৫০
২. বুখারী, আস-সহীহ , ৫:২৩১৭, হাদীস : ৫৯২৮
৩. ইবনে মাজা, আস সুনান, ১:৫১৮, হাদীস : ১৬২০
৪. নাসায়ী, আস সুনানুল কুবরা, ৪:২৫১, হাদীস : ৭০৭৮
৫. নাসায়ী, আস সুনানুল কুবরা, ৫:৯৬, ১৪৬, হাদীস : ৮৩৬৮, ৮৫১৬ ও ৮৫১৭
৬. নাসায়ী, ফাযায়িলুস সাহাবা, পৃ. ৭৭, হাদীস : ২৬৩
৭. নাসায়ী, কিতাবুল ওফাত, পৃ. ২০, হাদীস : ২
৮. আহমদ ইবনে হাম্বল, ফাযায়িলুস সাহাবা, ২:৭৬২-৭৬৩, হাদীস : ১৩৪৩

٥٧. عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ : دَعَا النَّبِيُّ ﷺ فَاطِمَةَ ابْنَتَهُ فِي شَكْوَاهُ الَّذِي قُبِضَ فِيهَا، فَسَارَّهَا بِشَيْءٍ فَبَكَتْ، ثُمَّ دَعَاهَا فَسَارَّهَا فَضَحِكَتْ، قَالَتْ : فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَتْ : سَارَّنِي النَّبِيُّ ﷺ، فَأَخْبَرَنِي : أَنَّهُ يُقْبَضُ فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ، فَبَكَيْتُ، ثُمَّ سَارَّنِي، فَأَخْبَرَنِي : أَنِّي أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِهِ أَتْبَعُهُ فَضَحِكْتُ.

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের শেষ রোগ-শয্যায় স্বীয় কন্যা ফাতেমাকে ডাকলেন অতঃপর তাকে চুপিসারে কিছু বললে তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। এরপর তাকে আরো নিকটে ডেকে কিছু বললে তিনি হেঁসে পড়েন। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিআল্লাহু আনহা বললেন, এ ব্যাপারে আমি হযরত ফাতেমাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কানে কানে বললেন যে, এই রোগেই তাঁর অন্তর্ধান হবে। এতে আমি কাদঁতে লাগলাম। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপিসারে বললেন যে, আমার পরিবারের মধ্য হতে সর্বপ্রথম তুমিই আমার অনুগামী হবে, এতে আমি হেঁসে পড়েছি।[৫৯]

৯. শায়বানী, আল-আহাদ ওয়াল মাসানী, ৫:৩৬৮, হাদীস : ২৯৬৮
১০. ইবনে রাহওয়্যিাহ, আল-মুসনাদ, ১:৬, ৭, হাদীস : ৫
১১. তাবরানী, আল-মু'জামুল কবির, ২২:৪১৬, হাদীস : ১০৩০; এতে তিনি হযরত আবু তুফাইল রাদিআল্লাহু আনহু থেকে হাদিসটি রিওয়ায়ত করেছেন।
১২. তাবরানী, আল-মু'জামুল কবির, ২২:৪১৯, হাদীস : ১৩০৩
১৩. ইবনে জাওযী, সিফাতুস সাফওয়া, ২:৬-৭
১৪. ইবনে জাওযী, তাযকেরাতুল খাওয়াস, পৃ. ২৭৮
১৫. ইবনে আসীর, উসুদুল গাবাহ ফি মা'রিফাতিস সাহাবা, ৭:২১৮
১৬. যাহাবী, সি'আরু আলামিন নুবালা, ২:১৩০

[৫৯] ১. বুখারী, আস-সহীহ , ৩:১৩৬১, হাদীস : ৩৫১১
২. বুখারী, আস-সহীহ , ৩:১৩২৭, হাদীস : ৩৪২৭
৩. বুখারী, আস-সহীহ , ৪:১৬১২, হাদীস : ৪১৭০
৪. মুসলিম, আস সহীহ, ৪:১৯০৪, হাদীস : ২৪৫০
৫. নাসায়ী, ফাযায়িলুস সাহাবা, পৃ. ৭৭, হাদীস : ২৯৬
৬. আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, ৬:৭৭
৭. আহমদ ইবনে হাম্বল, ফাযায়িলুস সাহাবা, ২:৭৫৪, হাদীস : ১৩২২
৮. ইবনে হিব্বান, আস-সহীহ, ১৫:৪০৪, হাদীস : ৬৯৫৪
৯. আবু ইয়ালা, আল-মুসনাদ, ১২:১২২, হাদীস : ৬৭৫৫

٥٨. عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : بَيْنَمَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَيْتٍ يُلاعِبُنِي وَأُلاعِبُهُ، إِذْ دَخَلَتْ عَلَيْنَا فَاطِمَةُ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهَا فَأَقْعَدَهَا خَلْفَهُ وَنَاجَاهَا بِشَيْءٍ لا أَدْرِي مَا هُوَ، فَنَظَرْتُ إِلَى فَاطِمَةَ تَبْكِي، ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَحَدَّثَنِي وَلاعَبَنِي، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهَا فَلاعَبَهَا وَنَاجَاهَا بِشَيْءٍ، فَنَظَرْتُ إِلَى فَاطِمَةَ، وَإِذَا هِيَ تَضْحَكُ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَخَرَجَ، فَقُلْتُ لِفَاطِمَةَ : مَا الَّذِي نَاجَاكِ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَتْ : لَيْسَ كُلَّمَا أَسَرَّ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ أُخْبِرُكِ بِهِ، قُلْتُ : أُذَكِّرُكِ اللهَ وَالرَّحِمَ، قَالَتْ : أَخْبَرَنِي أَنَّهُ مَقْبُوضٌ قَدْ حَضَرَ أَجَلُهُ، فَبَكَيْتُ لِفِرَاقِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَيَّ فَنَاجَانِي : أَنِّي أَوَّلُ مَنْ يَلْحَقُ بِهِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَضَحِكْتُ لِلِقَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে (একদিন) ঘরে ছিলাম এবং আমরা পরস্পর রসিকতা করছিলাম। এমতাবস্থায় ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা আগমন করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাত ধরলেন এবং তাকে নিজের পেছনে বসিয়ে চুপিসারে কিছু বললেন। বিষয়বস্তু কি ছিল সে ব্যাপারে আমার জ্ঞান নেই। অতঃপর আমি হযরত ফাতেমার দিকে ভ্রুক্ষেপ করলে দেখলাম যে, তিনি কাঁদছেন। এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার দিকে মনোনিবেশ করলেন এবং আমার সাথে কথাবার্তা বললেন। এরপর তার দিকে নজর দিয়ে তার (ফাতেমা) সাথে রসিকতা করলেন এবং চুপিসারে (আরো) কিছু বললেন। আমি দেখলাম যে, এতে ফাতেমা হাঁসতে লাগলেন। যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে বাইরে গেলেন, তখন আমি

১০. তাবারানী, আল-মু'জামুল কবির, ২২:৪২০, হাদীস : ১০৩৬
১১. দুলাবী, আয যুর্রিয়্যাতুত তাহিরাহ, পৃ. ১০০, হাদীস : ১৮৫
১২. মুযযী, তাহযিবুল কামাল, ৩৫শ:২৫৩
১৩. ইসবাহানী, দলায়েলুন নুবুওয়্যাহ, পৃ. ৯৮
১৪. যাহাবী, মু'জামুল মুহাদ্দেসীন, পৃ. ১৩-১৪; এতে তিনি এই হাদিসটিকে হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহু হতে মুত্তাফাক আলাইহি হাদিস হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন।

ফাতেমাকে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে চুপিসারে কি বলেছেন? তিনি (ফাতেমা) বললেন, যে কথা চুপিসারে আমাকে বলেছেন, তা আমি আপনাকে বলবনা। আমি (আয়েশা) বললাম, আমি আপনাকে আল্লাহর ও আত্মীয়তার বন্ধনের দোহাই দিচ্ছি। ফাতেমা বললেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নিজের ওফাতের কথা বলেছেন যে, তাঁর বিদায়ের পালা এসে গেছে। সুতরাং আমি তাঁর বিচ্ছেদে কেঁদেছি। এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার দিকে দৃষ্টি দিয়ে চুপিসারে বললেন যে, আহলে বাইতের মধ্য হতে সর্বপ্রথম আমিই তাঁর সাথে মিলিত হব। তাই আমি তাঁর সাক্ষাতের সুসংবাদে হেঁসে পড়েছি।[৯০]

৯০ তাবরানী, আল-মু'জামুল কবির, ২২শ:৪২০, হাদীস : ১০৩৫

২১শ পরিচ্ছেদ

فَاطِمَةُ سَلَامُ اللهِ عَلَيْهَا شَجْنَةٌ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ

হযরত ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহা নববী বৃক্ষের ফলবান শাখা

٥٩. عَنِ الْمِسْوَرِ، قَالَ : ... قَالَ (رَسُوْلُ اللهِ ﷺ) : «فَاطِمَةُ شُجْنَةٌ مِنِّي يَبْسُطُنِي مَا بَسَطَهَا وَيَقْبِضُنِي مَا قَبَضَهَا».

হযরত মিসওয়ার রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ফাতেমা আমার ফলবান বৃক্ষের শাখা। তার আনন্দ আমাকে আনন্দ দেয় এবং তার বিষণ্নতা আমাকে বিষণ্ন করে তুলে।[৬১]

٦٠. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا رفعه : أَنَا شَجَرَةٌ، وَفَاطِمَةُ حَمْلُهَا، وَعَلِيٌّ لِقَاحُهَا، وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ ثَمَرَتُهَا، وَالْمُحِبُّوْنَ أَهْلَ الْبَيْتِ وُرَقُهَا، مِنَ الْجَنَّةِ حَقًّا حَقًّا.

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুমা হতে মারফূ সূত্রে বর্ণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি একটি বৃক্ষ, ফাতেমা এর ডাল, আলী রাদিআল্লাহু আনহু এর পুষ্পকলি। হাসান ও হুসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমা এর ফল। আর আহলে বাইতদের প্রেমিকরা এর পত্র। এরা সকলেই জান্নাতি। এ কথাটি সত্য! সত্য!!।[৬২]

---

[৬১] ১. আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, ৪:৩৩২
২. আহমদ ইবনে হাম্বল, ফাযায়িলুস সাহাবা, ২:৭৬৫, হাদীস : ১৩৪৭
৩. হাকেম, আল-মুসতাদরাক, ৩:১৬৮, হাদীস : ৪৭৩৪
৪. শায়বানী, আল-আহাদ ওয়াল মাসানী, ৫:৩২৬, হাদীস : ২৯৫৬
৫. তাবরানী, আল-মু'জামুল কবির, ২০:২৫, হাদীস : ৩০
৬. তাবরানী, আল-মু'জামুল কবির, ২২:৪০৫, হাদীস : ১০১৪
৭. হায়সমী, মজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯:২০৩; এতে তিনি বলেন, হাদিসটি তাবরানী বর্ণনা করেছেন এবং উম্মে বকর ইবনে মিসওয়ারের ওপর জরাহ (ত্রুটি চিহ্নিত) করেছেন। কেউ তাকে সিকাহ বলেননি। অথচ এর অবশিষ্ট রাবীদেরকে সিকাহ বলেছেন।
৮. যাহাবী, সি'আরু আলামিন নুবালা, ২:১৩২

[৬২] ১. দায়লমী, আল-ফিরদাউস বি মা'ছুরিল খিতাব, ১:৫২, হাদীস : ১৩৫

২২শ পরিচ্ছেদ

شَهَادَةُ النَّبِيِّ ﷺ لِعِفَّةِ فَاطِمَةَ سَلَامُ اللهِ عَلَيْهَا وَعَرْضُهَا

হযরত ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহার সতীত্বের স্বাক্ষী স্বয়ং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

٦١. عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِنَّ فَاطِمَةَ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، فَحَرَّمَ اللهُ ذُرِّيَّتَهَا عَلَى النَّارِ».

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নিঃসন্দেহে ফাতেমা স্বীয় সতীত্বকে এভাবে সংযম ও হেফাযত করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তার সন্তানদের ওপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিয়েছেন।[৬৩]

٦٢. عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِنَّ فَاطِمَةَ حَصَّنَتْ فَرْجَهَا، وَإِنَّ اللهَ ﷻ أَدْخَلَهَا بِإِحْصَانِ فَرْجِهَا وَذُرِّيَّتَهَا الْجَنَّةَ».

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নিঃসন্দেহে ফাতেমা (সালামুল্লাহি আলাইহা) স্বীয় সতীত্বকে এভাবে সংযম ও হেফাযত করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তার সতীত্বের উছিলায় তাকে এবং তার সন্তানদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন।[৬৪]

---

২. সাখাবী, ইসতিজলাবু ইরতিকায়িল গুরুফ বি-হুব্বি আকরাবায়িল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও জবিশ শরফ, পৃ. ৯৯

[৬৩] ১. বাযযার, আল-মুসনাদ, ৫:২২৩, হাদীস : ১৮২৯
২. হাকেম, আল-মুসতাদরাক, ৩:১৬৫, হাদীস : ৪৭২৬
৩. আবু নায়ীম, হিলয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবকাতুল আসফিয়া, ৪:১৮৮, যাহাবী হাদিসটি মিযানুল ই'তিদাল ফি নকদির রিজাল, ৫:২৬১; এতে তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ হতে মারফু আখ্যা দিয়েছেন।
৪. মুনাবী, ফয়জুল কাদীর, ২:৪৬২

[৬৪] ১. তাবরানী, আল-মু'জামুল কবির, ৩:৪১, হাদীস : ২৬২৫

২৩শ পরিচ্ছেদ

أَمَرَ اللهُ النَّبِيَّ ﷺ لِتَزْوِيْجِ فَاطِمَةَ سَلَامُ اللهِ عَلَيْهَا مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ ﷺ

হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহুর সাথে হযরত ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহার বিয়ের নির্দেশ স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই দিয়েছেন

٦٣. عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مَسْعُودٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أُزَوِّجَ فَاطِمَةَ مِنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا».

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহাকে আলীর সাথে বিয়ে দিই।[৬৫]

٦٤. (قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ) : يَا أَنَسُ! أَتَدْرِيْ مَا جَاءَنِيْ بِهِ جِبْرِيْلُ مِنْ عِنْدِ صَاحِبِ

২. হায়সমী, মজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯:২০৩
৩. মুনাবী, ফয়জুল কদীর, ২:৪৬৩

[৬৫] ১. তাবরানী, আল-মু'জামুল কবির, ১০:১৫৬, হাদীস : ১০৩০৫
২. তাবরানী, আল-মু'জামুল কবির, ২২:৪০৭, হাদীস : ১০২০
৩. হায়সমী, মজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯:২০৪; এতে তিনি বলেছেন, হাদিসটি তাবারানী রিওয়ায়েত করেছেন এবং এর রাবীসমূহ সিকাহ।
৪. হালবী, আল-কাশফুল হাছীছ, ১:১৭৪
৫. হিন্দী, কানযুল উম্মাল, হাদীস : ৩২৮৯১ ও ৩২৯২৯
৬. হিন্দী, কানযুল উম্মাল, হাদীস : ১৩:৩৮১-৬৮২, হাদীস : ৩৭৭৫৩
৭. ইবনে জাওযী, তাযকেরাতুল খাওয়াস, পৃ. ২৭৬; এতে তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা রাদিআল্লাহু আনহু হতে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।
৮. হুসাইনী, আল-বয়ান ওয়াত তা'রিফ, ১:১৭৪, হাদীস : ৪৫৫; এতে তিনি বলেছেন, হাদিসটি ইবনে আসাকির এবং খতিবে বাগদাদী হযরত আনাস ইবনে মালেক রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন।
৯. মুনাবী, ফয়জুল কদীর, ২:২১৫

الْعَرْشِ؟ قَالَ : «إِنَّ اللهَ أَمَرَنِيْ أَنْ أُزَوِّجَ فَاطِمَةَ مِنْ عَلِيٍّ».

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, হে আনাস! তুমি কি জান জিবরাইল আলাইহিস সালাম আমার নিকট আরশের অধিপতির কি সংবাদ নিয়ে এসেছেন? অতঃপর বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন ফাতেমাকে (সালামুল্লাহি আলাইহা) আলীর সাথে বিয়ে দিই।[৬৬]

[৬৬] ১. হুসাইনী, আল-বয়ান ওয়াত তা'রিফ, ২:৩০১, হাদীস : ১৮০৩; এতে তিনি বলেছেন, হাদিসটি কসবীনী, ইবনে আসাকির এবং খতিবে বাগদাদী হযরত আনাস ইবনে মালেক রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন।
২. মুহিব্বে তাবারী, যখায়েরুল উকবা ফি মানাকিবি যবিল কুরবা, পৃ. ৭১

٦٦. عَنْ عَلِيٍّ ﷺ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «أَتَانِيْ مَلِكٌ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامُ، وَيَقُوْلُ لَكَ : إِنِّيْ قَدْ زَوَّجْتُ فَاطِمَةَ ابْنَتَكَ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ فِي الْمَلَأِ الْأَعْلَى، فَزَوِّجْهَا مِنْهُ فِي الْأَرْضِ».

হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার নিকট একজন ফেরেশতা এসে বলল, হে মুহাম্মদ! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সালাম দিয়েছেন এবং বলেছেন : আমি (আল্লাহ) আপনার কন্যা ফাতেমার বিয়ে হযরত আলী ইবনে আবি তালিবের সাথে ফেরেশতাদের একটি বিরাট জামাতে সম্পন্ন করেছি। সুতরাং আপনি ভূ-পৃষ্টেও ফাতেমার নেকাহ আলী রাদিআল্লাহু আনহুর সাথে দিন।[৬৬]

[৬৬] ২. মুহিব্বে তাবারী, যখায়েরুল উকবা ফি মানাকিবি যবিল কুরবা, পৃ. ৭২

২৪শ পরিচ্ছেদ

حَفْلُ زِفَافِ فَاطِمَةَ سَلَامُ اللهِ عَلَيْهَا فِي الْمَلَاءِ الْأَعْلَى وَمَشَارِكَةِ أَرْبَعِيْنَ أَلْفُ مَلَكٌ فِيْهِ

আল্লাহর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত বিশেষ ফেরেশেতা দলের আসরে হযরত ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহার বিয়ের অনুষ্ঠান এবং তাতে চল্লিশ হাজার ফেরেশেতার অংশগ্রহণ

٦٥. عَنْ أَنَسٍ ﷺ، قَالَ : بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ، إِذْ قَالَ ﷺ لِعَلِيٍّ : «هَذَا جِبْرِيْلُ يُخْبِرُنِيْ أَنَّ اللهَ ﷻ زَوَّجَكَ فَاطِمَةَ، وَأَشْهَدَ عَلَى تَزْوِيْجِكَ أَرْبَعِيْنَ أَلْفَ مَلَكٍ، وَأَوْحَيَ إِلَى شَجَرَةِ طُوْبَى أَنْ انْثُرِي عَلَيْهِمِ الدُّرَّ وَالْيَاقُوْتَ فَنَثَرَتْ عَلَيْهِمِ الدُّرَّ وَالْيَاقُوْتَ، فَابْتَدَرَتْ إِلَيْهِ الْحُوْرُ الْعِيْنُ يَلْتَقِطْنَ مِنْ أَطْبَاقِ الدُّرِّ وَالْيَاقُوْتِ، فَهُمْ يَتَهَادُوْنَهُ بَيْنَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

হযরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে আগমন পূর্বক হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহুকে বললেন, ইনি জিবরাইল আলাইহিস সালাম। তিনি আমাকে এ সংবাদ দিচ্ছেন যে, আল্লাহ তা'আলা ফাতেমাকে তোমার সাথে বিয়ে দিয়েছেন এবং তোমাদের বিয়েতে চল্লিশ হাজার ফেরেশতাকে স্বাক্ষী হিসেবে বিয়ের আসরে হাজির করা হয়েছিল। আর 'তুবা' বৃক্ষকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যেন এদের ওপর মুক্তা এবং ইয়াকুত (মূল্যবান পাথর) ছিটায়। অতঃপর চিত্তাকর্ষী নয়নবিশিষ্ট হুরেরা ঐ মুক্তা এবং ইয়াকুত দ্বারা পাত্র পূর্ণ করতে লাগল। যেগুলো তারা কিয়ামত পর্যন্ত পরস্পর হাদিয়া স্বরূপ বিনিময় করবে।[৬৭]

[৬৭] ১. মুহিব্বে তাবারী, আর রিয়াজুন নাদারাহ ফি মানাকিবিল আশারাহ, ৩:১৪৬; এতে তিনি বলেছেন, হাদিসটি মুল্লা আস সিরাহ'তে রিওয়ায়েত করেছেন।

২৫শ পরিচ্ছেদ

دُعَاءُ النَّبِيِّ ﷺ لِفَاطِمَةَ سَلَامُ اللهِ عَلَيْهَا وَذُرِّيَّتِهَا

হযরত ফতেমা সালামুল্লাহি আলাইহা এবং তার পরবর্তী বংশধরদের জন্য হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতের দোয়া

٦٧. عَنْ أَنَسِ بن مَالِكٍ قَالَ : (دَعَا رَسُولَ اللهِ ﷺ لِفَاطِمَةَ) : «اللَّهُمَّ إِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ».

হযরত আনাস ইবনে মালেক রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত,তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমার জন্য বিশেষ দোআ করলেন: হে আল্লাহ! আমি তাকে (স্বীয় কন্যা) এবং তার সন্তানদেরকে অভিশপ্ত শয়তান থেকে আপনার আশ্রয়ে দিচ্ছি।[৬৯]

٦٨. عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، (قَالَ) : فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةَ الْبِنَاءِ، قَالَ : يَا عَلِيُّ! لَا تُحْدِثْ شَيْئًا حَتَّى تَلْقَانِي، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ مِنْهُ ثُمَّ أَفْرَغَهُ عَلَى عَلِيٍّ، فَقَالَ : «اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِمَا، وَبَارِكْ عَلَيْهِمَا، وَبَارِكْ لَهُمَا فِي شِبْلَيْهِمَا».

وَفِي رِوَايَةٍ : «وَبَارِكْ لَهُمَا فِي نَسْلَيْهِمَا».

[৬৯] ১. ইবনে হিব্বান, আস-সহীহ, ১৫:৩৯৪, ৩৯৫, হাদীস : ৬৯৪৪
২. তাবরানী, আল-মু'জামুল কবির, ২২:৪০৯, হাদীস : ১০২১
৩. আহমদ ইবনে হাম্বল, ফাযায়িলুস সাহাবা, ২:৭৬২, হাদীস : ১৩৪২; এতে তিনি হাদিসটি হযরত আসামা ইবনে উমাইস রাদিআল্লাহু আনহু হতে শব্দের সামান্য ভিন্নতায় রিওয়ায়ত করেছেন।
৪. হায়সমী, মওয়ারিদুয জমআন, পৃ. ৫৪৯, ৫৫১, হাদীস : ২২২৫
৫. ইবনে জাওযী, তাযকেরাতুল খাওয়াস, পৃ. ২৭৭; এতে তিনি হাদিসটি সংক্ষেপে রিওয়ায়ত করেছেন।
৬. মুহিব্বে তাবারী, যখায়েরুল উকবা ফি মানাকিবি যবিল কুরবা, পৃ. ৬৭

হযরত বুরাইদা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী ও ফাতেমার বাসর রাতে হযরত আলীকে বললেন, আমার সাক্ষাৎ ব্যতীত কোন কাজ করবেনা। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)পানি তলব করলেন এবং তা দিয়ে ওযু করলেন। এরপর হযরত আলীর ওপর পানি ঢেলে দিয়ে বললেন, হে আল্লাহ! তাদেরকে বরকতময় করুন এবং তাদের ওপর বরকত নাযিল করুন। আর তাদের উভয়ের জন্য তাদের সন্তানদের মধ্যে বরকত দান করুন। হযরত বুরাইদা হতে দ্বিতীয় আরেকটি রেওয়ায়ত হচ্ছে, উভয়ের জন্য তাদের বংশধরদের মধ্যে বরকত দান করুন।[৭০]

[৭০] ১. নাসায়ী, আস-সুনান আল-কুবরা, ৬:৭৬, হাদীস : ১০০৮৮
২. নাসায়ী, আমালুল য়াওম ওয়াল লায়লাহ, পৃ. ২৫৩, হাদীস : ২৫৮
৩. রুয়ানী, আল-মুসনাদ, ১:৭৭, হাদীস : ৩৫
৪. তাবরানী, আল-মু'জামুল কবির, ২:২০, হাদীস : ১১৫৩
৫. ইবনে আসীর, উসুদুল গাবাহ ফি মা'রিফাতিস সাহাবা, ৭:২১৭
৬. ইবনে সা'আদ, আত তাবকাতুল কুবরা, ৮:২১
৭. হায়সমী, মজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯:২০৯; এতে তিনি বলেছেন, হাদিসটি বাযযার ও তাবরানী রিওয়ায়েত করেছেন এবং এর রাবীসমূহ আব্দুল করিম ইবনে সুলাইতেরও রাবী, যাদেরকে ইবনে হিব্বান সিকাহ আখ্যা দিয়েছেন।
৮. আসকালানি, আল-ইসাবাহ ফি তাময়িয সাহাব, ৮:৫৬; এতে তিনি মধ্যে বলেছেন, এই হাদিসটি দুলাবী উত্তম সনদে রিওয়ায়েত করেছেন।
৯. দুলাবী, আয যুরিয়্যাতুত তাহিরাহ, পৃ. ৬৫, হাদীস : ৯৪
১০. মুহিব্বে তাবারী, যখায়েরুল উকবা ফি মানাকিবি যবিল কুরবা, পৃ. ৭৪
১১. মুযী, তাহযিবুল কামাল, ১৭:৭৬; এতে তিনি এই হাদিসটি শব্দের সামান্য ভিন্নতায় রিওয়ায়ত করে বলেছেন, এই হাদিসটি নাসায়ী আমালুল য়াওম ওয়াল লায়লাহর মধ্যে রিওয়ায়ত করেছেন।

২৬শ পরিচ্ছেদ

لَمْ يُؤْذَنْ لِعَلِيٍّ بِزَوَاجٍ ثَانٍ فِيْ حَيَاةِ لِفَاطِمَةَ سَلَامُ اللهِ عَلَيْهَا الزَّهْرَاءِ

হযরত ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহার জীবদ্দশায় হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহুকে দ্বিতীয় বিয়ের অনুমতি দেয়া হয়নি

٦٩. أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَهُوَ يَقُولُ : «إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ، عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَلَا آذَنُ لَهُمْ، ثُمَّ لَا آذَنُ لَهُمْ، ثُمَّ لَا آذَنُ لَهُمْ إِلَّا أَنْ يُحِبَّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِنِّي يَرِيبُنِي مَا رَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا».

হযরত মিসওয়ার ইবনে মাখরামা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বরে এ কথা বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন, হিশাম ইবনে মুগিরাহ তার কন্যাকে আলী রাদিআল্লাহু আনহুর সাথে বিয়ে দেয়ার জন্য (আমার নিকট) অনুমতি প্রার্থনা করেছেন। আমি তাদেরকে অনুমতি দেবনা। (পুনরায়) বললেন, আমি তাদেরকে অনুমতি দেবনা। (আবার বললেন) আমি তাদেরকে অনুমতি দেবনা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথাও বললেন, ফাতেমা আমার শরীরের অংশ। তার বিষণ্নতা আমাকে বিষণ্ন করে তুলে এবং তার কষ্ট আমাকেও কষ্ট দেয়।[৭১]

[৭১] ১. মুসলিম, আস সহীহ, ৪:১৯০২, হাদীস : ২৪৪৯
২. তিরমিযী, আল-জামি আস-সহীহ, ৫:৬৯৮, হাদীস : ৩৮৬৭
৩. আবু দাউদ, আস সুনান, ২:২২৬, হাদীস : ২০৭১
৪. ইবনে মাজা, আস সুনান, ১:৬৪৩, হাদীস : ১৯৯৮
৫. নাসায়ী, আস-সুনান আল-কুবরা, ৫:১৪৭, হাদীস : ৮৫১৮
৬. আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, ৪:৩২৮
৭. আহমদ ইবনে হাম্বল, ফাযায়িলুস সাহাবা, ২:৭৫৬, হাদীস : ১৩২৮
৮. আবু আওয়ানা, আল-মুসনাদ, ৩:৬৯,-৭০, হাদীস : ৪২৩১

٧٠. أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، قَالَ : (قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :) «إِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّي، وَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسُوءَهَا، وَاللهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ».

হযরত মিসওয়ার ইবনে মাখরামা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নিঃসন্দেহে ফাতেমা আমার কলিজার টুকরো। আমি তার অসন্তুষ্টি পছন্দ করিনা। আল্লাহর শপথ! কোন ব্যক্তির নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা এবং আল্লাহর শত্রুর কন্যা একত্রিত হতে পারেনা।[৭২]

৯. বায়হাকী, আস-সুনান আল-কুবরা, ৭:৩০৭
১০. বায়হাকী, আস-সুনান আল-কুবরা, ১০:২৮৮
১১. হাকিম তিরমিযী, নওয়াদিরুল উসূল ফি আহাদিসির রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ৩:১৮৪
১২. আবু নায়ীম, হুলয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবকাতুল আসফিয়া, ৭ম:৩২৫
১৩. ইবনে জাওযী, সিফাতুস সাফওয়া, ২:৭
১৪. মুহিব্বে তাবারী, যখায়েরুল উকবা ফি মানাকিবি যবিল কুরবা, পৃ. ৭৯-৮০
১৫. ইবনে আসীর, উসুদুল গাবাহ ফি মা'রিফাতিস সাহাবা, ৭:২১৭
১৬. শাওকানী, দুররুস সাহাবা ফি মানাকিবিল কারাবাহ ওয়াস সাহাবা, পৃ. ২৭৪

[৭২] ১. বুখারী, আস-সহীহ , ৩:১৩৬৪, হাদীস : ৩৫২৩
২. মুসলিম, আস সহীহ, ৪:১৯০৩, হাদীস : ২৪৪৮
৩. ইবনে মাজা, আস সুনান, ১:৬৪৪, হাদীস : ১৯৯৯
৪. আহমদ ইবনে হাম্বল, ফাযায়িলুস সাহাবা, ২:৭৫৯, হাদীস : ১৩৩৫
৫. ইবনে হিব্বান, আস-সহীহ, ১৫:৪০৭, ৪০৮, ৫৩৫, হাদীস : ৬৯৫৬, ৬৯৫৭, ৭০৬০
৬. তাবরানী, আল-মু'জামুল কবির, ২০:১৮, ১৯, হাদীস : ১৮, ১৯
৭. তাবরানী, আল-মু'জামুল কবির, ২২:৪০৫, হাদীস : ১০১৩
৮. তাবরানী, আল-মু'জাম আস-সগীর, ২:৭৩, হাদীস : ৮০৪
৯. হায়সমী, মজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯:২০৩
১০. দুলাবী, আয যুর্রিয়াতুত তাহিরাহ, পৃ. ৪৭, ৪৮, হাদীস : ৫৬

২৭শ পরিচ্ছেদ

وَرَّثَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْصَافَهُ لِأَبْنَاءِ فَاطِمَةَ سَلَامُ اللهِ عَلَيْهَا الزَّهْرَاءِ

আওলাদে ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহা নববী বৈশিষ্ট্যের উত্তরসূরি

٧١. عَنْ فَاطِمَةَ بِنتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَنَّهَا أَتَتْ بِالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي شَكْوَاهُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ! هَذَانِ ابْنَاكَ فَوَرِّثْهُمَا شَيْئًا، فَقَالَ : أَمَّا الْحَسَنُ فَلَهُ هَيْبَتِي وَسُؤْدُدِي، وَأَمَّا حُسَيْنٌ فَلَهُ جُرْأَتِي وَجُودِي.

হযরত ফাতেমা বিনতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তিম শয্যায় হযরত হাসান ও হুসাইনকে নিয়ে তাঁরই খিদমতে উপস্থিত হলেন এবং আরজ করলেন, হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এরা আপনার সন্তান (নাতি)। তাদেরকে কোন সম্পদের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হাসানের জন্য আমার প্রতাপ ও নেতৃত্ব আর হুসাইনের জন্য হচ্ছে আমার বীরত্ব ও বদান্যতা।[৭৩]

[৭৩] ১. তাবরানী, আল-মু'জামুল কবির, ২২:৪২৩, হাদীস : ১০৪১
২. তাবরানী, আল-মু'জাম আল-আওসাত, ২:২২২-২২৩, হাদীস : ৬২৪৫; এতে তিনি হাদিসটি হযরত আবু রাফে হতে বর্ণনা করেছেন।
৩. শায়বানী, আল-আহাদ ওয়াল মাসানী, ১:২৯৯, হাদীস : ৪০৮
৪. শায়বানী, আল-আহাদ ওয়াল মাসানী, ৫:৩৭০, হাদীস : ২৯৭১
৫. হায়সমী, মজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯:১৮৫; এতে তিনি মধ্যে বলেছেন, হাদিসটি তাবারানী রিওয়ায়েত করেছেন। অথচ এর রাবীকে আমার ধারণা নেই।
৬. আলবানী, আল-ইসাবাহ ফি তামযিয সাহাব, ৭:৬৭৪
৭. আলবানী, তাহযিবুত তাহযিব, ২:২৯৯
৮. মুযী, তাহযিবুল কামাল, ৬:৪০০
৯. হিন্দি, কানযুল উম্মাল, ১২:১১৭, হাদীস : ৩৪২৭২

২৮শ পরিচ্ছেদ

ذُرِّيَّةُ فَاطِمَةَ سَلَامُ اللهِ عَلَيْهَا ذُرِّيَّةُ النَّبِيِّ ﷺ

আওলাদে ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তান

٧٢. عَنْ فَاطِمَةَ بِنتِ حُسَيْنٍ، عَنْ فَاطِمَةَ الْكُبْرَى، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «كُلُّ بَنِي أُمٍّ يَنْتَمُونَ إِلَى عَصَبَةٍ إِلا وَلَدَ فَاطِمَةَ، فَأَنَا وَلِيُّهُمْ وَأَنَا عَصَبَتُهُمْ».

হযরত ফাতেমাতুয যাহরা রাদিআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, প্রত্যেক মায়ের সন্তান স্বীয় পিতার দিকে সম্পর্কিত হয় (কিন্তু) ফাতেমার আওলাদ ব্যতীত। আমিই তাদের অভিভাবক এবং আমিই তাদের পিতৃপুরুষ।[৭৪]

٧٣. عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ : «كُلُّ بَنِي أُنْثَى فَإِنَّ عَصَبَتَهُمْ لأَبِيهِمْ، مَا خَلا وَلَدَ فَاطِمَةَ فَإِنِّي أَنَا عَصَبَتُهُمْ، وَأَنَا أَبُوهُمْ».

[৭৪] ১. তাবরানী, আল-মু'জামুল কবির, ৩:৪৪, হাদীস : ২৬৩২
২. তাবরানী, আল-মু'জামুল কবির, ২২:৪২৩, হাদীস : ১০৪২
৩. আবু ইয়ালা, আল-মুসনাদ, ১২:১০৯, হাদীস : ৬৭৪১
৪. দায়লামী, আল-ফিরদাউস বি মা'ছুরিল খিতাব, ৩:২৬৪, হাদীস : ৪৭৮৭
৫. খতিবে বাগদাদী, তারিখে বাগদাদ, ১১:২৮৫; এতে বর্ণিত হাদিসটিতে ولهم স্থলে أبوهم (তাদের পিতা) শব্দ রয়েছে।
৬. হায়সমী, মজমাউয যাওয়ায়েদ, ৪:২২৪
৭. হায়সমী, মজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯:১৭২-১৭৩
৮. মুযী, তাহযিবুল কামাল, ১৯:৪৮৩
৯. হিন্দি, কানযুল উম্মাল, ১২:১১৬, হাদীস : ৩৪২৬৬
১০. সাখাবী, ইসতিজলাবু ইরতিকায়িল গুরুফ বি-হুব্বি আকরাবায়িল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও জবিস সরফ, পৃ. ১২৯
১১. সুনআনী, সুবুলুস সালাম, ৪:৯৯
১২. মুনাবী, ফয়জুল কাদীর, ৫:১৭
১৩. আজলুনী, কসফুল খেফা ওয়া মাযিলুল ইলবাস, ২:১৫৭, হাদীস : ১৯৬৮

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ কথা বলতে শুনেছি যে, প্রত্যেক মহিলাদের সন্তানদের সম্পর্ক স্বীয় পিতার দিকে হয়ে থাকে কিন্তু আওলাদে ফাতেমা ব্যতীত। আমিই তাদের পিতৃপুরুষ এবং আমিই তাদের পিতা।[৭৫]

٧٤. عَنْ جَابِرٍ ﷺ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «لِكُلِّ بَنِيْ أُمٍّ عَصَبَةٌ يَنْتَمُوْنَ إِلَيْهِمْ إِلَّا ابْنَيْ فَاطِمَةَ فَأَنَا وَلِيُّهُمَا وَعَصَبَتُهُمَا».

হযরত জাবের রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, প্রত্যেক মায়ের সন্তানদের পিতা রয়েছে, যার দিকে তাকে সম্পৃক্ত করা হয়, ফাতেমার সন্তানদ্বয় ব্যতীত। আমিই তাদের অভিভাবক এবং আমিই তাদের পিতৃপুরুষ।[৭৬]

[৭৫] ১. তাবরানী, আল-মু'জামুল কবির, ৩:৪৪, হাদীস : ২৬৩১
২. আহমদ ইবনে হাম্বল, ফাযায়িলুস সাহাবা, ২:৬২৬, হাদীস : ১০৭০
৩. হায়সমী, মজমাউয যাওয়ায়েদ, ৪:২২৪
৪. হায়সমী, মজমাউয যাওয়ায়েদ, ৬:৩০১
৫. সাখাবী, ইসতিজলাবু ইরতিকায়িল গুরুফ বি-হুব্বি আকরাবায়িল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও জবিস সরফ, পৃ. ১২৭; এতে তাবারানী বর্ণনাকৃত রিওয়ায়েতটি নকল করেছেন এবং এর রাবীদেরকে সিকাহ আখ্যা দিয়েছেন।
৬. হুসাইনী, আল-বয়ান ওয়াত তা'রিফ, ২:১৪৪, হাদীস : ১৩১৪
৭. শাওকানী, নাইলুল আওতার শরহু মুনতাকাল আখবার, ৬:১৩৯
৮. মুনাবী, ফয়জুল কাদীর, ৫:১৭

[৭৬] ১. হাকেম, আল-মুসতাদরাক, ৩:১৭৯, হাদীস : ৪৭৭০
২. সাখাবী, ইসতিজলাবু ইরতিকায়িল গুরুফ বি-হুব্বি আকরাবায়িল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও জবিশ শরফ,পৃ. ৩০

২৯শ পরিচ্ছেদ

يَنْقَطِعُ كُلُّ نَسَبٍ وَسَبَبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ نَسَبَ فَاطِمَةَ سَلَامُ اللهِ وَسَبَبَهَا

হাশরের দিন হযরত ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহার নসব ব্যতীত অন্য সব নসব ছিন্ন হয়ে যাবে

٧٥. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ : «كُلُّ نَسَبٍ وَسَبَبٍ يَنْقَطِعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ نَسَبِي وَسَبَبِي».

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ কথা বলতে শুনেছি যে, আমার পিতৃত্ব ও সম্পর্ক ব্যতীত কিয়ামতের দিন অন্য সব পিতৃত্ব ও সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে।[৭৭]

[৭৭] ১. হাকেম, আল-মুসতাদরাক, ৩:১৫৩, হাদীস : ৪৬৮৪
২. আহমদ ইবনে হাম্বল, ফাযায়িলুস সাহাবা, ২:৬২৫,৬২৬, হাদীস : ১০৬৯, ১০৭০
৩. আহমদ ইবনে হাম্বল, ফাযায়িলুস সাহাবা, ২:৭৫৮, হাদীস : ১৩৩৩; এতে তিনি হাদিসটি মিসওয়ার ইবনে মাখরামা হতে রিওয়ায়েত করেছেন।
৪. বাযযার, আল-মুসনাদ, ১:৩৯৭, হাদীস : ২৭৪
৫. তাবরানী, আল-মু'জামুল কবির, ৩:৪৪, ৪৫, হাদীস : ২৬৩৩, ২৬৩৪
৬. তাবরানী, আল-মু'জাম আল-আওসাত, ৫:৩৭৬, হাদীস : ৫৬০৬
৭. তাবরানী, আল-মু'জাম আল-আওসাত, ৬:৩৫৭, হাদীস : ৬৬০৯
৮. দায়লমী, আল-ফিরদাউস বি মা'ছুরিল খিতাব, ৩:২৫৫, হাদীস : ৪৭৫৫
৯. মুকাদ্দেসী, আল-আহাদিসুল মুখতারা, ১:১৯৮, হাদীস : ১০২
১০. হায়সমী, মজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯:১৭৩; এতে তিনি বলেছেন, হাদিসটি তাবারানী আল-আওসাত এবং আল-কবিরের মধ্যে রিওয়ায়েত করেছেন এবং এর রাবীসমূহ সিকাহ।
১১. আবদুর রাজ্জাক, আল-মুসান্নাফ, ৬:১৬৩, ১৬৪, হাদীস : ১০৩৫৪
১২. বায়হাকী, আস সুনানুল কুবরা, ৭:৬৩, ৬৪, ১১৪
১৩. ইবনে সা'আদ, আত তাবকাতুল কুবরা, ৮:৪৬৩
১৪. দুলাবী, আয যুর্য়িয়াতুত তাহিরাহ, পৃ. ১১৫, ১১৬
১৫. আবু নায়ীম, হিলয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবকাতুল আসফিয়া, ৭:৩১৪
১৬. খতীবে বাগদাদ, তারিখে বাগদাদ, ৬:১৮২
১৭. ইবনে কাছীর, তাফসিরুল কুরআনিল আযিম, ৩:২৫৬
১৮. সাখাবী, ইসতিজলাবু ইরতিকায়িল গুরুফ বি-হুব্বি আকরাবায়িল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও জবিশ শরফ ,পৃ. ১২৬, ১২৭ ও ১২৮

٧٦. عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «كُلُّ نَسَبٍ وَصِهْرٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلا نَسَبِي وَصِهْرِي».

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার পিতৃত্ব ও সম্পর্ক ব্যতীত কিয়ামতের দিন অন্য সব পিতৃত্ব ও সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে।[৭৮]

٧٧. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ : «كُلُّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلا سَبَبِي ونَسَبِي».

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার পিতৃত্ব ও সম্পর্ক ব্যতীত কিয়ামতের দিন অন্য সব পিতৃত্ব ও সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে।[৭৯]

১৯. হুসাইনী, আল-বয়ান ওয়াত তা'রিফ, ১:২০৫, হাদীস : ১৩১৬

[৭৮] ১. তাবরানী, আল-মু'জাম আল-আওসাত, ৪:২৫৭, হাদীস : ৪১৩২
২. তাবরানী, আল-মু'জামুল কবির, ১১:২৪৩, হাদীস : ১১৬২১; এতে তিনি এই অর্থের হাদিস হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন।
৩. তাবরানী, আল-মু'জামুল কবির, ২০:২৭, হাদীস : ৩৩; এতে তিনি হযরত মিসওয়ার ইবনে মাখরামা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদিসও বয়ান করেছেন।
৪. হিলাল, আস সুন্নাহ, ২:৪৩৩ ও ৬৫৫; এতে তিনি মধ্যে হযরত মিসওয়ার ইবনে মাখরামা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদিসের সনদকে হাসান আখ্যা দিয়েছেন।
৫. খতীবে বাগদাদ, তারিখে বাগদাদ, ১০:২৭১; এতে তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু রিওয়ায়েত করেছেন।
৬. হায়সমী, মজমাউয যাওয়ায়েদ, ১০:১৭
৭. আসকালানী, তালখিসুল খবীর, ৩:১৪৩, হাদীস : ১৪৭৭

[৭৯] ১. তাবরানী, আল-মু'জামুল কবির, ১১:২৪৩, হাদীস : ১১৬২১
২. হায়সমী, মজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯:১৭৩; এতে তিনি বলেছেন, হাদিসটি তাবারানী রিওয়ায়েত করেছেন এবং এর রাবীসমূহ সিকাহ।
৩. খতীবে বাগদাদ, তারিখে বাগদাদ, ১০:২৭১
৪. সাখাবী, ইসতিজলাবু ইরতিকায়িল গুরুফ বি-হুব্বি আকরাবায়িল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও জবিশ শরফ, পৃ. ১৩৩

৩০শ পরিচ্ছেদ

إِنَّهَا أَوَّلُ أَهْلِ النَّبِيِّ ﷺ لُحُوْقًا بِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তর্ধানের পর হযরত ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহাই সর্বপ্রথম তাঁর সাথে মিলিত হবেন

٧٨. عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ : دَعَا النَّبِيُّ ﷺ فَاطِمَةَ ابْنَتَهُ فِي شَكْوَاهُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ، فَسَارَّهَا بِشَيْءٍ فَبَكَتْ، ثُمَّ دَعَاهَا، فَسَارَّهَا فَضَحِكَتْ، قَالَتْ فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَتْ : سَارَّنِي النَّبِيُّ ﷺ فَأَخْبَرَنِي : «أَنَّهُ يُقْبَضُ فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ»، فَبَكَيْتُ، ثُمَّ سَارَّنِي فَأَخْبَرَنِي : «أَنِّي أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِهِ أَتْبَعُهُ فَضَحِكْتُ».

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের বিদায়শয্যায় স্বীয় কন্যা ফাতেমাকে ডাকলেন অতঃপর তাঁকে চুপিসারে কিছু বললে তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। এরপর তাঁকে আরো নিকটে ডেকে কিছু বললে তিনি হেঁসে পড়েন। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন, এ ব্যাপারে আমি হযরত ফাতেমাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কানে কানে বললেন যে, এই রোগেই তাঁর অন্তর্ধান হবে। এতে আমি কাঁদতে লাগলাম। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপিসারে বললেন : আমার পরিবারের মধ্য হতে সর্বপ্রথম তুমিই আমার পরে আসবে। এতে আমি হেঁসে পড়েছি।[৮০]

[৮০] ১. বুখারী, আস-সহীহ, ৩:১৩২৭, ১৩৬১, হাদীস : ৩৪২৭, ৩৫১১
২. বুখারী, আস-সহীহ, ৪:১৬১২, হাদীস : ৪১৭০
৩. মুসলিম, আস সহীহ, ৪:১৯০৪, হাদীস : ২৪৫০
৪. নাসায়ী, আস-সুনান আল-কুবরা, ৫:৯৫৭, হাদীস : ৮৩৬৬
৫. নাসায়ী, ফাযায়িলুস সাহাবা, পৃ. ৭৭, হাদীস : ২৬২
৬. আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, ৬:২৪০, ২৮২
৭. আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, ৬:২৮৩; এতে তিনি মধ্যে এই হাদিসটি হযরত জাফর ইবনে আমর ইবনে উমাইয়া রাদিআল্লাহু আনহু হতেও রিওয়ায়েত করেছেন।

৭৯. عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ لَهَا : «أَنْتِ أَوَّلُ أَهْلِي لُحُوقًا بِي فَضَحِكَتْ لِذَلِكَ».

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা হযরত ফাতেমার সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, আমার পরিবারবর্গ হতে (আমার অন্তর্ধানের পর) তুমিই সর্বপ্রথম আমার সাথে মিলিত হবে। তখন আমি আনন্দে হেঁসে পড়েছি।[৮১]

৮০ عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِفَاطِمَةَ : «أَنْتِ أَوَّلُ أَهْلِي لُحُوْقًا بِي».

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমাকে বললেন, আমার পরিবারবর্গ হতে (আমার অন্তর্ধানের পর) তুমিই সর্বপ্রথম আমার সাথে মিলিত হবে।[৮২]

৮১. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ﴾ [النصر ١١٠:١] دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاطِمَةَ فَقَالَ : «قَدْ نُعِيَتْ إِلَيَّ نَفْسِي». فَبَكَتْ فَقَالَ : «لاَ تَبْكِي، فَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِي لاَحِقٌ بِي». فَضَحِكَتْ فَرَآهَا بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْنَ : يَا فَاطِمَةُ! رَأَيْنَاكِ بَكَيْتِ ثُمَّ ضَحِكْتِ. قَالَتْ : إِنَّهُ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ قَدْ نُعِيَتْ إِلَيْهِ نَفْسُهُ فَبَكَيْتُ، فَقَالَ لِي :«لاَ تَبْكِي، فَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِي لاَحِقٌ بِي». فَضَحِكْتُ.

৮. আহমদ ইবনে হাম্বল, ফাযায়িলুস সাহাবা, ২:৭৫৪, হাদীস : ১৩২২
৯. ইবনে হিব্বান, আস-সহীহ, ১৫:৪০৪, হাদীস : ৬৯৫৪
১০. ইবনে আবী শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ৬:৩৮৮, হাদীস : ৩২৭০
১১. আবু ইয়ালা, আল-মুসনাদ, ১২:১২২, হাদীস : ৬৭৫৫
১২. হাকিম তিরমিযী, নওয়াদিরুল উসূল ফি আহাদিসির রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ৩:১৮২
১৩. তাবরানী, আল-মু'জামুল কবির, ২২:৪২১, হাদীস : ১০৩৭
১৪. ইবনে সা'আদ, আত তাবকাতুল কুবরা, ২:২৪৭
১৫. যাহাবী, সি'আরু আলামিন নুবালা, ২:১৩১

[৮১] ১. ইবনে আবী শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ৭:২৬৯, হাদীস : ৩৫৯৮০
২. শায়বানী, আল-আহাদ ওয়াল মাসানী, ৫:৩৫৭-৩৫৮ হাদীস : ২৯৪২ ও ২৯৪৫

[৮২] ১. আহমদ ইবনে হাম্বল, ফাযায়িলুস সাহাবা, ২:৭৬৪, হাদীস : ১৩৪৫
২. আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-ইলাল ওয়া মা'রিফাতুর রিজাল, ২:৪০৭, হাদীস : ২৮২৮; এতে তিনি জাফর ইবনে ওমর ইবনে উমাইয়া হতেও রিওয়ায়েত করেছেন।
৩. আবু নায়ীম, হুলয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবকাতুল আসফিয়া, ২:৪০

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, যখন কুরআন মজীদের এ আয়াত 'যখন আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ও বিজয় এসে গেছে' অবতীর্ণ হল তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ফাতেমাকে ডেকে বললেন, আমার বিদায়ের সংবাদ এসে গেছে। এতে তিনি (ফাতেমা) কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কেঁদো না, নিঃসন্দেহে তুমিই আমার পরিবারবর্গদের মধ্য হতে সর্বপ্রথম আমার সাথে মিলিত হবে। এতে সে হেসে পড়ল। এ ঘটনা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতিপয় বিবিগণও দেখলেন। তাঁরা বললেন, হে ফাতেমা! (কি ঘটল) আমরা প্রথমে তোমাকে কাঁদতে দেখলাম এবং পরে দেখলাম হাঁসছেন!তিনি বললেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন, আমার বিদায়ের পালা এসে গেছে, এতে আমি কেঁদেছি। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, কেঁদো না, তুমিই সর্বপ্রথম আমার পরিবারবর্গ হতে আমার সাথে মিলিত হবে। এতে আমি হেঁসে পড়েছি।[৮৩]

[৮৩] ১. দারমী, আস-সুনান, ১:১৫১, হাদীস : ৭৯
২. ইবনে কসীর, তাফসিরুল কুরআনিল আযীম, ৪:৫৬১

৩১শ পরিচ্ছেদ

إِنَّهَا عَلِمَتْ بِوَفَاتِهَا

হযরত ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা নিজ ওফাত সম্পর্কে জানতেন

٨٢. عَنْ أُمِّ سَلْمَى، قَالَتِ : اشْتَكَتْ فَاطِمَةُ شَكْوَاهَا الَّتِى قُبِضَتْ فِيهِ، فَكُنْتُ أُمَرِّضُهَا فَأَصْبَحَتْ يَوْماً كَأَمْثَلِ مَا رَأَيْتُهَا فِى شَكْوَاهَا تِلْكَ. قَالَتْ : وَخَرَجَ عَلِيٌّ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ، فَقَالَتْ : يَا أُمَّهِ! اسْكُبِى لِى غُسْلاً. فَسَكَبْتُ لَهَا غُسْلاً فَاغْتَسَلَتْ كَأَحْسَنِ مَا رَأَيْتُهَا تَغْتَسِلُ، ثُمَّ قَالَتْ : يَا أُمَّهْ! أَعْطِينِى ثِيَابِىَ الْجُدُدَ. فَأَعْطَيْتُهَا فَلَبِسَتْهَا، ثُمَّ قَالَتْ : يَا أُمَّهْ! قَدِّمِى لِى فِرَاشِى وَسَطَ الْبَيْتِ. فَفَعَلْتُ وَاضْطَجَعَتْ وَاسْتَقْبَلَتِ الْقِبْلَةَ وَجَعَلَتْ يَدَهَا تَحْتَ خَدِّهَا، ثُمَّ قَالَتْ : يَا أُمَّهْ! إِنِّى مَقْبُوضَةٌ الآنَ وَقَدْ تَطَهَّرْتُ، فَلاَ يَكْشِفُنِى أَحَدٌ. فَقُبِضَتْ مَكَانَهَا. قَالَتْ فَجَاءَ عَلِيٌّ فَأَخْبَرْتُهُ.

হযরত উম্মে সালমা রাদিআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ফাতেমার (সালামুল্লাহি আলাইহা) অন্তিম শয্যায় আমি তাঁর সেবা করতাম। অসুস্থতার এ পুরো সময়ে আমার দেখা মতে একদিন সকালে তাঁর অবস্থা কিছুটা উন্নতি হয়েছিল। হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু কোন কাজে বাইরে গিয়েছিলেন। ফাতেমা বললেন, হে আম্মা? আমার গোসলের জন্য পানির ব্যবস্থা করুন। আমি পানির ব্যবস্থা করলাম। আমার দেখা মতে তিনি খুবই ভালমতে গোসল সেরেছেন। অতঃপর বললেন, হে আম্মা! আমাকে নতুন পোষাক দিন! আমি দিলাম তিনি পরিধান করলেন। (এরপর) তিনি বললেন স্বীয় বিছানা কামরার মাঝখানে করার জন্য। আমি তা করার পর তিনি কিবলামূখী হয়ে শুয়ে

গেলেন। হাত রাখলেন গালের ওপর। অতঃপর বললেন, হে আম্মা! এখন আমার ওফাত হবে। আমি পবিত্রতা অর্জন করেছি। সুতরাং কেউ যেন আমাকে বস্ত্রহীন না করে। অতঃপর এ স্থানে তাঁর ওফাত হয়ে গেল। উম্মে সালমা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন, অতঃপর হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু আগমন করলে আমি তাঁকে হযরত ফাতেমার ওফাত-সংবাদ দিই।[৮৪]

[৮৪] ১. আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, ৬:৪৬১-৪৬২
২. আহমদ ইবনে হাম্বল, ফাযায়িলুস সাহাবা, ২:৬২৯ ও ৭২৫, হাদীস : ১০৭৪ ও ১২৪৩
৩. দুলাবী, আয-যুর্রিয়্যাতুত তাহিরাহ, পৃ. ১১৩
৪. হায়সমী, মজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯ম:২১১
৫. জায়লয়ী, নাসবুর রায়া, ২:২৫০
৬. মুহিব্বে তাবারী, যখায়েরুল উকবা ফি মানাকিবি যবিল কুরবা, পৃ. ১০৩
৭. ইবনে আসীর, উছদুল গাবাহ ফি মা'রিফাতিস সাহাবা, ৭:২২১

৩২শ পরিচ্ছেদ

غَضَّ أَهْلَ الْجَمْعِ أَبْصَارَهَا عِنْدَ مُرُوْرِ

فَاطِمَةَ سَلَامُ اللهِ عَلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِكْرَامًا لَّهَا

কিয়ামতের দিন হযরত ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহার আগমনে উপস্থিত সকলে স্বীয় দৃষ্টি অবনত করে নেবে

٨٣. عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ : يَا أَهْلَ الْجَمْعِ! غُضُّوا أَبْصَارَكُمْ عَنْ فَاطِمَةَ ﷺ بِنْتَ مُحَمَّدٍ ﷺ حَتَّى تَمُرَّ».

হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ কথা বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন একজন আহবানকারী পর্দার অন্তরাল হতে ডাক দিবেন যে, হে আহলে মাহশার! (হাশরের ময়দানের সকল উপস্থিতি) নিজেদের দৃষ্টি অবনত করে নাও, যাতে ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতিক্রম করে (বেহেশতের দিকে চলে) যায়।[৮৫]

٨٤. عَنْ عَلِيٍّ ﷺ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، قِيلَ : يَا أَهْلَ الْجَمْعِ! غُضُّوا أَبْصَارَكُمْ لِتَمُرَّ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ ﷺ فَتَمُرَّ، وَعَلَيْهَا رِيطَتَانِ خَضْرَاوَانِ.

[৮৫] ১. হাকেম, আল-মুসতাদরক, ৩:১৬৬, হাদীস : ৪৭২৮
২. মুহিব্বে তাবারী, যখায়েরুল উকবা ফি মানাকিবি যবিল কুরবা, পৃ. ৯৪
৩. ইবনে আসীর, উসুদুল গাবাহ ফি মা'রিফাতিস সাহাবা, ৭:২২০
৪. আজলুনী, কশফুল খেফা ওয়া মাযিলুল ইলবাহ, ১:১০১, হাদীস : ২৬৩

قَالَ أَبُوْ مُسْلِمٍ : قَالَ لِيْ أَبُوْ قِلَابَةُ وَكَانَ مَعَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ أَنَّهُ، قَالَ : حَمْرَاوَانِ.

হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন বলা হবে যে, হে আহলে মাহশার! (হাশরের ময়দানের সকল উপস্থিতি) নিজেদের দৃষ্টি অবনত করে নাও, যাতে ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পথ অতিক্রম করে (চলে) যায় । তখন তিনি দুটি সবুজ চাদর মুড়িয়ে চলে যাবেন ।

আবু মুসলিম বলেন, আমাকে কিলাবা বলেছেন এবং আমাদের সাথে আবদুল হামিদও ছিলেন; হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, হযরত ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা দুটি লাল চাদর মুড়িয়ে পথ অতিক্রম করে যাবেন।[৮৬]

٨٥. عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «يُنَادِي مُنَادٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُضُّوا أَبْصَارَكُمْ حَتَّى تَمُرَّ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ ﷺ».

হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন একজন আহবানকারী বলবেন, নিজেদের দৃষ্টি অবনত করে নাও যাতে ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পথ অতিক্রম করে যায়।[৮৭]

٨٦. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : « إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ مِنْ بُطْنَانِ الْعَرْشِ، أَيُّهَا النَّاسُ! غُضُّوا أَبْصَارَكُمْ حَتَّى تَجُوْزَ فَاطِمَةُ إِلَى الْجَنَّةِ».

[৮৬] ১. হাকেম, আল-মুসতাদরাক, ৩:১৭৬, হাদীস : ৪৭৫৭
২. আহমদ ইবনে হাম্বল, ফাযায়িলুস সাহাবা, ২:৭৬৩, হাদীস : ১৩৪৪
৩. তাবরানী, আল-মু'জামুল কবির, ১:১০৮, হাদীস : ১৮০
৪. তাবরানী, আল-মু'জামুল কবির, ২২:৪০০, হাদীস : ৯৯৯
৫. তাবরানী, আল-মু'জাম আল-আওসাত, ৩:৩৫, হাদীস : ২৩৮৬
৬. হায়সামী, মজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯:২১২

[৮৭] ১. খতীবে বাগদাদী, তারিখে বাগদাদ, ৮:১৪২
২. মুহিব্বে তাবারী, যখায়েরুল উকবা ফি মানাকিবি যবিল কুরবা, পৃ. ৯৪

হযরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু হতে মারফু সূত্রে বর্ণিত, কিয়ামতের দিন আরশের কেন্দ্রস্থল হতে একজন আহবানকারী ডাক দিবেন যে, হে আহলে মাহশার! নিজেদের মস্তক ও দৃষ্টি অবনত করে নাও যাতে ফাতেমা (সালামুল্লাহি আলাইহা) জান্নাতের দিকে যেতে পারে।[৮৮]

[৮৮] ১. আজলুনী, কশফুল খেফা ওয়া মাযিলুল ইলবাছ, ১:১০১, হাদীস : ২৬৩
২. হিন্দি, কানযুল উম্মাল, ১২:১০৬, হাদীস : ৩৪২১১
৩. হিন্দি, কানযুল উম্মাল, ১২:১০৬, হাদীস : ৩৪২১০; এতে তিনি বলেন, হাদিসটি আবু বকর, আল-গায়লানিয়াতে হযরত আবু আয়ুব আনসারী হতে কর্ণনা করেছেন।
৪. খতীবে বাগদাদী, তারিখে বাগদাদ, ৮:১৪১; এতে তিনি শব্দের সামান্য ভিন্নতায় হাদিসটি হযরত আয়েশা হতে রিওয়ায়েত করেছেন।
৫. হায়সমী, আস সওয়ায়িকুল মুহরিকা, ২:৫৫৭; এতে তিনি বলেন, হাদিসটি আবু বকর আল-গায়লানিয়াতে রিওয়ায়েত করেছেন।

৩৩শ পরিচ্ছেদ

مَنْظَرُ مَرُوْرِ فَاطِمَةَ سَلَامُ اللهِ عَلَيْهَا عَلَي الصِّرَاطِ
مَعَ سَبْعِيْنَ أَلْفَ جَارِيَةٍ مِنَ الْحَوَارِ الْعَيْنِ

হযরত ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহার সত্তর হাজার হুর সমভিব্যহারে পুলসিরাত অতিক্রম করার দৃশ্য

٨٧. عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ : «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادَىٰ مُنَادٍ مِنْ بُطْنَانِ الْعَرْشِ : يَا أَهْلَ الْجَمْعِ! نَكِّسُوا رُؤُوْسَكُمْ وَغُضُّوْا أَبْصَارَكُمْ حَتَّى تَمُرَّ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ عَلَى الصِّرَاطِ فَتَمُرُّ مَعَ سَبْعِيْنَ أَلْفَ جَارِيَةٍ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ كَمَرِّ الْبَرْقِ اللَّامِعِ».

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন আরশের কেন্দ্রস্থল হতে একজন আহবানকারী এ মর্মে ডাক দেবেন যে, হে আহলে মাহশার! নিজেদের মস্তক ও দৃষ্টি অবনত করে নাও যাতে ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুলসিরাত অতিক্রম করে যান। অতঃপর তিনি পুলসিরাত অতিক্রম করে যাবেন আর তাঁর সাথে বিজলীর ন্যায় আলোকিত সত্তর হাজার ডাগর নয়না হুর খাদেম হিসেবে থাকবে।[৮৯]

[৮৯] ১. মুহিব্বে তাবারী, যখায়েরুল উকবা ফি মানাকিবি যবিল কুরবা, পৃ. ৯৪; এতে তিনি বলেছেন, হাদিসটি হাফেজ আবু সাঈদ নাক্কাস ফাওয়ায়েদুল ইরাকিয়্যিনে রিওয়ায়ত করেছেন।
২. হিন্দি, কানযুল উম্মাল, ১২:১০৫-১০৬, হাদীস : ৩৪২০৯ ও ৩৪২১০
৩. ইবনে জাওযী তাযকেরাতুল খাওয়াস, পৃ. ২৭৯; এতে তিনি সামান্য ভিন্ন শব্দে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিআল্লাহু আনহু হতে রিওয়ায়েত করেছেন।
৪. হায়সমী, আস-সওয়ায়িকুল মুহরিকা, ২:৫৫৭; এতে তিনি বলেন, হাদিসটি আবু বকর, আল-গায়লানিয়াত, এ রিওয়ায়ত করেছেন।
৫. মুনাবী, ফয়জুল কদীর, ১:৪২০, ৪২৯

٨٨. عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «تُحْشَرُ إِبْنَتِيْ فَاطِمَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا حُلَّةُ الْكَرَامَةِ قَدْ عُجِنَتْ بِمَاءِ الْحَيْوَانِ، فَتَنْظُرُ إِلَيْهَا الْخَلَائِقُ، فَيَتَعَجَّبُوْنَ مِنْهَا، ثُمَّ تُكْسَى حُلَّةً مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ عَلَى أَلْفِ حُلَّةٍ مَكْتُوْبٍ بِخَطٍ أَخْضَرَ : أُدْخُلُوْا ابْنَةَ مُحَمَّدٍ ﷺ الْجَنَّةَ عَلَى أَحْسَنِ صُوْرَةٍ وَأَكْمَلِ هَيْبَةٍ وَأَتَمِّ كَرَامَةٍ وَأَوْفَرِ حَظٍ، فَتُزَفُّ إِلَى الْجَنَّةِ كَالْعُرُوْسِ حَوْلَهَا سَبْعُوْنَ أَلْفَ جَارِيَةٍ».

হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার কন্যা কিয়ামতের দিন এভাবে উঠবে যে, তার শরীরে ইজ্জত-সম্মানের চাদর থাকবে যাকে আবে হায়াতের (প্রাণ সঞ্জীবনি পানি) দ্বারা ধোয়া হয়েছে। সকল সৃষ্টি তা দেখে বিস্মিত হয়ে যাবে। অতঃপর তাকে জান্নাতি পোশাক পরিধান করানো হবে যার প্রত্যেকটি জোড়া হবে হাজারো জোড়ার সমষ্টি। প্রত্যেকটির ওপর সবুজ রেখায় লিখিত থাকবে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যাকে অপরূপ আকৃতি, পূর্ণাঙ্গ প্রতাপ এবং মহা সম্মান ও ইজ্জতের সঙ্গে জান্নাতে নিয়ে যাও। সুতরাং তাকে নববধূর মত সজ্জিত করে সত্তর হাজার দাসী সমভিব্যহারে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।[৯০]

[৯০] মুহিব্বে তাবারী, যখায়েরুল উকবা ফি মানাকিবি যবিল কুরবা, পৃ. ৯৫

৩৪শ পরিচ্ছেদ

تُحْمَلُ فَاطِمَةُ سَلَامُ اللهِ عَلَيْهَا عَلَى نَاقَةِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

কিয়ামতের দিন হযরত ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সওয়ারীর ওপর আরোহণ করবেন

٨٩. عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ حُمِلْتُ عَلَى الْبَرَاقِ وَحُمِلَتْ فَاطِمَةُ عَلَى نَاقَةِ الْعِضْبَاءِ».

হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন আমাকে বোরাক ও ফাতেমাকে আমার সওয়ারী 'ইদবা'র ওপর উপবেশন করানো হবে।[৯১]

٩٠. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «تُبْعَثُ الْأَنْبِيَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى الدَّوَابِّ لِيُوَافُوْا بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ قَوْمِهِمِ الْمَحْشَرِ، وَيُبْعَثُ صَالِحٌ عَلَى نَاقَتِهِ، وَأُبْعَثُ عَلَى الْبُرَاقِ خَطْوُهَا عِنْدَ أَقْصَى طَرْفِهَا وَتُبْعَثُ فَاطِمَةُ أَمَامِيْ».

হযরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন আম্বিয়া কিরাম সওয়ারীর জন্তুর ওপর আরোহণ করে নিজ নিজ উম্মতের মুসলমানদের সাথে হাশরের মাঠে তাশরিফ নিবেন। সালেহ আলাইহিস সালাম স্বীয় উটনির ওপর আরোহণ করে তাশরিফ আনবেন এবং আমাকে বোরাকের ওপর আরোহণ করানো হবে যার প্রতিটি কদম পড়বে তার দৃষ্টির প্রান্ত সীমায়। আর ফাতেমা হবে আমার অগ্রবর্তী।[৯২]

[৯১] ইবনে আসাকির, তারিখে দমশক আল-কবির, ১০:৩৫৩

[৯২] হাকেম, আল-মুসতাদরক, ৩:১৬৬, হাদীস : ৪৭২৭; এতে তিনি বলেছেন, হাদিসটি ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ।

٩١. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ ...، قَالَ مَعَاذُ بْنِ جَبَلٍ : يَا رَسُوْلَ اللهِ وَأَنْتَ عَلَى الْعِضْبَاءِ؟ قَالَ : «أَنَا عَلَى الْبُرَاقِ يَخُصُّنِيَ اللهُ بِهِ مِنْ بَيْنِ الْأَنْبِيَاءِ وَفَاطِمَةَ ابْنَتِيْ عَلَى الْعِضْبَاءِ».

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুরায়দা রাদিআল্লাহু আনহু তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি ইদবার ওপর সওয়ার থাকবেন? তিনি বলেন, আমি সওয়ার হবো বুরাকে; নবীদের মাঝে আল্লাহ তা'আলা এটি আমার সাথে নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। আর হযরত ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা সওয়ার হবে ইদবার ওপর।[৯৩]

[৯৩] ১. ইবনে আসাকির, তারিখে দিমশক আল-কাবির, ১০ম:৩৫২, ৩৫৩
২. হিন্দি, কানযুল উম্মাল, ১১:৪৯৯, হাদীস : ৩২৩৪০; এতে তিনি বলেছেন, হাদিসটি আবু নায়ীম এবং ইবনে আসাকির রিওয়ায়ত করেছেন।

৩৫শ পরিচ্ছেদ

فَاطِمَةُ سَلَامُ اللهِ عَلَيْهَا عَلَاقَةٌ لِّمِيْزَانِ الْآخِرَةِ

হযরত ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহা হচ্ছেন আখেরাতের পাল্লার দস্তা

٩٢. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَا مِيْزَابُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ كَفَّتَاهُ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ خُيُوْطُهُ وَفَاطِمَةُ عَلَاقَتُهُ وَالْأَئِمَّةُ مِنْ أُمَّتِيْ عُمُوْدُهُ يُوْزَنُ أَعْمَالُ الْمُحِبِّيْنَ لَنَا وَالْمُبْغِضِيْنَ لَنَا.

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি ইলমের পাল্লা, আলী তার বাটখারা, হাসান ও হুসাইন রশি, ফাতেমা দস্তা এবং আমার পরবর্তী সকল পবিত্র ইমামগণ তার খুটি যার মাধ্যমে আমাদের সাথে ভালবাসা পোষণকারীদের ও শত্রুদের আমল পরিমাপ করা হবে।[৯৪]

[৯৪] ১. দায়লমী, আল-ফিরদাউস বি মা'ছুরিল খিতাব, ১:৪৪, হাদীস : ১০৭
২. আজলুনী, কশফুল খিফা ওয়া মাযিলুল ইলবাস, ১:২৩৬; এতে তিনি বলেছেন, হাদিসটি দায়লমী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুমা হতে মারফু সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

৩৬শ পরিচ্ছেদ

أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ
فَاطِمَةُ سَلَامُ اللهِ عَلَيْهَا وَزَوْجُهَا وَابْنَاهَا

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হযরত ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহা এবং তাঁর পরিবার সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে

٩٣. عَنْ عَلِيٍّ ﷺ، قَالَ : أَخْبَرَنِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «إِنَّ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَنَا وَفَاطِمَةُ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ». قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ فَمُحِبُّوْنَا؟ قَالَ : «مِنْ وَرَائِكُمْ».

হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, আমাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশকারীদের মধ্যে হবেন আমি, ফাতেমা, হাসান ও হুসাইন। আমি আরজ করলাম, হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সাথে ভালবাসা পোষণকারীরা কোথায় হবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের পশ্চাতে হবে।[৯৫]

٩٤. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «أَوَّلُ شَخْصٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَاطِمَةُ».

হযরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

[৯৫] ১. হাকেম, আল-মুসতাদরক, ৩:১৬৪, হাদীস : ৪৭৩২
২. ইবনে আসাকির, তারিখে দিমশক আল-কাবির, ১৪:১৭৩
৩. হিন্দি, কানযুল উম্মাল,১২শ:৯৮, হাদীস : ৩৪১৬৬
৪. হায়সমী, আস-সওয়ায়িকুল মুহরিকা, ২:৪৪৮; এতে তিনি বলেছেন, হাদিসটি ইবনে সা'আদ রিওয়ায়ত করেছেন।
৫. মুহিব্বে তাবারী, যখায়েরুল উকবা ফি মানাকিবি যবিল কুরবা, পৃ. ২১৪

ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, জান্নাতের সর্বপ্রথম প্রবেশকারী সত্ত্বা হবেন ফাতেমা।[৯৬]

٩٥. عَنْ أَبِي يَزِيْدَ الْمَدَنِيِّ، سَمِعَ، يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : « أَوَّلُ شَخْصٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَمِثْلُهَا فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ مِثْلَ مَرْيَمَ فِي بَنِي إِسْرَائِيْلَ».

হযরত আবু ইয়াযিদ মাদানী রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সর্বপ্রথম যে জান্নাতে প্রবেশ করবেন, তিনি হবেন আমার কন্যা ফাতেমা। তার অবস্থান আমার উম্মতদের মধ্যে এরূপ, যেরূপ বনী ইসরাইলীদের মধ্যে মরিয়ম।[৯৭]

[৯৬] ১. যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল ফি নাকদির রিজাল, ৪:৩৫১; এতে তিনি বলেছেন, হাদিস আবু সালেহ মুআযযিন মানাকিবে ফাতেমায় কর্না করেছেন।
২. আসকালানী, লিছানুল মিযান, ৪:১৬; এতে তিনি মধ্যে অনুরূপ বলেছেন।
[৯৭] ১. কাযবীনী, আত তাদবীন ফি আখবারে কাযবীন, ১:৪৫৭
২. হিন্দি, কানযুল উম্মাল, ১২:১১০, হাদীস : ৩৪২৩৪

৩৭শ পরিচ্ছেদ

مَسْكَنُهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْ قُبَّةٍ بَيْضَاءٌ سَقْفُهَا عَرْشُ الرَّحْمَنَ

কিয়ামতের দিন হযরত ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহার অবস্থান হবে আল্লাহর আরশের নিচে সাদা গম্বুজে

٩٦. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «إِنَّ فَاطِمَةَ وَعَلِيًّا وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فِيْ حَظِيْرَةِ الْقُدُسِ فِيْ قُبَّةٍ بَيْضَاءَ سَقْفُهَا عَرْشُ الرَّحْمَنِ».

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নিঃসন্দেহে পরকালে ফাতেমা, আলী, হাসান ও হুসাইন জান্নাতুল ফিরদাউসে সাদা গম্বুজে অবস্থান করবেন। যার ছাদ হবে আল্লাহর আরশ।[৯৮]

٩٧. عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «أَنَا وَعَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْ قُبَّةٍ تَحْتَ الْعَرْشِ».

হযরত আবু মূসা আশআরী রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি, আলী, ফাতেমা, হাসান ও হুসাইন কিয়ামতের দিন আরশের নিচে সাদা গম্বুজে অবস্থান করবেন।[৯৯]

[৯৮] ১. ইবনে আসাকির, তারিখে দিমশক আল-কাবির, ১৪:৬১
২. হিন্দি, কানযুল উম্মাল, ১২:৯৮, হাদীস : ৩৪১৬৭
[৯৯] ১. হায়সমী, মাজমাউজ যাওয়ায়েদ, ৯:১৭৪
২. যুরকানী, শরহুল মু'আত্তা, ৪:৪৪৩
৩. আসকালানী, লিহানুল মিযান, ২:৯৪

৩৮শ পরিচ্ছেদ

إِنَّ فَاطِمَةَ سَلَامُ اللهِ عَلَيْهَا وَزَوْجَهَا وَابْنَاهَا وَمَنْ أَحَبَّهُمْ مُجْتَمِعُوْنَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ مَكَانٍ وَاحِدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

হযরত ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহা, তাঁর স্বামী, তাঁর সন্তানদ্বয় ও তাঁদের আশেকরা কিয়ামতের দিন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একই স্থানে থাকবে

٩٨. عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ : قَالَ (رَسُوْلُ اللهِ ﷺ) : «إِنِّي وَإِيَّاكِ وَهَذَيْنِ وَهَذَا الرَّاقِدَ فِيْ مَكَانٍ وَاحِدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ফাতেমাকে বললেন, (হে ফাতেমা) আমি, তুমি ও এ দু'জন (হাসান ও হুসাইন) এবং এ শয়নকারী (আলী রাদিআল্লাহু আনহু ,তখন তিনি ঘুম থেকে উঠছিলেন) কিয়ামতের দিন একই স্থানে থাকব।[১০০]

٩٩. عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «أَنَا وَفَاطِمَةُ وَحَسَنٌ وَحُسَيْنٌ مُجْتَمِعُوْنَ وَمَنْ أَحَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نَأْكُلُ وَنَشْرَبُ حَتَّى يُفَرَّقَ بَيْنَ الْعِبَادِ».

[১০০] ১. আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, ১ম:১০১
২. বাযযার, আল-মুসনাদ, ৩:২৯, ৩০, হাদীস : ৭৭৯
৩. আহমদ ইবনে হাম্বল, ফাযায়িলুস সাহাবা, ২:৬৯২, হাদীস : ১১৮৩
৪. হায়সমী-মাজমাউজ যাওয়ায়েদ, ৯:১৬৯, ১৭০; এতে তিনি বলেছেন, আহমদ ইবনে হাম্বলের বর্ণনাকৃত হাদিসের সনদে কায়েস ইবনে বরি' সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে, তবে অন্যান্য সকল রাবী সিকাহ।
৫. শায়বানী, আস-সুন্নাহ, ২:৫৯৮, হাদীস : ১৩২২
৬. ইবনে আসীর, উসদুল গাবাহ ফি মা'রিফাতিস সাহাবা, ৭:২২০

হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি, আলী, ফাতেমা, হাসান ও হুসাইন এবং আমাদের সকল আশেক একই স্থানে একত্রিত হবে। কিয়ামতের দিন আমাদের পানাহারও একত্রে হবে মানুষের বিচারের ফয়সালা হওয়া পর্যন্ত।[১০১]

[১০১] ১. হায়সমী, মাজমাউজ যাওয়ায়েদ, ৯:১৬৯-১৭০; এতে তিনি বলেছেন, হাদিসটি তাবরানি রিওয়ায়ত করেছেন এবং আমি তার রাবী সম্পর্কে জানি না।
২. তাবরানী, আল-মু'জামুল কবির, ৩:৪১, হাদীস : ২৬২৩

৩৯শ পরিচ্ছেদ

قَالَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ ﷺ : فَاطِمَةُ

سَلَامُ اللهِ عَلَيْهَا أَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدَ أَبِيْهَا

হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহার ইরশাদ; 'ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহাই তাঁর পিতার পর সর্বোৎকৃষ্ট সত্ত্বা'

١٠٠. عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ ﷺ، مَا رَأَيْتُ أَفْضَلَ مِنْ فَاطِمَةَ غَيْرَ أَبِيْهَا.

হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন, আমি ফাতেমার চেয়ে শ্রেয়তর তার পিতা ব্যতীত অন্য কাউকে দেখিনি।[১০২]

١٠١. عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا : مَا رَأَيْتُ أَحَدًا قَطُّ أَصْدَقَ مِنْ فَاطِمَةَ غَيْرَ أَبِيْهَا.

হযরত আমর ইবনে দিনার রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা ইরশাদ করেন, হযরত ফাতেমার পিতা ব্যতীত অন্য কাউকে আমি তার চেয়ে অধিক সত্যবাদী দেখিনি।[১০৩]

[১০২] ১. তাবরানী, আল-মু'জামুল আওসত, ৩:১৩৭, হাদীস : ২৭২১
২. হায়সমী, মাজমাউজ যাওয়ায়েদ, ৯:১৬৯ ও ১৭০; এতে তিনি বলেছেন, হাদিসটি তাবারানি এবং আবু ইয়ালা রিওয়ায়েত করেছেন এবং তার রাবীসমূহ সহীহ।
৩. শাওকানী, দুররুস সাহাবা ফি মানাকিবিল কারাবাহ ওয়াস সাহাবা, পৃ. ২৭৭, হাদীস : ২৪
[১০৩] আবু নায়ীম, হুলয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবকাতুল আসফিয়া, ২:৩১৪

৪০শ পরিচ্ছেদ

قَالَ عُمَرُو بْنُ الْخَطَّابِ ﷺ : فَاطِمَةُ سَلَامُ اللهِ عَلَيْهَا أَحَبُّ النَّاسِ بَعْدَ أَبِيْهَا

হযরত ওমরের রাদিআল্লাহু আনহু বাণী; হযরত ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহাই তাঁর পিতার পর সর্বাধিক প্রিয় সত্ত্বা

١٠٢. عَنْ عُمَرَ ﷺ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ : يَا فَاطِمَةُ! وَاللهِ! مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَحَبَّ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنْكَ، وَاللهِ! مَا كَانَ أَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ بَعْدَ أَبِيْكَ ﷺ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْكَ.

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি হযরত ফাতেমার নিকট গিয়ে বললেন, হে ফাতেমা! আল্লাহর কসম! আপনি ব্যতীত অন্য কাউকে আমি রাসূলের নিকট অধিক প্রিয় কাউকে দেখিনি। আল্লাহর কসম! মানুষের মধ্য হতে অন্য কেউ আমার নিকট আপনার চেয়ে অধিক প্রিয় নয়; কিন্তু আপনার পিতা।[১০৪]

[১০৪] ১. হাকেম, আল-মুসতাদরক, ৩:১৬৮, হাদীস : ৪৭৩৬
২. ইবনে আবী শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ৭:৪৩২, হাদীস : ৩৭০৪৫
৩. শায়বানী, আল-আহাদ ওয়াল মাসানী, ৭:৩৬০, হাদীস : ২৯৫২
৪. আহমদ ইবনে হাম্বল, ফাযায়িলুস সাহাবা, ১:৩৬৪, হাদীস : ৫৩২
৫. খতিবে বাগদাদী, তারিখে বাগদাদ, ৪:৪০১

গ্রন্থপঞ্জি

১. আল-কুরআন আল-করীম
২. আলুসী : মাহমুদ ইবনে আবদিল্লাহ হুসাইনী, (১২১৭-১২৭০ হি./১৮০২-১৮৫৪ খ্রি.), **রুহুল মা'আনী ফি তাফসীরিল কুরআন আল-আযিম ওয়াস সাবয়িল সামানী**, লেবানন, দারু ইহয়ায়ি আত-তুরাসিল আরাবী
৩. ইবনে আবী শায়বা : আবু বকর আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে উসমান কুফী (১৫৯-২৩৫ হি./৭৭৬-৮৪৯ খ্রি.), **আল-মুসান্নাফ**, রিয়াদ, সৌদি আরব, মাকতাবাতুর রুশদ, ১৪০৯ হি.
৪. ইবনে আসির : আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল করিম ইবনে আবদুল ওয়াহেদ শায়বানী (৫৫৫-৬৩০ হি./১১৬০-১২৩৩ খ্রি.), **উসদুল গাবাহ ফি মা'রিফাতিস সাহাবা**, বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া
৫. ইবনে বিশকাওয়াল : আবু কাসেম খালফ ইবনে আবদুল মালিক, (৪৯৫ হি./৫৭৮ খ্রি.), **গাওয়ামিজুল আসমায়িল মুবহামাহ আল-ওয়াকিয়াহ ফি মুতুনিল আহাদিসিল মুসনাদা**, বৈরুত, লেবানন, আলিমুল কুতুব, ১৪০৭ হি.
৬. ইবনে জাওযী : আবুল ফরজ আবদুর রহমান ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে উবায়দুল্লাহ (৫১০-৫৭৯ হি./১১১৬-১২০১ খ্রি.), **সিফাতুস সাফওয়া**, বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪০৯ হি./১৯৮৯ খ্রি.
৭. ইবনে জাওযী : আবুল ফরজ আবদুর রহমান ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে উবায়দুল্লাহ (৫১০-৫৭৯ হি./১১১৬-১২০১ খ্রি.),

তাযকিরাতুল খাওয়াস, বৈরুত, লেবানন, মুআসসিসাতু আহলিল বাইত, ১৪০১ হি./১৯৮১ খ্রি.

৮. ইবনে হিব্বান : আবু হাতেম মুহাম্মদ ইবনে হিব্বান ইবনে আহমাদ ইবনে হিব্বান (২৭০-৩৫৪ হি./৮৮৪-৯৬৫ খ্রি.), আস-সিকাত, বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর, ১৩৯৫ হি./১৯৭৫ খ্রি.

৯. ইবনে হিব্বান : আবু হাতেম মুহাম্মদ ইবনে হিব্বান ইবনে আহমাদ ইবনে হিব্বান (২৭০-৩৫৪ হি./৮৮৪-৯৬৫ খ্রি.), আস-সহীহ, বৈরুত, লেবানন, মুআসসিসাতু আহলিল বাইত, ১৪১৪ হি./১৯৯৩ খ্রি.

১০. ইবনে হাইয়ান : আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে জাফর আল-আনসারী (২৭৪-৩৬৯ হি.), তাবকাতুল মুহাদ্দিসীন বিআসবাহান, বৈরুত, লেবানন, মুআসসিসাতু আহলিল বাইত, ১৪১২ হি./১৯৯২ খ্রি.

১১. ইবনে রাহুআই : আবু ইয়াকুব ইসহাক ইবনে ইবরাহিম ইবনে মাখলাদ ইবনে ইবরাহিম ইবনে আবদুল্লাহ (১৬১-২৩৭ হি./৭৭৮-৮৫১ খ্রি.), আল-মুসনাদ, মদিনা মুনাওয়ারাহ, সৌদি আরব, মাকতাবাতুল ঈমান, ১৪১২ হি./১৯৯২ খ্রি.

১২. ইবনে সা'আদ : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ (১৬৮-২৩০ হি./৭৮৪-৮৪৫ খ্রি.), আত-তাবকাতুল কুবরা, বৈরুত, লেবানন, দারে বৈরুত লিত-তাবা'আতে ওয়ান নাসার, ১৩৯৮ হি./১৯৭৮ খ্রি.

১৩. ইবনে আবদুল বর : আবু ওমর ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (৩৬৮-৪৬৩ হি./৯৭৯-১০৭১ খ্রি.),

ইল ইসতিআব ফি মা'রিফাতিল আসহাব, বৈরুত, লেবানন, দারুল জিল, ১৪১২ হি.

১৪. ইবনে আসাকির : আবু কাসেম আলী ইবনে হাসান ইবনে হিবাতুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হুসাইন দিমশকী (৪৯৯-৫৭১ হি./১১০৫-১১৭৬ খ্রি.), তারিখে দামিশক আল-কাবির (তারিখে ইবনে আসাকির), বৈরুত, লেবানন, দারু ইহয়ায়ি আত-তুরাসিল আরাবি, ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি.

১৫. ইবনে কানে' : আবুল হুসাইন আবদুল বাকি ইবনে কানে' (২৬৫-৩৫১ হি.), মু'জামুস সাহাবা, মদিনা মুনাওয়ারাহ, সৌদি আরব, মাকতাবাতুল গুরাবায়িল আসারিয়া, ১৪১৮ হি.

১৬. ইবনে কুদামাহ : আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ মুকাদ্দেসি (৬২০ হি.), আল-মুগনী ফি ফেকহিল ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল আশ-শায়বানী, বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর, ১৪০৫।

১৭. ইবনে কছীর : আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে ওমর (৭০১-৭৭৪ হি./১৩০১-১৩৭৩ খ্রি.), আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি.

১৮. ইবনে কছীর : আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে ওমর (৭০১-৭৭৪ হি./১৩০১-১৩৭৩ খ্রি.), তাফসিরুল কুরআনিল আযিম, বৈরুত, লেবানন, দারুল মা'রিফাহ, ১৪০০ হি./১৯৮০ খ্রি.

১৯. ইবনে মাজাহ : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ কাযবিনী (২০৯-২৭৩ হি./৮২৪-৮৮৭ খ্রি.), আস-সুনান, বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি.

২০. আবু দাউদ : সুলাইমান ইবনে আসআস-সাজিসতানী (২০২-২৭৫ হি./৮১৭-৮৮৯ খ্রি.), আস-

সুনান, বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি.

২১. আবু আওয়ানা : ইয়াকুব ইবনে ইবরাহিম ইবনে যাইদ নিসাফুরী (২৩০-৩১৬ হি./৮৪৫-৯২৮ খ্রি.), **আল-মুসনাদ**, বৈরুত, লেবানন, দারুল মা'রিফাহ, ১৯৯৮ খ্রি.

২২. আবু নায়ীম : আহমাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে ইসহাক ইবনে মূসা ইবনে মেহরান ইসবাহানী (৩৩৬-৪৩০ হি./৯৪৮-১০৩৮ খ্রি.), **হিলয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবকাতুল আসফিয়া**, বৈরুত, লেবানন, দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৪০০ হি./১৯৮০ খ্রি.

২৩. আবু ইয়ালা : আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুসান্না ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে ঈসা ইবনে হেলাল মুসিলী, তামিমী (২১০-৩০৭ হি./৮২৫-৯১৯ খ্রি.), **আল-মুসনাদ**, দামিশক, সিরিয়া, দারুল মামুন লিত তুরাস, ১৪০৪ হি./১৯৮৪ খ্রি.

২৪. আহমদ ইবনে হাম্বল : আবু আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (১৬৪-২৪১ হি./৭৮০-৮৫৫ খ্রি.), **ফাযায়িলুস সাহাবা**, বৈরুত, লেবানন, মুআসসিসাতুর রিসালাহ।

২৫. আহমদ ইবনে হাম্বল : আবু আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (১৬৪-২৪১ হি./৭৮০-৮৫৫ খ্রি.), **ফাযায়িলুস সাহাবা**, বৈরুত, লেবানন, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৩৯৮ হি./১৯৭৮ খ্রি.

২৬. আহমদ ইবনে হাম্বল : আবু আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (১৬৪-২৪১ হি./৭৮০-৮৫৫ খ্রি.), **আল-ইলাল ওয়া মা'রিফাতির রিজাল**, বৈরুত, লেবানন, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খ্রি.

২৭. উনদুসুলী : ওমর ইবনে আলী ইবনে আহমাত আল-ওয়াদেয়াশী (৭২৩-৮০৪ হি.), **তুহফাতুল মুহতাজ ইলা আদিল্লাতিল মুহতাজ**, মক্কা,

মুকাররামাহ, সৌদি আরব, দারে হিরা, ১৪০৬ হি.

২৮. বুখারী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহিম ইবনে মুগীরা (১৯৪-২৫৬ হি./৮১০-৮৭০ খ্রি.), **আল-আদাবুল মুফরাদ**, বৈরুত, লেবানন, দারুল বাশায়ের আল-ইসলামিয়া, ১৪০৯ হি./১৯৮৯ খ্রি.

২৯. বুখারী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহিম ইবনে মুগীরা (১৯৪-২৫৬ হি./৮১০-৮৭০ খ্রি.), **আত-তারিখুল কাবির**, বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া।

৩০. বুখারী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহিম ইবনে মুগীরা (১৯৪-২৫৬ হি./৮১০-৮৭০ খ্রি.), **আস-সহীহ**, বৈরুত, লেবানন, দামিশক, সিরিয়া, দারুল কলম, ১৪০১ হি./১৯৮১ খ্রি.

৩১. বুখারী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহিম ইবনে মুগীরা (১৯৪-২৫৬ হি./৮১০-৮৭০ খ্রি.), **আল-কুনা**, বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর।

৩২. বাযযার : আবু বকর আহমাদ ইবনে আমর ইবনে আবদুল খালেক বসরী (২১০-২৯২ হি./৮২৫-৯০৫ খ্রি.), **আল-মুসনাদ**, বৈরুত, লেবানন, ১৪০৯ হি.

৩৩. বায়হাকী : আবু বকর আহমাদ ইবনে হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মূসা (৩৮৪-৪৫৮ হি./৯৯৪-১০৬৬ খ্রি.), **দালায়িরুন নুবুওয়া**, বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.

৩৪. বায়হাকী : আবু বকর আহমাদ ইবনে হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মূসা (৩৮৪-

৪৫৮ হি./৯৯৪-১০৬৬ খ্রি.), **আস-সুনানুল কুবরা**, মক্কা, সৌদি আরব, মাকতাবা দারুল বায, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি.

৩৫. বায়হাকী : আবু বকর আহমাদ ইবনে হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মূসা (৩৮৪-৪৫৮ হি./৯৯৪-১০৬৬ খ্রি.), **শু'আবুল ঈমান**, বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪১০ হি./১৯৯০ খ্রি.

৩৬. বায়হাকী : আবু বকর আহমাদ ইবনে হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মূসা (৩৮৪-৪৫৮ হি./৯৯৪-১০৬৬ খ্রি.), **আল-ই'তিকাদ**, বৈরুত, লেবানন, দারুল আফাক আল-জাদীদ, ১৪০১হি.

৩৭. তিরমিযী : আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে সওরাহ ইবনে মূসা ইবনে দাহহাক সালামী (২১০-২৭৯ হি./৮২৫-৮৯২ খ্রি.), **আল-জামিউস সহীহ**, বৈরুত, লেবানন, দারু ইহয়ায়ি আত-তুরাসিল আরাবি।

৩৮. জুরজানী : আবুল কামেস হামযা ইবনে ইউসুফ (৩৪৫-৪২৮ হি.), **তারিখে জুরজান**, বৈরুত, লেবানন, আলিমুল কুতুব, ১৪০১হি./১৯৮১ খ্রি.

৩৯. হাকেম : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (৩২১-৪০৫ হি./৯৩৩-১০১৪ খ্রি.), **আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন**, বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪১১ হি./১৯৯০ খ্রি.

৪০. হুসাইনী : ইবরাহিম ইবনে মুহাম্মদ (১০৫৪-১১২০ খ্রি.), **আল-বয়ান ওয়াত তা'রিফ**, বৈরুত, লেবানন, দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৪০১ হি.

৪১. হাকিম তিরমিযী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হাসান ইবনে বশীর, **নওয়াদিরুল উসূল ফি**

আহাদিসির রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, বৈরুত, লেবানন, দারুল জিল, ১৯৯২ খ্রি.

৪২. হাকিম তিরমিযী : ৩১৮ হি./৯৩০ খ্রি. পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। কিন্তু তার মৃত্যুর সন অজ্ঞাত।

৪৩. হালবী : ইবরাহিম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সিবত ইবনুল আজামী আবুল ওফা আত-তারাবালসী (২২৭ হি./৮৪১ খ্রি.), **আল-কাশফুল হাসীস**, বৈরুত, লেবানন, আলিমুল কুতুব + মাকতাবাতুন নাহদাহ আল-আরাবিয়া, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি.

৪৪. হোমাইদী : আবু বকর আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (২১৯ হি./৮৩৪ খ্রি.), **আল-মুসনাদ**, বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া + মাকতাবাতুন নাহদাহ আল-মুনতাহা

৪৫. খতিবে বাগদাদী : আবু বকর আহমাদ ইবনে আলী ইবনে সাবেত ইবনে আহমাদ ইবনে মাহদী ইবনে সাবেত (৩৯২-৪৬৩ হি./১০০২-১০৭১ খ্রি.), **তারিখে বাগদাদ**, বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া

৪৬. খতিবে বাগদাদী : আবু বকর আহমাদ ইবনে আলী ইবনে সাবেত ইবনে আহমাদ ইবনে মাহদী ইবনে সাবেত (৩৯২-৪৬৩ হি./১০০২-১০৭১ খ্রি.), **মাওদাউ আওহামিল জময়ে ওয়াত তাফরিক**, বৈরুত, লেবানন, দারুল মা'রিফাহ, ১৪০৭ হি.

৪৭. হেলাল : আবু বকর আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হারুন ইবনে ইয়াযিদ (২৩৪-৩১১ হি.), **আস-সুন্নাহ**, রিয়াদ, সৌদি আরব, ১৪১০ হি.

৪৮. দারু কুতনী : আবুল হাসান আলী ইবনে ওমর (৩০৬-৩৮৫ হি.), **সাওয়ালাতে হামযা**, রিয়াদ,

সৌদি আরব, মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১৪০৪ হি./১৯৮৪ খ্রি.

৪৯. দারমী : আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান (১৮১-২৫৫ হি./৭৯৭-৮৬৯ খ্রি.), **আস-সুনান**, বৈরুত, লেবানন, দারুল কিতাবুল আরবী, ১৪০৭ হি.

৫০. দোলাবী : আল-ইমামুল হাফেয আবু বশর মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাম্মাদ (২২৪-৩১০ হি.), **আয-যুররিয়্যাতুত তাহিরা আন নব্বীয়্যিাহ**, কুয়েত, দারুল সালাফীয়াহ, ১৪০৭ হি.

৫১. দায়লমী : আবু সুজা' শায়রবিয়া ইবনে শহরদার ইবনে শায়রবিয়া ইবনে ফানাখসরু হামদানী (৪৪৫-৫০৯ হি./১০৫৩-১১১৫ খ্রি.), **আল-ফিরদাউস বিমা'সুরিল খিতাব**, বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৯৮৬ খ্রি.

৫২. যাহাবী : শাসসুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ (৬৭৩-৭৪৮ হি.), **সি'আরু আলামিন নুবালা**, বৈরুত, লেবানন, মুআসসিসাতুর রিসালাহ, ১৪১৩ হি.

৫৩. যাহাবী : শাসসুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ (৬৭৩-৭৪৮ হি.), **মা'জামুল মুহাদ্দিসীন**, তায়েফ, সৌদি আরব, মাকতাবাতুস সিদ্দিক, ১৪০৮ হি.

৫৪. যাহাবী : শাসসুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ (৬৭৩-৭৪৮ হি.), **মিযানুল ই'তিদাল ফি নকদির রিজাল**, বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৯৯৫ খ্রি.

৫৫. রূয়ানী : আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে হারুন (৩০৭ হি.), **আল-মুসনাদ**, কায়রো, মিসর, মুআসসাসা কুরতুবা, ১৪১৬ হি.

৫৬. যুরকানী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল বাকি ইবনে ইউসুফ ইবনে আহমাদ ইবনে আল-ওয়ান মিসরী, আযহারী, মালেকী (১০৫৫-১১২২ হি./১৬৪৫-১৭১০ খ্রি.), **শরহুল মু'আত্তা**, বৈরুত, লেবানন,দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪১১ হি.

৫৭. যায়লায়ী : আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ হানাফী (৭৬২ হি.), **নাসবুর রায়া লি আহাদিসিল হিদায়া**, মিসর, দারুল হাদিস, ১৩৫৭ হি.

৫৮. যাইদ বাগদাদী : আবু ইসমাঈল হাম্মাদ ইবনে ইসহাক ইবনে ইসমাঈল (২৬৭ হি.), **তারাকাতুর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াস সুবুলুল লাতি ওয়াজ হাহা ফিহা**, ১৪০৪ হি.

৫৯. সাখাবী : শামসুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান (৮৩১ হি./৯০২ খ্রি.), **ইসতিজলাবু ইরতিকায়িল গুরাফ বিহুব্বি আকরাবায়ির রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া যবিশ শরফে**, বৈরুত, লেবানন, দারুল মদিনা, ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি.

৬০. সুয়ূতী : জালালুদ্দিন আবুল ফজল আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে উসমান (৮৪৯-৯১১ হি./১৪৪৫-১৫০৫ খ্রি.), **আল-খাসায়িসুল কুবরা**, ফায়সল আবাদ, পাকিস্তান, মাকতাবা নূরিয়া রদবিয়া।

৬১. সুয়ূতী : জালালুদ্দিন আবুল ফজল আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে উসমান (৮৪৯-৯১১ হি./১৪৪৫-১৫০৫ খ্রি.), **আদ দুররুল মানসুর ফিত তাফসীর বিল মা'সুর**, বৈরুত, লেবানন, দারুল মা'রিফাহ।

৬২. শিবলানজী : শায়খ মু'মিন ইবনে হাসান মু'মিন (১২৫২ হি./১৮৩৬ খ্রি.), **নূরুল আবসার ফি মানাকিবি আলে বায়তিন্নবী আল-মুখতার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম**, বৈরুত, লেবানন, দারুল জিল, ১৪০৯ হি./১৯৮২ খ্রি.

৬৩. শাওকানী : মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ (১১৭৩-১২৫০ হি./১৭৬০-১৮৩৪ খ্রি.), **ফতহুল কাদীর**, মিসর, মাতবা' মুস্তাফা আল-বাবী, আল-হালবী ওয়া আওলাদুহু, ১৩৮৩ হি./১৯৬৪ খ্রি.

৬৪. শাওকানী : মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ (১১৭৩-১২৫০ হি./১৭৬০-১৮৩৪ খ্রি.), **নাইলুল আওতার শরহু মুনতাকাল আখবার**, বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর, ১৪০২ হি./১৯৮২ খ্রি.

৬৫. শাওকানী : মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ (১১৭৩-১২৫০ হি./১৭৬০-১৮৩৪ খ্রি.), **দুররুস সাহাবাইফ মানাকিবিল কিরাবাহ ওয়াস সাহাবা**, দামিশক, দারুল ফিকর, ১৪৯৪ হি./১৯৮৪ খ্রি.

৬৬. শায়বানী : আবু বকর আহমাদ ইবনে আমর ইবনে দাহহাক ইবনে মাখলাদ (২০৬-২৮৭ হি./৮২২-৯০০ খ্রি.), **আল-আহাদ ওয়াল মাসানি**, রিয়াদ, সৌদি আরব, দারুল রায়া, ১৪১১ হি./১৯৯১ খ্রি.

৬৭. শায়বানী : আবু বকর আহমাদ ইবনে আমর ইবনে দাহহাক ইবনে মাখলাদ শায়বানী (২০৬-২৮৭ হি./৮২২-৯০০ খ্রি.), **আস-সুন্নাহ**, বৈরুত, লেবানন, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০০ হি.

৬৮. সুনআনী : মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল (৭৭৩-৮৫২ হি.), **সুবুলুস সালাম শরহু বুলুগুল মুরাম**,

বৈরুত, লেবানন, দারু ইহয়ায়ি আত-তুরাসিল আরাবি, ১৩৭৯ হি.

৬৯. সায়দাবী : মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ ইবনে জামি' আবুল হাসান (৩০৫-৪০২ হি.), **মু'জাসুস সুয়ুখ**, বৈরুত, লেবানন, মুআসসিসাতুর রিসালা, ১৪০৫ হি.

৭০. তাবরানী : সুলাইমান ইবনে আহমাদ (২৬০-৩৬০ হি./৮৭৩-৯৭১ খ্রি.), **আল-মু'জামুল আওসাত**, রিয়াদ, সৌদি আরব, মাকতাবাতুল মা'রিফ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.

৭১. তাবরানী : সুলাইমান ইবনে আহমাদ (২৬০-৩৬০ হি./৮৭৩-৯৭১ খ্রি.), **আল-মু'জামুস সগীর**, বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৪০৩ হি./১৯৮৩ খ্রি.

৭২. তাবরানী : সুলাইমান ইবনে আহমাদ (২৬০-৩৬০ হি./৮৭৩-৯৭১ খ্রি.), **আল-মু'জামুল কাবির**, মুসাল, ইরাক, মাতবা'তুয যাহরা আল-হাদিসা ।

৭৩. তাবরানী : সুলাইমান ইবনে আহমাদ (২৬০-৩৬০ হি./৮৭৩-৯৭১ খ্রি.), **আল-মু'জামুল কাবির**, কায়রো, মিসর, মাকতাবায়ে ইবনে তাইমিয়া ।

৭৪. তাবারী : আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারির ইবনে ইয়াযিদ (২২৪-৩১০ হি./৮৩৯-৯২৩ খ্রি.), **জামিউল বয়ান ফি তাফসিরিল কুরআন**, বৈরুত, লেবানন, দারুল মা'রিফা, ১৪০০ হি./১৯৮০ খ্রি.

৭৫. তাহাবী : আবু জাফর আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সালামাহ ইবনে সালমা ইবনে আবদুল মালিক ইবনে সালমা (২২৯-৩২১ হি./৮৫৩-৯৩৩ খ্রি.), **শরহু মা'আনিল আসার**, বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ

৭৬. তায়ালিসী : আবু দাউদ সুলাইমান ইবনে দাউদ জারুদ (১৩৩-২০৪ হি./৭৫১-৮১৯ খ্রি.), **আল-মুসনাদ**, বৈরুত, লেবানন, দারুল মা'রিফা।

৭৭. আবদু ইবনে হুমাইদ : আবু মুহাম্মদ ইবনে নসর আল-কসি (২৪৯ হি./৮৬৩ খ্রি.), **আল-মুসনাদ**, কায়রো, মিসর, মাকতাবাতুস সুন্নাহ, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খ্রি.

৭৮. আবদুর রাজ্জাক : আবু বকর ইবনে হুমাম ইবনে নাফে' সুনআনি (১২৬-২১১ হি./৭৪৪-৮২৬ খ্রি.), **আল-মুসান্নাফ**, বৈরুত, লেবানন, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১০৪৩ হি.

৭৯. আজলুনী : আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল হাদি ইবনে আবদুল গনি জারাহী (১০৮৭-১১৬২ হি./১৬৭৬-১৭৪৯ খ্রি.), **কাশফুল খিফা ওয়া মাযিলুল ইলবাস**, বৈরুত, লেবানন, মুআসসিসাতুর রিসালা, ১৪০৫ হি.

৮০. আসকালানী : আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আহমাদ ইবনে কিনানী (৭৭৩-৮৫২ হি./১৩৭২-১৪৪৯ খ্রি.), **আল-ইসাবাহ ফি তামযিযিস সাহাবা**, বৈরুত, লেবানন, দারুল জিল, ১৪১২ হি./১৯৯২ খ্রি.

৮১. আসকালানী : আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আহমাদ ইবনে কিনানী (৭৭৩-৮৫২ হি./১৩৭২-১৪৪৯ খ্রি.), **তাগলিকুত তা'লিক আলা সহীহিল বুখারী**, বৈরুত, লেবানন, আল-মাকতাবাতুল ইসলামী + ওমান + জর্দান, দারে আম্মার, ১৪০৫ হি.

৮২. আসকালানী : আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আহমাদ ইবনে কিনানী (৭৭৩-৮৫২ হি./১৩৭২-১৪৪৯ খ্রি.),

তালখিসুল হাবির, মদিনা, সৌদি আরব, ১৪৮৪ হি./১৯৬৪ খ্রি.

৮৩. আসকালানী : আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আহমাদ ইবনে কিনানী (৭৭৩-৮৫২ হি./১৩৭২-১৪৪৯ খ্রি.), **তাহযিবুত তাহযিব**, বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর, ১৪০৪ হি./১৯৮৪ খ্রি.

৮৪. আসকালানী : আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আহমাদ ইবনে কিনানী (৭৭৩-৮৫২ হি./১৩৭২-১৪৪৯ খ্রি.), **লিসানুল মিযান**, বৈরুত, লেবানন, মুআসসিসাতুল আ'লামী লিল মাতবুআত, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.

৮৫. আসকালানী : আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আহমাদ ইবনে কিনানী (৭৭৩-৮৫২ হি./১৩৭২-১৪৪৯ খ্রি.), **ফতহুল বারী**, লাহোর, পাকিস্তান, দারু নশরি আল-কুতুবিল ইসলামিয়া, ১৪০১ হি./১৯৮১ খ্রি.

৮৬. কুরতুবী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া উমুবী (২৮৪-৩৮০ হি./৮৯৭-৯৯০ খ্রি.), **আল-জামে লি আহকামিল কুরআন**, বৈরুত, লেবানন, দারু ইহয়ায়ি আত-তুরাসিল আরাবি।

৮৭. কাযবিনী : আবদুল করিম ইবনে মুহাম্মদ আর রাফেয়ী, **আত-তাদবিন ফি আখবারে কাযবিন**, বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৭ খ্রি.

৮৮. কায়সারানী : মুহাম্মদ ইবনে তাহের ইবনে আল-কায়সারানী (৪৪৮-৫০৭ হি.), **তাযকিরাতুল হুফফায**, রিয়াদ, সৌদি আরব, দারুস সামিয়ী, ১৪১৫ হি.

৮৯. মুহামিলী : আবু আবদুল্লাহ হুসাইন ইবনে ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে সাঈদ ইবনে আবান জব্বী (২৩৫-৩৩০ হি./৮৪৯-৯৪১ খ্রি.), **আল-আমালি**, ওমান + জর্দান + দাম্মাম, আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়া + দারু ইবনিল কায়্যিম, ১৪১২ হি.

৯০. মুহিব্বে তাবারী : আবু জাফর আহমাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহিম (৬১৫-৬৯৪ হি./১২১৮-১২৯৫ খ্রি.), **যখায়েরুল উকবা ফি মানাকিবি যবিল কুরবা**, জিদ্দা, সৌদি আরব, মাকতাবাতুস সাহাবা, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রি.

৯১. মুয্যি : আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ ইবনে যকি আবদুর রহমান ইবনে ইউসুফ ইবনে আবদুল মালিক ইবনে ইউসুফ ইবনে আলী (৬৫৪-৭৪২ হি./১২৫৬-১৩৪১ খ্রি.), **তাহযিবুল কামাল**, বৈরুত, লেবানন, মুআসসিসাতুর রিসালা, ১৪০০ হি./১৯৮০ খ্রি.

৯২. মুসলিম : মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইরি (২০৬-২৬১ হি./৭২১-৮৭৫ খ্রি.), **আস-সহীহ**, বৈরুত, লেবানন, দারু ইহয়ায়ি আত-তুরাসিল আরাবি।

৯৩. মাকদিসী : মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহেদ হাম্বলী (৬৪৩ হি.), আল-আহাদিসুল মুখতারা, মক্কা, সৌদি আরব, **মাকতাবাতুন নাহদাহ আল-হাদিসা**, ১৪১০ হি./১৯৯০ খ্রি.

৯৪. মুকরী : আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহিম (২৮৫-৩৮১ হি.), **আর রুখসা ফি তাকবিলিল ইয়াদ**, রিয়াদ, সৌদি আরব, দারুল আসেমা, ১৪০৮ হি.

৯৫. মুনাবী : আবদুর রউফ ইবনে তাজুল আরেফিন ইবনে আলী ইবনে যায়নুল আবেদীন (৯৫২-

১০৩১ হি./১৫৪৫-১৬২১ খ্রি.), **ফয়জুল কাদির শরহিল জামেউস সগীর**, মিসর, মাকতাবা তেজারিয়া কুবরা, ১৩৫৬ হি.

৯৬. মুনযারী : আবু মুহাম্মদ আবদুল আযিম ইবনে আবদুল কাবী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সালামাহ ইবনে সা'আদ (৫৮১-৬৫৬ হি./১১৮৫-১২৫৮ খ্রি.), **আত-তারগীব ওয়াত তারহীব**, বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৪১৭ হি.

৯৭. নাসায়ী : আহমাদ ইবনে শুয়াইব (২১৫-৩০৩ হি./৮৩০-৯১৫ খ্রি.), **আস-সুনান**, হালব, সিরিয়া, মাকতাবাতুল মাতবুআতুল ইসলামিয়া, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.

৯৮. নাসায়ী : আহমাদ ইবনে শুয়াইব (২১৫-৩০৩ হি./৮৩০-৯১৫ খ্রি.), **আস-সুনানুল কুবরা**, বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, ১৪১১ হি./১৯৯১ খ্রি.

৯৯. নাসায়ী : আহমাদ ইবনে শুয়াইব (২১৫-৩০৩ হি./৮৩০-৯১৫ খ্রি.), **ফাযায়িলুস সাহাবা**, বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৪০৫ হি.

১০০. নাসায়ী : আহমাদ ইবনে শুয়াইব (২১৫-৩০৩ হি./৮৩০-৯১৫ খ্রি.), **আমালাল য়াওমি ওয়াল লায়লা**, বৈরুত, লেবানন, মুআসসিসাতুর রিসালা, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি.

১০১. নববী : আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে শরফ ইবনে মুররী ইবনে হাসান ইবনে হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ ইবনে জমআ' ইবনে হেযাম (৬৩১-৬৭৭ হি./১২৩৩-১২৭৮ খ্রি.), **তাহযিবুল আসমা ওয়াল লুগাত**, বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা

১০২. হাইসমী : আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হাযর (৯৭৩ হি.), **আস-সওয়ায়িকুল মুহরিকা আলা আহলির রফদে ওয়াদ দালালে ওয়ায যান্দাকা**, বৈরুত, লেবানন- মুআসসাতুর রিসালা, ১৯৯৭ খ্রি.

১০৩. হাইসমী : নূরুদ্দিন আবুল হাসান আলী ইবনে আবু বকর ইবনে সুলাইমান (৭৩৫-৮০৭ হি./১৩৩৫-১৪০৫ খ্রি.), **মাযমাউজ জাওয়ায়িদ**, কায়রো, মিসর, দারুর রায়আন লিত তুরাছ + বৈরুত, লেবানন, দারুল কিতাবিল আরবী, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি.

১০৪. হাইসমী : নূরুদ্দিন আবুল হাসান আলী ইবনে আবু বকর ইবনে সুলাইমান (৭৩৫-৮০৭ হি./১৩৩৫-১৪০৫ খ্রি.), **মাওয়ারিদুয জামআন ইলা যাওয়ায়েদে ইবনে হিব্বান**, বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা

১০৫. হিন্দি : আলা উদ্দিন আলী মুত্তাকী ইবনে হেসামুদ্দিন (৯৭৫ হি.), **কানযুল উম্মাল ফি সুনানিল আফআলে ওয়াল আকওয়াল**, বৈরুত, লেবানন, মুআসসিসাতুর রিসালা, ১৩৯৯ হি./১৯৭৯ খ্রি.

লেখক পরিচিতি

বর্তমান যুগের প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী পাকিস্তানের জং শহরে ১৯৫১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি থেকে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম স্থানে পাস করে নতুন এক রেকর্ড স্থাপন করেছেন। তিনি এই সুবাদে গোল্ড মেডেল অর্জন করেন। উল্লেখযোগ্য নাম্বার পেয়ে তিনি একই ইউনিভার্সিটি থেকে এল. এল. বি পাস করেন। ১৯৮৬ সালে পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি তাঁকে 'ইসলামে শাস্তি : এর প্রকার ও দর্শন' শীর্ষক বিষয়ের ওপর ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করেছে।

তিনি মুসলিম বিশ্বের মহান রূহানী ব্যক্তিত্ব, ওলীদর আদর্শ পুরুষ সাইয়িদুনা তাহের আলাউদ্দীন আল-কাদেরী আল-বাগদাদী(রহ) এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেছেন। তাঁর কাছ থেকে তরীকত ও তাসাউফ-এর দীক্ষা ও ফায়য অর্জন করেছেন। হযরতের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণের মধ্যে রয়েছেন স্বয়ং তাঁর পিতা ড. ফরীদুদ্দীন কাদেরী, মাওলানা আবদুর রশিদ রেজভী, মাওলানা জিয়াউদ্দীন মাদানী, মাওলানা আহমদ সাঈদ কাযেমী, ড. বোরহান আহমদ ফারুকী এবং শাইখ মুহাম্মদ ইবনে আলূভী আল-মালেকী আল মক্কী রহ. এর মতো প্রখ্যাত আলেমগণ। তিনি পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত পুরো পাকিস্তানব্যাপী 'উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতায়' প্রথম হয়ে 'কায়েদে আ'জম গোল্ড মেডেল' অর্জন করেছেন। এছাড়াও তিনি অর্জন করেছেন আরো অনেকগুলি গোল্ড মেডেল।

তিনি পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির এল. এল. বি বিভাগের শিক্ষক ছিলেন। এ ছাড়াও পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির সেন্ট, সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য নিবার্চিত হন। তিনি একই সঙ্গে পাকিস্তান শরয়ী আদালতের ফিকহ উপদেষ্টা, পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের উপদেষ্টা, ইসলামি পাঠ্যক্রম জাতীয় কমিটির সদস্য, তাহরীক-ই মিনহাজুল কুরআনের প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক, পাকিস্তান আওয়ামী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সভাপতি, আন্তর্জাতিক ইসলামি সম্মেলনের সহ সভাপতি, আন্তর্জাতিক ইসলামি একতা সংঘের সেক্রেটারী জেনারেল, পাকিস্তান জাতীয় সংসদের সাবেক সদস্য এবং উনিশটি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দলবিশিষ্ট সংঘটন 'পাকিস্তান আওয়ামী ইত্তেহাদ' এর সভাপতি। তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন আধুনিক ও প্রচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রখ্যাত বিদ্যাপিঠ 'মিনহাজুল কুরআন ইউনিভার্সিটি, লাহোর।

উর্দূ, আরবি ও ইংরেজী ভাষায় এ পর্যন্ত চার'শর উপরে তাঁর রচিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ইতিমধ্যে তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদিত হয়েছে। বিচিত্র বিষয়ে রচিত তাঁর আটশতাধিক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রকাশের পথে রয়েছে। মানবকল্যাণের কারণে তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক, চিন্তাধারা ও সামাজিক খেদমতকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। নিম্নে আমরা তার কিছু নমুনা পেশ করছি :

১. গবেষণা, রচনা এবং মানবকল্যাণের লক্ষ্যে আত্যন্তিক প্রচেষ্ঠার জন্য দ্বিতীয় মিলিনিয়ামের শেষ প্রান্তে পৃথিবীর পাঁচশত প্রভাবশালী প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২. 'আমেরিকান বায়ুগ্রফিকেল ইনস্টিটিউট' (ABI)-এর পক্ষ থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমাজের অসাধারণ সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ International Whos Who of Contemporary Achievement 'সমকালীন আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব পুরস্কার'-এর পঞ্চম এডিশনে ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরীর ওপর একটি অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৩. 'আমেরিকান বায়ুগ্রাফিকেল ইনস্টিটিউট'(ABI)-এর পক্ষ থেকে পৃথিবীর সবচে' বড় বেসরকারি শিক্ষাপ্রকল্প বাস্তবায়ন, দুইশ গ্রন্থের লেখক হওয়া, পাঁচ হাজারের অধিক বিষয়ের ওপর বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ও সংগঠনে বক্তৃতা উপস্থাপন করা, 'মিনহাজুল কুরআন আন্দোলন' এর প্রতিষ্ঠাতা এবং 'দি মিনহাজ ইউনির্ভাসিটি'র চ্যান্সেলর হওয়ার সুবাদে The International Cultural Diploma of Honour আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক ডিপ্লোমা অব অনার্স- উপাধিতে ভূষিতে করা হয়েছে।

৪. ইংল্যান্ডের ইন্টারন্যাশনাল বায়ুগ্রাফিক্যাল সেন্টার অব কেম্ব্রিজ- (IBC) এর পক্ষ থেকে শিক্ষা ও সমাজের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী কৃতিত্বের স্বাক্ষর স্থাপনের সুবাদে তাকে The International Man of the Year 1998-99 '১৯৯৮-৯৯ সালের আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

৫. বিংশ শতাব্দিতে জ্ঞানের ক্ষেত্রে অসাধারণ সেবা করার জন্য তাকে Leading Intellectual of the World 'বিশ্বের মহান বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিত্ব- এর উপাধি প্রদান করা হয়েছে।

৬. শিক্ষার অগ্রগতির ক্ষেত্রে তার অদ্বিতীয় খেদমতের জন্য International Who is Who -পক্ষ থেকে Individual Achievement Award 'অনন্য ব্যক্তিত্ব পুরস্কার' প্রদান করা হয়েছে।

৭. নজীরবিহীন গবেষণার কারণে (ABI) এর পক্ষ থেকে Key of Success 'সফলতার চাবিকাঠি'র সম্মানে ভূষিত কার হয়েছে।

৮. বিংশ শতাব্দির International Who is Who এর পক্ষ থেকে Certificate of Recognition 'যোগ্যতার স্বীকৃতি সনদ প্রদান করা হয়েছে।

সন্দেহাতীতভাবে শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী একজন ব্যক্তি মাত্র নন; বরং তিনি মুসলিম উম্মার জন্য একটি নতুন যুগের প্রতিষ্ঠাতা এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের যোগ্য প্রতিনিধি।